

Lecture No.-01

সাংবিধানিক নাম- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (The people's Republic of Bangladesh)

আলোচ্য বিষয় : মানচিত্রে বাংলাদেশ, অন্যান্য বাংলাদেশ সংবাদ, বাংলার উদ্ভব, জনপদসমূহ, বাঙালি জাতির উদ্ভব, মৌর্যশাসন, গুপ্তশাসন, শশাংকযুগ, মাৎস্যন্যায়, পালশাসন, খরগশাসন, দেবশাসন, চন্দ্রশাসন, বর্মশাসন, তুর্কি আমল, সুলতানী আমল, আফগান আমল, উপমহাদেশে আগত পর্যটকবৃন্দ, বিভিন্ন স্থাপনা ও নিমার্তা, বিভিন্ন সন-শতাব্দী, বঙ্গাব্দ সংস্কার, অন্যান্য তথ্যাবলী।

বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী :

১. প্রাচীন পুন্ড্রনগর মহাস্থানগড়ে অবস্থিত।
২. বর্তমান ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে বঙ্গ জনপদের অধীনে ছিল।
৩. ইবনে বতুতা (মরক্কো) সোনারগাঁ এসেছিলেন।
৪. বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের সূচনা করেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি।
৫. ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের।
৬. মহাস্থান বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র।
৭. পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের নিমার্তা ধর্মপাল।
৮. বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ে মৌর্যযুগের শিলালিপি পাওয়া গেছে।
৯. চাপাঁইনবাবগঞ্জ জেলায় প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশবিশেষ অবস্থিত।
১০. রাজশাহী বিভাগের উত্তর পশ্চিমাংশ বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত।
১১. বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষণ সেন।
১২. ষাট গম্বুজ মসজিদের গম্বুজ ৮১টি।
১৩. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময় হতে সমগ্র বাংলা পরিচিত হয় বাঙ্গালাহ নামে।
১৪. বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বলখীর মাজার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত।
১৫. সোনারগাঁও মসলিন শিল্পের জন্য বিখ্যাত।
১৬. চন্দ্রদ্বীপ বরিশালের প্রাচীন নাম।
১৭. বাংলার রাজধানী হিসাবে গোনারগাঁও-এর পত্তন করেন ঈশা খাঁ।
১৮. হযরত শাহজালাল গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেটে আযান ধ্বনি দিয়েছিলেন।
১৯. সিলেটকে বলা হয় ৩৬০ আউলিয়ার দেশ।
২০. প্রাচীন কালে সমতট বলতে নোয়াখালী ও কুমিল-এ জেলাকে বোঝানো হত।
২১. বাংলার আদি জনগোষ্ঠী অস্ট্রিক ভাষা-ভাষী ছিল।
২২. অতীশ দীপঙ্কর মুঙ্গিগঞ্জ জেলার অধিবাসী।
২৩. প্রাচীনকালে এদেশের নাম বঙ্গ ছিল।
২৪. অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে বিখ্যাত হন।
২৫. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় মসজিদ ষাট গম্বুজ মসজিদ।
২৬. বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন ১২০৪ সালে।
২৭. ‘শাহ-ই-বাঙ্গালাহ’- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের উপাধি।

বিস্তারিত আলোচনা :

মানচিত্রে বাংলাদেশ : মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করবেন শিক্ষক মহোদয়।

অন্যান্য বাংলাদেশ সংবাদ

রাজধানী- ঢাকা, বানিজ্যিক রাজধানী- চট্টগ্রাম।
 সরকার পদ্ধতি- সংসদীয় পদ্ধতির সরকার।
 আয়তন- ১,৪৭,৪৭০ বর্গকিমি/ ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল।
 রাজনৈতিক অবস্থান- দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত।
 ভৌগোলিক অবস্থান- ২০° ৩' উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°১' পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৯২° ৪১' পূর্ব দ্রাঘিমা় অবস্থিত।
 সমুদ্রসীমা- রাজনৈতিক (১২ নটিক্যাল মাইল), অর্থনৈতিক (২০০ নটিক্যাল মাইল)
 সীমানা- ৫১৩৮ কি. মি (ভারত ৪১৪৪, সমুদ্রসীমা ৭১১, মায়ানমার ২৮৩)
 বিভাগ- ৭টি, জেলা- ৬৪টি, উপজেলা- ৪৮৩, থানা- ৬০৯, সিটি কর্পোরেশন- ১৫, পৌরসভা- ৩০৯, ইউনিয়ন- ৪৪৯৮/৪৫০১
 বৃহৎবিভাগ- ঢাকা (লোকসংখ্যা), চট্টগ্রাম (আয়তন)
 ক্ষুদ্র বিভাগ- সিলেট (লোকসংখ্যা ও আয়তন)
 বৃহত্তর জেলা- বাঙ্গামাটি (৬,১১৬ বর্গকিলোমিটার)
 ক্ষুদ্র জেলা- মেহেরপুর (৭১৬ বর্গকিলোমিটার)
 বেশী গনবসতি পূর্ণ জেলা- ঢাকা।
 কম ঘনবসতি পূর্ণ জেলা- বান্দরবান (৬৫/বর্গকি.মি.)
 জলবায়ুর ধরণ- ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু।
 গড় বৃষ্টিপাত- ২০৩ সে. মি।
 উষ্ণতম মাস- এপ্রিল, শীতলতম মাস- জানুয়ারী।
 টেলিভিশন কেন্দ্র- ২টি (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)
 বেতার কেন্দ্র- ৬টি (ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর)
 বিমানবন্দর- ১৪টি (আন্তর্জাতিক-৩টি)
 প্রথম রাষ্ট্রপতি- শেখ মুজিবুর রহমান।
 প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি- সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
 প্রথম প্রধানমন্ত্রী- তাজউদ্দীন আহমেদ।
 বর্তমান রাষ্ট্রপতি- জিলুর রহমান
 বর্তমান প্রধানমন্ত্রী- শেখ হাসিনা
 জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-
 বিশ্ববিদ্যালয়- সরকারী (৩১)-, বেসরকারী (৫৯),
 মেডিকেল কলেজ- ১৮, টি, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-১টি
 ক্যাডেট কলেজ- ১২টি,
 তফসিল ভুক্ত ব্যাংকের সংখ্যা- ৪৮টি
 EPZ-এর সংখ্যা- ৮টি
 নদনদীর সংখ্যা- ২৩০টি, আন্তর্জাতিক-৫৭টি।
 দীর্ঘতম নদী- মেঘনা
 বৃহত্তম বন- সুন্দরবন (বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন, ৫,৫৭৫ বর্গ কি. মি.)
 সমুদ্রবন্দর- ২টি (চট্টগ্রাম, মংলা)
 স্থলবন্দর- ১৪টি
 বৃহৎদ্বীপ- ভোলা, একমাত্র প্রবাল দ্বীপ- সেন্টমার্টিন, বৃহৎ বদ্বীপ- সুন্দরবন,
 বৃহৎ সৈকত- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত (১৫৫ কিলোমিটার)

পিছন ফিরে দেখা

বাংলার উদ্ভব : দেশবাচক নাম হিসেবে 'বাংলা'র ব্যবহার মুসলিম অধিকারের যুগে প্রচলিত হয়। সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৫২-১৩৫৮) লক্ষণাবতী, রাঢ়, বাঙ্গালা প্রভৃতি অঞ্চলের রাজনৈতিক

ঐক্য স্থাপন করে নিজে শাহ-ই-বাঙ্গালা ও সুলতান-ই-বাঙ্গালা উপাধি ধারণ করেন। এ সময় থেকেই সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী ভূ-ভাগ বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয় এবং অধিবাসীরা বাঙ্গালি নামে অভিহিত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগেকার ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে 'বঙ্গ' নামে দেশের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় বাংলা প্রদেশ পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা নামে দুটি প্রদেশে বিভক্ত হয়। পূর্ববাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের এবং পশ্চিমবাংলা ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখা হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশ নাম গ্রহণ করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

জনপদ সমূহ :

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে কোনো একক রাষ্ট্র ছিল না। এটি তখন কতকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। অঞ্চলগুলো জনপদ নামে পরিচিত ছিল। প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়। ভিন্ন ভিন্ন রাজা এক একটি জনপদ শাসন করতেন।

জনপদ	সীমানা
বঙ্গ	কুষ্টিয়া, যশোর, নদীয়া, শান্তিপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ
সমতট	কুমিল্লা, নোয়াখালী
হরিকেল	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, সিলেট
রাঢ়	মেদিনীপুর
চন্দ্রদ্বীপ	বরিশাল
বরেন্দ্র/পুন্ড্র	রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর
গৌড়	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, উড়িষ্যা, মুর্শিদাবাদ
সপ্তগাঁও	খুলনা ও সমুদ্রবীরবর্তী সকল অঞ্চল
আরাকান	কক্সবাজার

বাঙ্গালি জাতির উদ্ভব :

ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ড গঠিত হয় প-ইস্টোসিনযুগে (প্রায় ১০-২৫ লক্ষ বছর পূর্বে)। এর পরের যুগকে বলা হয় প-ইস্টোসিন কাল। প-ইস্টোসিন কালেই (প্রায় ২৫,০০০ বছর পূর্বে) বাংলাদেশে মানুষের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমান বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী দীর্ঘকালব্যাপী বহু জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। সুতরাং বাঙ্গালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাসে সমগ্র বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। যথা- ক. প্রাক-আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী ও খ. আর্য নরগোষ্ঠী। আর্য পূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীনীয় এই চার শাখায় বিভক্ত ছিল। অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙ্গালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ তাদের নিষাদ জাতি হিসেবে আখ্যা দেয়। প্রায় ৫-৬ হাজার বছর পূর্বে অস্ট্রিক জাতি ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে। অস্ট্রিক জাতির সময়কালে বা কিছু পরে দ্রাবিড় জাতি এ দেশে আসে এবং সভ্যতায় উন্নততর বলে তারা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণেই সৃষ্টি হয়েছে আর্য-পূর্ব বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী। এদের রক্তধারা বর্তমান বাঙ্গালি জাতির মধ্যে প্রবহমান। এভাবে অন্তত দেড় হাজার বছরের অনুশীলন, গ্রহণ, বর্জন ও

রূপান্তরীকরণের মাধ্যমে বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটি বর্তমান জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছে। আর এ কারণেই বাঙালি জাতি সংকর জাতি হিসেবে বিবেচিত।

প্রাচীনযুগে বিভিন্ন শাসনামলে বাংলা :

১. **মৌর্য শাসন :** খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতে অশোক ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সাম্রাজ্য গঠনে মৌর্য সাম্রাজ্য ছিল প্রথম সফল পদক্ষেপ। মধ্যভারতের ক্ষুদ্র রাজ্য পিপলীবনের মোরিয় নামের ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণকারী চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আলেকজান্ডারের-প্রত্যাবর্তনের পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতবর্ষে বৃহদাংশ সম্বলিত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সম্রাট। খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে সম্রাট অশোকের আমলে পুন্ড্রবর্ধনে তার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গে মৌর্য শাসনের প্রমাণ বহন করে বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলাখণ্ড লিপি। মৌর্যবংশের দশম রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে সেনাপতি পুষ্যমিত্র মৌর্য শাসনের অবসান ঘটান।
২. **গুপ্ত শাসন :** খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের শুরুতে গুপ্ত বংশের উত্থান ঘটে। এ গুপ্ত রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্তের পৌত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। গুপ্তরাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলেই উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ গুপ্ত শাসনাধীনে আসে। পাটলিপুত্র ছিল এর রাজধানী। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন। তিনি গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। বাংলার অনেকাংশ তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন বলে তাকে প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ান বলা হয়। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এর রাজত্বকালে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন। গুপ্ত বংশের শেষ শাসক ছিলেন বুধগুপ্ত।
৩. **শশাঙ্কর যুগ :** বাঙালি রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের গুপ্ত বংশীয় রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে, ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দের কিছু পূর্বে শশাঙ্ক পরবর্তী গুপ্ত শাসকদের হাত থেকে গৌড় মুক্ত করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ। সম্ভবত ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে তার মৃত্যু হয়। শশাঙ্কই সর্বপ্রথম বাংলা থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত এক সার্বভৌম রাজ্য গড়ে তোলেন।
৪. **মাৎস্যন্যায় :** শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় ১০০ বছর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে এবং উপর্যুপরি বিদেশী শত্রুর আক্রমণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভারসাম্য বহুলাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করে। এ সময় কোনো স্থায়ী শাসন গড়ে উঠার সুযোগ পায়নি এবং শক্তিশালী ভূ-স্বামীরা আধিপত্য বিস্তারের জন্য পরস্পর সংঘাতে মেতে ওঠে। অভ্যন্তরীণ গোলযোগে, তদুপরি বিদেশী আক্রমণ এই সময়ে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাকে আরো বাড়িয়েছে। এই অরাজকতাই মাৎস্যন্যায় বলে আখ্যায়িত হয়েছে।
৫. **পালশাসন :** ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে পরবর্তী শতাব্দীকাল বাংলায় অরাজকতা চলতে থাকে। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে গোপালের সিংহাসনে আরোহণের মধ্যদিয়ে পাল শাসন শুরু হয়। গোপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র ধর্মপাল রাজা হন। তিনি বৃহত্তর রাজশাহী জেলার (বর্তমান নওগাঁ) পাহাড়পুরে একটি বিহার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। বিহারটির নাম ছিল সোমপুর বিহার। এটি সে সময়ে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ধর্মপালের অপর নাম বিক্রমশীল। ধর্মপালের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন পুত্র দেবপাল। দেবপালের মৃত্যুর পর থেকে পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। গোবিন্দপালই ছিলেন শেষ পাল সম্রাট। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে গোপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করে পালবংশের সূচনা করেন এবং দ্বাদশ শতকের ষষ্ঠ দশকের শুরুতে চার শতাব্দীব্যাপী স্থায়ী পাল সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৬. সেন শাসন : একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে সেন বংশ নামে এক নতুন রাজবংশের শাসন শুরু। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন পাল বংশের দুর্বল রাজত্বকালে রাঢ়ে এক স্বাধীন রাজ বংশের ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হন।

ক) বিজয় সেন : বিজয় সেন ছিলেন সেন বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। রাজপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। সে সুযোগে বিজয় সেন নিজ শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রয়াস পান। বিজয় সেন ছিলেন সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত বিজয়পুর ছিল বিজয় সেনের প্রথম রাজধানী। তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন বাংলাদেশে বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে।

খ) বল-ল সেন : পিতার মৃত্যুর পর সেন শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয় পুত্র বল-ল সেনের ওপর। অন্যান্য উপাধির পাশাপাশি বল-ল সেন নিজ নামের সাথে যুক্ত করেন অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর উপাধি। তিনি ‘দানসাগর’ ও ‘অদ্ভুতসাগর’ নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

গ) লক্ষ্মণ সেন : বল-ল সেনের পর পুত্র লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১২০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী নামে এক তুর্কী ভাগ্যক্ষেপী এই অঞ্চল আক্রমণ করে সেন সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেন। বখতিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করলে লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে অবস্থান নেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমপুরে লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর মাধ্যমে সেন বংশের পতন ঘটে। সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্ম বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের কুলীন প্রথা এ সময়ে দৃঢ়রূপ লাভ করে। লক্ষ্মণ সেনের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটে এবং সেই সাথে সমাপ্তি ঘটে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের।

দক্ষিণ পূর্ব বাংলার রাজবংশের শাসনামল :

১. খরগ শাসন : সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন মগধ ও গোড়ে পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাগণ প্রভুত্ব স্থাপন করেন, সে সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় খড়্গ বংশের উদ্ভব হয়। খড়্গদের রাজধানীর নাম ছিল কৰ্মাস্তবাসক। বর্তমান কুমিল-এ জেলার বড়কামতাই সম্ভবত কৰ্মাস্তবাসক। নোয়াখালী ও ত্রিপুরা অঞ্চলের ওপরও খড়্গদের অধিকার বিস্তৃত হয়।

২. দেব শাসন : খরগ বংশের শাসনের পর অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে এ অঞ্চলে দেব রাজবংশের উদ্ভব হয়। দেব বংশের রাজারা পরমভট্টারক, পরমসৌগত, পরমেশ্বর ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। দেব রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাদের রাজধানী ছিল দেব-পর্বতে (কুমিলার নিকট ময়নামতির কাছে)। দেবরাজা আনন্দদেব ময়নামতিতে আনন্দবিহার নামে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এ বিহার বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল।

৩. চন্দ্র শাসন : প্রবল পরাক্রান্ত চন্দ্রবংশ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে রাজত্ব করতো। এ বংশের প্রথম দুজন রাজা পূর্ণচন্দ্র ও তার পুত্র সুবর্ণ চন্দ্র রোহিতগিরিতে রাজত্ব করতেন। পরবর্তীকালে এ বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল কুমিল-এর নিকটবর্তী ক্ষীরোদা নদীর তীরে দেবপর্বত নামক স্থানে।

৪. বর্ম শাসন : বর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা। বর্মদের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। জাতবর্মার পর তার পুত্র হরিবর্মা রাজা হন। তিনি একটানা ৪৬ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। পাল রাজাদের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝপূর্বে সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেন বর্ম শাসনের অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সেন বংশের সূচনা করেন।

মধ্যযুগে বিভিন্ন শাসনামলে বাংলা :

২. তুর্কী আমল : বখতিয়ার খলজী বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। বাংলায় মুসলিম শাসন পর্বের প্রথম পর্যায় ছিল ১২০৪ খ্রি. থেকে ১৩৩৮ খ্রি. পর্যন্ত। এ যুগের শাসকদের মধ্যে কেউ ছিলেন বখতিয়ারের সহযোদ্ধা খলজী মালিক, আবার কেউ ছিলেন তুর্কী বংশের শাসক। বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর তার তিনজন সহচর একের পর এক বাংলায় ক্ষমতা দখল করেন। ইওয়াজ খলজীর সময় দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন ইলতুতমিশ। এ সময়ের ১৫ জন শাসকের মধ্যে ১০ জন দাস ছিলেন বলে অনেকে এ সময়ের বাংলার শাসনকে দাস শাসন বা মামলুক শাসন নামে অভিহিত করেন। কিন্তু এ যুগের ১৫ জন শাসকের সকলেই তুর্কী বংশের ছিলেন। বাংলার প্রথম তুর্কী শাসনকর্তা ছিলেন ইলতুতমিশের পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদ। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে নাসির উদ্দিন মাহমুদের মৃত্যু হয়।

৩. সুলতানী আমল : ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রি. পর্যন্ত ২০০ বছর দিল্লীর সুলতানগণ বাংলাকে তাদের অধিকারে রাখতে পারেননি বললেই চলে। তাছাড়া এ সময়ে বহিঃশত্রুর তেমন আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকায় বাংলার সুলতানগণ নিশ্চিন্তে ও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে পেরেছেন। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের মাধ্যমে সোনারগাঁওয়ে স্বাধীনতার সূচনা হলেও ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের হাতে বাংলা (সমগ্র) প্রথম স্থিতিশীলতা লাভ করে। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, সে সময়ে লখনৌতে ও সাতগাঁওয়ের শাসনকেন্দ্রে দিল্লীর সেনানীত শাসকগণ রাজত্ব করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে তার পুত্র ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহের রাজত্বকালে ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁওদখল করেন। মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বকালে ১৩৪৫-৪৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে আসেন। ইবনে বতুতা আফ্রিকা ও মধ্য-এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহ সফর শেষে দিল্লীতে এবং তারপর বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে তার আগমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সিলেটে হযরত শাহজালাল (র) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

ক) ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ : মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৩৩ সালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ১৩৪৫ সালে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের সময়ে বাংলা সফর করেন। বাংলায় খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বাংলাকে তিনি ‘ধনসম্পদপূর্ণ নরক’ বা ‘দোযখপুর নিয়ামত’ বলে আখ্যায়িত করেন।

খ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ : শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ সালে গোড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এ ভূখন্ডের নামকরণ করেন ‘মূলক-ই-বাঙ্গালাহ’ এবং নিজেকে ‘শাহ-ই-বাঙ্গালাহ’ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করেন। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতা সূচনা করলেও প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

গ) গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ : সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর ‘ইউসুফ জোলেখা’ কাব্য রচনা করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সাথে পত্র বিনিময় করতেন। তাঁর আমলে বিখ্যাত মুসলিম সাধক শেখ নূরুদ্দীন কুতব-উল আলম ইসলাম প্রচার করেন। এ সময়ে মা হুয়ান নামক চীনা পর্যটক বাংলা সফর করেন। বর্তমানে সোনারগাঁয়ে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মাজার রয়েছে।

ঘ) নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ : নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের সময় প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক খানজাহান আলী খুলনা ও যশোর অঞ্চল দখল করে বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ মসজিদ (মোট গম্বুজ ৮১টি) নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ের পাঁচ খিলান বিশিষ্ট পাথরের পুল, কোতায়ালী দরওয়াজা এবং দুর্গের প্রাচীর এখনও চিকে আছে।

ঙ) আলাউদ্দীন হুসেন শাহ : সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ হলেন বাংলার সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর সময়ে সেনাপতি পরগল খানের উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। পরাগল খানের পুত্র ছটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। সুলতান হুসেন শাহের সময়ে কবি মালাধর বসু ও বিজয় গুপ্ত তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেন। মালাধর বসুকে সুলতান গুণরাজ খান উপধি দান করেন। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের হিন্দু প্রজাগণ তাঁকে ‘পূপতি তিলক’ ও ‘জগৎ ভূষণ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁকে বাদশাহ আকবরের সাথে তুলনা করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শ্রী চৈতন্যদের তাঁর নিকট খুব সম্মান লাভ করেন। তিনি গৌড়ের ‘ছোট সোনা মসজিদ’ নির্মাণ করেন।

চ) নুসরত শাহ : আলাউদ্দীন হুসেন শাহের পুত্র নুসরত শাহ গৌড়ের ‘বড় সোনা মসজিদ’ এবং ‘কদম রসুল মসজিদ’ নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে কবি শ্রীধর ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য রচনা করেন। ১৫৩৮ সালে শের খান গৌড় দখল করলে বাংলার দু’শ বছরের স্বাধীন সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে।

ছ) আফগান আমল : ১৫৩৮ সালের এপ্রিলে শের খান গৌড়জয় করলে বাংলার স্বাধীনতা লোপ পায় এবং বাংলাদেশ আফগানদের অধিকারে চলে যায়। ১৫৩৮ থেকে ১৫৭৬ সালে আকবরের বাংলা জয় পর্যন্ত আটত্রিশ বছর বাংলার ইতিহাস মূলত আফগান শাসনের ইতিহাস। এ সময়ে প্রথমে শের খান ও তার বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশ দিলি-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটা অঞ্চল হিসেবে শাসিত হয়। দাউদ কররানী অদূরদর্শী ও উদ্ধত শাসক ছিলেন। দাউদ খান কররানীর ঔদ্ধত্য মুঘলদের সাথে সংঘর্ষের মূল কারণ। ফলে দাউদ খান কররানীর শাসনকালে মুঘলদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহেই তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। অনেক ঋণ সংঘর্ষের পর ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানীর চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় কররানী তথা আফগান শাসনের যবনিকাপাত ঘটে এবং মুঘল শাসনের সূত্রপাত হয়।

জ) শের শাহ : শের খান দিল্লীর সিংহাসন দখল করে ‘শের শাহ’ উপাধি ধারণ করেন। শের শাহ বাংলায় ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তিনি সোনারগাঁও হতে পাকিস্তানের পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত বিখ্যাত ‘গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড’ নির্মাণ করেন। ১৫৪৫ সালে বারুই বিস্ফোরণে শের শাহ নিহত হন। শের শাহ বাংলায় যে আফগান রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন তা ইতিহাসে ‘শুর বংশ’ নামে পরিচিত। ১৫৬৪ সালে তাজ খান কররানী শুর বংশের হাত হতে বাংলা দখল করে কররানী বংশের শাসনের সূচনা করেন।

উপমহাদেশে আগত বিভিন্ন পর্যটক :

পরিব্রাজক	দেশ	ভ্রমণস্থান	যাত্রাশাসনামলে আগমন	বছর
মেগাস্থিনিস	গ্রীস	পাটালীপুত্র	চন্দ্রগুপ্ত	খ্রীঃ পূঃ ৩০২
ফাহিয়েন	চীন	ভারত উপমহাদেশ	দ্বিতীয়চন্দ্রগুপ্ত	(৩৮০-৪১৪ খ্রীঃ)
হিউয়েনসাং	চীন	ভারত উপমহাদেশ	হর্ষবর্ধন	(৬৩০-৬৪৪ খ্রীঃ)
ইবনে বতুতা	মরক্কো	ভারত উপমহাদেশ	ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ	১৩৩৩ খ্রীঃ
মাহুয়ান	চীন	বাংলাদেশ	গিয়াস উদ্দীন আযমশাহ	১৪১৩-১৪৩৩ খ্রীঃ

বিভিন্ন স্থাপনা ও নির্মাণ

স্থাপনা	নির্মাণ
গ্রান্ড ট্রাংক রোড	শেরশাহ
সোমপুর বিহার	ধর্মপাল
উদন্তপুর বিহার	গোপাল
বিক্রমশীলা বিহার	ধর্মপাল
নালন্দার ধর্মমন্দির	মহীপাল
ষাট গম্বুজ সমজিদ	খানজাহান আলী
কোতয়ালী দরজা	নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ
ছোট-সোনা মসজিদ	আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
বড় সোনা মসজিদ	নুসরত শাহ
কদম রসুল মসজিদ	নুসরত শাহ
আদিনা মসজিদ	সিকান্দার শাহ

বিভিন্ন সন-শতাব্দী :

গুপ্তাব্দ : ৩২০ সালে চন্দ্রগুপ্ত এই সাল গণনা প্রচলন করেন। এর অপর নাম ‘সংবৎ’।

বিক্রমাব্দ : খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দে রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলে এই সন গণনা শুরু হয়।

হিজরি : ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সা)- এর মদীনায় গমন বা হিজরত হতে হিজরি সাল গণনা করা হয়। ইংরেজী ৬২২ সালে মহানবী হযরত (সা) মদীনায় হিজরত করেন। পরবর্তীকালে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) ৬২২ সালকে শুরু ধরে হিজরি সাল গণনা চালু করেন।

খ্রিস্টাব্দ : খ্রিস্টাব্দ চালু করেন স্কাইথিয়ান সল্যাসী। এটি রোমের প্রতিষ্ঠা থেকে ১ জানুয়ারি চালু করা হয়। এটা মূলত তৎকালীন রোমানদের গণনার একটা পর্যায়। খ্রিস্টের জন্মের ৪ বছর পূর্ব হতে খ্রিস্টাব্দ চালু হয়।

বাংলাসন : সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমলের নেতৃত্বে গঠিত সংস্কার কমিটির সদস্য আমীর ফতেহউল-হ সিরাজী বাংলা সাল প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা সালের প্রবর্তক হিসেবে আকবর, টোডরমল বা ফতেহউল-হ সিরাজীর নাম উল্লেখ করা হয়। এ সন প্রবর্তনের সময় হিজরী সনকে এর উৎস সন হিসেবে গণনা করা হয়। সম্রাটের হিংস্র আরাহনের (১৫৫৬ সালের ১১ এপ্রিল) সময়কাল ৯৬৩ হিজরি হতে এ সাল গণনা করা হয়। বাংলা সালের সাথে ৫৯৩ বছর ৩ মাস ১৩ দিন যোগে ইংরেজী সাল পাওয়া যায়।

বাংলা বর্ষপঞ্জিকা সংস্কার : ইংরেজী সনে যেভাবে অধিবর্ষ বা লিপ ইয়ার গণনা করা হয়, বাংলা সন গননায় তা ছিল না। এই সমস্যা দূর করার জন্য ১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা কোডেমীর তত্ত্বাবধানে ড. মুহম্মদ মহীদুল-হর নেতৃত্বে একটি ‘বঙ্গাব্দ সংস্কার কমিটি’ গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি চার বছর পর পর চৈত্র মাস ৩০ দিনের পরিবর্তে ৩১ দিন গণনা করার পরামর্শ দেয়। এভাবে বঙ্গাব্দ বিশ্বের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত সনগুলোর সমমর্যাদা লাভ করে।

অন্যান্য তথ্য :

১. সংস্কৃত বং ধাতু থেকে বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি। ভাগীরথী নদীর পূর্বতীর থেকে আসামের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বঙ্গ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের বাস ছিল।
২. ঐতরেয় অরণ্যক গ্রন্থে প্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (৩০০০ B.C তে)
৩. প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বলতে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি গ্রামকে বোঝায়।
৪. আর্যদের ধর্ম গ্রন্থের নাম বেদ।

৫. ড. নীহার রঞ্জন রায়ের ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার সীমার উল্লেখ আছে।
৬. সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাংক বাংলার জনপদকে গৌড় নামে একত্রিত করেন।
৭. সম্রাট অশোক কলিঙ্গের যুদ্ধের ভয়াবহতা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।
৮. সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ পাল বংশ প্রায় চারশ বছর রাজত্ব করে।
৯. বঙ্গ নামে দেমের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বে।
১০. অনার্যরা হলো-নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটদীনীয়।
১১. সর্বশেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথ।
১২. বিন্দুসারের পুত্র ছিলেন অশোক। বিন্দুসার সিরিয়ায় রাজার সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেন।
১৩. হযরত শাহজালাল ইসলাম প্রচারে সিলেট আসেন সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে
১৪. দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনকারী প্রথম ও শেষ মুসলমান নারী সুলতানা রাজিয়া।
১৫. মরক্কোর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে দিল্লী আসেন।
১৬. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা করেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ।
১৭. সুলতানা রাজিয়া বাহরাম শাহের তাতে পরাজিত ও নিহত হন।
১৮. সুলতান নাসিরুদ্দিন টুপি সেলাই ও কোরান নকল করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।
১৯. কুরানের বিধান অনুযায়ী রাজ্য শাসন করতেন ফিরোজ শাহ তুঘলক।
২০. জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন যদু সেন।
২১. দিল্লীর সুলতানগণ বাংলাকে বুলঘকপুর বলতেন কারণ বাঙ্গালীরা সুযোগ পেলে বিদ্রোহ করতো।
২২. বঙ্গ নামে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বে।
২৩. চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করেন ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ।
২৪. এয়োদশ শতকে বাংলাতে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
২৫. হাজ্জাজ-বিন ইউসুফ ছিলেন- আরবের (ইরাক) শাসন কর্তা।
২৬. আরবরা সিন্ধু আক্রমণ করে- ৭১২ খ্রিস্টাব্দে।
২৭. আরবদের সিন্ধু অভিযানের নেতৃত্ব দেন মুহম্মদ বিন কাসিম।
২৮. বাংলার আকবর বলা হত- আলাউদ্দিন হুসেন শাহকে।
২৯. সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন- সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

বাড়ীর কাজ :

- ১) আর্যরা ভারতবর্ষে আসে কত সালে?
- ২) গঙ্গারিডই রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল?
- ৩) বাংলা লিপির উৎপত্তি কোন লিপি থেকে?
- ৪) কালিদাস কার সভাকবি ছিলেন?
- ৫) রাজা হর্ষবর্ধন কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন?
- ৬) বাংলাদেশিরা নৃতাত্ত্বিকভাবে কোন জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?
- ৭) সম্রাট অশোক কোন যুদ্ধের কারণে বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ করেন?
- ৮) রাঢ় জনপদের রাজধানী কোথায় ছিল?
- ৯) আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

১০) 'শূন্যবাদ' ধর্মতত্ত্বের প্রচারক কে?

- ১১) তাম্রলিঙ্গি কোথায় অবস্থিত?
- ১২) 'আইন-ই আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
- ১৩) মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে?
- ১৪) প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোন জেলায় অবস্থিত?
- ১৫) হর্ষবর্ধনের সভাকবির নাম কি?
- ১৬) মৌর্য যুগে বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী কোথায় ছিল?
- ১৭) গৌতমবুদ্ধের বাল্যনাম কি?
- ১৮) 'সিংহ বিক্রম' কার উপাধি ছিল?
- ১৯) 'মহীপাল দীঘি' বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
- ২০) হরিকেলের রাজধানীর নাম কি ছিল?
- ২১) 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
- ২২) 'বাঙ্গালহ' কোন ভাষার শব্দ?
- ২৩) বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক কে ছিলেন?
- ২৪) সিন্ধুর 'দেবল বন্দর' বর্তমানে কি নামে পরিচিত?
- ২৫) শের শাহের প্রকৃত নাম কি?
- ২৬) তাম্রলিঙ্গি কি?
- ২৭) গ্রান্ড ট্রাংক রোড- এর পূর্ব নাম কি ছিল?
- ২৮) উপমহাদেশে মুসলিম শাসন কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?
- ২৯) ভারত উপমহাদেশের কোন অঞ্চলে প্রথম মুসলিম শাসন স্থাপিত হয়?
- ৩০) প্রথম মুদ্রা 'টংকা' চালু করেন কে?

Lecture No.-02

আলোচ্য বিষয় : ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা, মুঘল আমল, সুবাদার আমল, নবাবী আমল, ইউরোপীয়দের আগম, ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসন, ইস্টইন্ডিয়া যুগের অবসান, ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন, এক নজরে ব্রিটিশ শাসকদের সংস্কার কার্যক্রম, ব্রিটিশ শাসনবিরোধী বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ, স্বাধীনতার পথ পরিক্রমায় গৃহিত পদক্ষেপসমূহ, বাংলার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আন্দোলন ও পথ প্রদর্শক, অন্যান্য তথ্য।

বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী :

১. ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপনের সময় মুঘল সুবাদার ছিলেন ইসলাম খান।
২. বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেছিলেন সম্রাট আকবর।
৩. ঢাকায় সুবা-বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় ১৬১০ সালে।
৪. শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ।
৫. ঢাকার বড় কাটরা ও ছোট কাটরা শহরের চকবাজার এলাকায় অবস্থিত।
৬. ১৯৭৪ সালে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ করার জন্য প্রথম পানি সরবরাহ কার্যক্রম স্থাপিত হয় চাঁদনীঘাটে।
৭. লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে সমাধিতে সমাহিত শায়েস্তা খানের এক কন্যার আসল নাম ইরান দুখত।
৮. লালবাগ কেল্লা স্থাপন করেন শায়েস্তা খান।
৯. হুমায়ুন বাংলার নাম দেন জান্নাতাবাদ।
১০. নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাগে স্থানান্তরিত করেন।
১১. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন।

১২. বাংলায় চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করেন লর্ড কর্ণওয়ালিস।
১৩. সতীদাহ প্রথা রহিত হয় ১৮২৯ সালে।
১৪. ছিয়াত্তরের মন্সসুর হয় বাংলা ১১৭৬ সালে।
১৫. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় ১৭৯৩ সালে।
১৬. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় ১৯১১ সালে।
১৭. ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর প্রতিষ্ঠা ১৯২৬ সালে।
১৮. ১৯২৫ সালে নবগঠিত প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন ব্যামফিল্ড ফুলার।
১৯. উপমহাদেশের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।
২০. অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
২১. বঙ্গভঙ্গ হয় ১৯০৫ সালে (লর্ড কার্জন)।
২২. মুঘল আমলে ঢাকার নাম ছিল জাহাঙ্গীরনগর।
২৩. লালবাগের কেল-এ লালবাগ থানায় অবস্থিত।
২৪. বড় ও ছোট কাটরা ঢাকার চকবাজারে অবস্থিত?
২৫. দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
২৬. নীল বিদ্রোহের সময়কাল (১৮৫৯-৬২)।
২৭. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর।
২৮. প্রীতিলতা ওয়াদ্দার সূর্যসেনের শিষ্য ছিলেন।
২৯. কোম্পানীর শাসন বিলুপ্ত হয় ১৮৫৮ সালে।
৩০. লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন শেরে-বাংলা (১৯৪০)।
৩১. ঢাকার প্রাচীনতম সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে।
৩২. বিধবা বিবাহের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
৩৩. সতীদাহ প্রথার বিলোপ করেন লর্ড বেন্টিনক।
৩৪. সিপাহী বিপ-ব গুরু হয় ২৬ জানুয়ারী ১৮৫৭ সালে।
৩৫. সম্রাট হুমায়ুন বাংলার নাম দেন জান্নাতাবাদ।
৩৬. বাংলাদেশ ও ভারতের সীমারেখার নাম র‍্যাডক্লিফ রেখা।
৩৭. স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন অরবিন্দ ঘোষ।
৩৮. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারতীয় সদস্য ছিলেন দাদা ভাই নওরোজী।
৩৯. বঙ্গীয় আইন পরিষদের প্রথম মুসলিম সদস্য আব্দুল লতিফ।
৪০. দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেন ক্লাইভ (১৭৬৫)।
৪১. বাংলায় ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম এসেছিল পর্তুগীজ (১৫১০)।
৪২. বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন হাজী শরীয়তউল-হ।
৪৩. বাংলায় মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করেন নবাব আব্দুল লতিফ।
৪৪. 'জমি থেকে খাজনা আদায় আল-হর আইনের পরিপন্থি'- উক্তিটি দুদু মিয়ায়।
৪৫. ১৯৪৩ সালের দূর্ভিক্ষের উপর ছবি একে বিখ্যাত হন জয়নুল আবেদীন।
৪৬. ব্রিটিশ বনিকদের বিরুদ্ধে চাকমা নেতা মুম্বাখান বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন।
৪৭. আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমদ।

বিস্তারিত আলোচনা :

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা :

১. মুহম্মদ বিন কাসিম : উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালীদের সময় ইরাক ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। হাজ্জাজের ভ্রাতৃপুত্র ও জামাতা মুহম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে

মাত্র সতের বছর বয়সে সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুর বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেন। ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলিফার পরিবর্তন ঘটলে নতুন খলিফা মুহম্মদ বিন কাসিমকে ডেকে পাঠান এবং অভিযোগ এসে বন্দী করেন। পরবর্তীতে বন্দী অবস্থায় মুহম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু হয়। বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রসারের সূচনা ঘটে, আরব ও ভারতীয়দের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং মুসলমানগণ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসে।

২. সুলতান মাহমুদ : মুহম্মদ বিন কাসিমের অভিযানের প্রায় ৩০০ বছর পর গজনির সুলতান মাহমুদ ভারতীয় উপমহাদেশে কতিপয় অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন গজনির অধিপতি সবুজগীনের পুত্র। ভারতীয় উপমহাদেশের ধনরত্ন লাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি মোট ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ১০২৬ সালে সুলতান মাহমুদ গুজরাটের সেমনাথ মন্দির আক্র ও লুণ্ঠন করেন। বহু রাজপুত মন্দিরটি রক্ষা করতে এগিয়ে আসলেও সুলতান মাহমুদ মন্দিরটি ধ্বংস করেন। কথিত যে এ মন্দির হতে লুণ্ঠনকৃত সোনার মূল্য ছিল তৎকালে প্রায় ২কোটি টাকা। তাঁর সভাকবি ছিলেন পারস্যের কবি ফেরদৌসী। বিখ্যাত দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ আল বিরুনী তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেন।
৩. মুইজুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী : সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর দেড়শত বছর পর মুহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মুহম্মদ ঘুরী ছিলেন গজনির সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরীর ভ্রাতা। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে সমগ্র পাঞ্জাব দখল করেন। অধিক শক্তি সঞ্চয় করে মুহম্মদ ঘুরী ১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের মুখোমুখি হন। পৃথ্বিরাজ দেশীয় শতাধিক রাজার সহযোগিতা নিয়েও মুহম্মদ ঘুরীর নিকট পরাজিত হলে আজমীর ও দিল্লী মুসলমানদের দখলে আসে। তিনি মিরাত, আখা প্রভৃতি জয় করে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং শাসনভার কুতুবউদ্দিন আইবেকের উপর ন্যস্ত করেন। এপর কুতুবউদ্দিন আইবেকের সহায়তায় বারানসী, গোয়ালিয়র, কালিঙ্গর, বৃন্দেলখণ্ড প্রভৃতি জয় করে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ভিত প্রতিষ্ঠা করেন।
৪. কুতুব উদ্দিন আইবেক : ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কুতুবউদ্দিন আইবেক। তিনি ছিলেন গজনির সুলতান মুহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। মুহম্মদ ঘুরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে কুতুবউদ্দিন আইবেককে অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১২০৬ সালে মুহম্মদ ঘুরী প্রাণত্যাগ করলে কুতুবউদ্দিন ভারতবর্ষের সম্রাট হন। ঐতিহাসিক ড. শ্রীবাস্তবের মতে, তিনি ছিলেন সমগ্র হিন্দুস্তানের প্রথম মুসলিম সম্রাট।
৫. শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ : কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা ইলতুৎমিশ ১২১১ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কুতুব মিনার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বাংলার বিদ্রোহী সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজীকে পরাজিত করে বাংলা দিল্লীর শাসনাধীনে আনয়ন করেন।

মুঘল আমল :

জহীরুদ্দীন মুহম্মদ বাবর : ১৪৮৩ সালে বাবর মধ্য এশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যু হলে মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দিল্লীর শাসনকর্তা ইব্রাহীম লোদীর জ্ঞাতিশত্রু পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাল লোদী বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণের আহবান জানালে বাবর বিনা বাধায় ১৫২৫ সালে পাঞ্জাব দখল করেন। ১৫২৬ সালের ২১ এপ্রিল বাবর পানিপথের প্রান্তরে ইব্রাহীম লোদীর মুখোমুখি

হন। এ যুদ্ধে বাবর ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কামানের ব্যবহার করেন। ইব্রাহীম মেলাদী পরাজিত ও নিহত হলে বাবর দিল্লী অধিকার করেন এবং নিজেকে সমগ্র হিন্দুস্তানের বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা করেন।

হুমায়ুন : বাবরের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করে ছোট খাট বিদ্রোহ দমন করেন। ১৫৪০ সালে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শেরখানের নিকট পরাজিত হলে দিল্লী হুমায়ুনের হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৫৫৫ সালে পুনরায় হুমায়ুন দিল্লী দখল করেন। এক বছর পর সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তিনি আহত হন এবং তিনদিন পর মারা যান। হুমায়ুন বাংলার নাম দেন ‘জান্নাতাবাদ’।

আকবর : মাত্র তের বছর বয়সে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে রাজপুত বীর হিমুর মুখোমুখি হন (১৫৫৬ সালে)। যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। ১৫৭৬ সালে দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে আকবর বাংলার কিয়দাংশ দখল করেন। তিনি বাংলার কৃষকদের নিকট হতে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বাংলা সাল প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্মিলনের জন্য তিনি ‘দীন-ই-ইলাহী’ নামে একটি নতুন ধর্ম প্রচলন করেন। বীরবল, টোডরমল, তানসেন প্রভৃতি গুণী ব্যক্তি তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেন।

জাহাঙ্গীর : তাঁর সময়ে ভারতবর্ষে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। তিনি আগ্রার তাজমহল নির্মাণ করেন। ১৬১৩ সালে তাজমহলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এর প্রধান স্থপতি ছিলেন ইস্তাযুলের অধিবাসী ওস্তাদ ঈসা। বলদেব দাস ছিলেন তাজমহল নির্মাণকার্যে নিযুক্ত বাঙালি স্থপতি। বিখ্যাত ‘ময়ূর সিংহাসন’ সম্রাটের অমর কীর্তি। এ সময় সম্রাটের অনুমতিক্রমে ইংরেজরা বাংলায় ‘উপিপলাই’ নামক স্থানে প্রথম বাণিজ্য কুছি স্থাপন করে।

বাংলাদেশে বার ভূঁইয়া :

বার ভূঁইয়া ছিল পাঠান ও হিন্দু জমিদারদের পরিচিতিমূলক শব্দ। বার ভূঁইয়া কথাটি প্রসিদ্ধি লাভ করলেও ভূঁইয়াদের সংখ্যা বার অপেক্ষা বেশি ছিল এবং তাঁদের কেহ কেহ হিন্দু ছিলেন। ভূঁইয়াদের মধ্যে সোনারগাঁয়ের ঈসা খাঁ ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী নরপতি। সম্রাট আকবর সেনাপতি মানসিংহকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করলেও তিনি ঈসা খাঁকে পরাজিত করতে পারেননি।

কয়েকজন বার ভূঁইয়াদের নাম	অঞ্চল
ঈসা খাঁ, মসনদ-ই-আলীম, মুসা খাঁ	খিজিরপুর, ঢাকা
মহারাজা প্রতাপাদিত্য	খুলনা-যশোর
চাঁদ রায়, কৈদার রায়	বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ
পীতাম্বর রায়, রামচন্দ্র রায়	পুঠিয়া, রাজশাহী
গণেশ রায়, প্রথম রায়	দিনাজপুর
মুকুন্দরাম, রঘুনাথ	ভূষণা, ফরিদপুর
কংস নারায়ণ	তাহিরপুর, নাটোর

পানিপথের যুদ্ধ : পানিপথের যুদ্ধ হয়েছিল যমুনা নদীর তীরে। পানিপথ নামক স্থানটি বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশের হরিয়ানা নামক স্থানে দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্তী যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল ১৫২৬ সালে বাবর ও ইব্রাহীম লোদীর মধ্যে, পানিপথের ২য় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৫৫৬ সালে আকবরের সেনাপতি বৈরাম খান ও হিমুর মধ্যে এবং তৃতীয় যুদ্ধ হয় ১৭৬১ সালে আহমেদ শাহ আবদালী ও মারাঠা শক্তির মধ্যে।

সুবাদার আমলে বাংলা :

সুবাদার ইসলাম খান : মুঘল প্রদেশগুলো সুবা নামে পরিচিত ছিল। সুবার শাসনকর্তাকে বলা হতো সুবাদার। বাংলা ছিল মুঘলদের অন্যতম সুবা। বাংলার বারভূঁইয়াদের দমন করে এ প্রদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্রাট জাহাঙ্গীরের কৃতিত্বপূর্ণ কাজ। আর এ সাফল্যের দাবিদার সুবাদার ইসলাম খান। তিনি ১৬০৮ সালে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ইসলাম খান মাত্রাপুর ও ডাকচরা দুর্গ হস্তগত করে ঢাকায় প্রবেশ করেন। (১৬১০ সালে)। এ সময় থেকেই ঢাকা হয় বাংলার রাজধানী। সম্রাটের নামানুসারে তিনি এর নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর।

শাহজাদা মুহম্মদ সুজা : সম্রাট শাহজাহান তার দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ সুজাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত (১৬০৯) করেন। ১৬৪২ সালে তাকে উড়িষ্যা প্রদেশেরও দায়িত্ব দেয়া হয়। শাহজাদা সুজার শাসনকাল ছিল বাংলার জন্য স্বর্ণযুগ। এ সময় বাংলায় অভ্যন্তরীণ কোনো গোলযোগ ছিল না, বরং নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বজায় ছিল।

মীর জুমলা : সুজার আরাকানে পলায়নের পর মীরজুমলাকে সুবাদার হিসেবে নিয়োগ করেন আওরঙ্গজেব। মীরজুমলা একজন দক্ষ, ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক ও সুশাসক ছিলেন। তিনি তিন বছর (১৬৬০-১৬৬৩) বাংলার সুবাদার ছিলেন। তিনি রাজমহল থেকে ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন (১৬৬০)।

শায়েস্তা খান : মীর জুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁর মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। শায়েস্তা খানের আমলকে বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। তিনিমগ জলদস্যুদের তাড়িয়ে চট্টগ্রাম দখল করেন এবং নাম রাখেন ‘ইসলামাবাদ’। ১৬৭৮ সালে ৮৪ বছর বয়সে তিনি বাংলা ত্যাগ করলে প্রথমে ফিদাই খান ও পরে শাহজাদা মুহম্মদ আযম বাংলার সুবাদার হন। শাহজাদা আযম ঢাকায় একটি দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা করে সীমানা দেয়াল স্থাপন করেন এবং নামকরণ করেন ‘কেল-১ আওরঙ্গবাদ’। এক বছরের মাথায় শাহজাদা আযম বাংলা ত্যাগ করলে শায়েস্তা খান পুনরায় বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি দুর্গের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করেন। এ সময় তাঁর কন্যা ‘ইরান দূখত’ (পরী বিবি) মারা গেলে তিনি দুর্গকে অপয়া ভেবে নির্মাণ কাজ স্থগিত করেন।

নবাবী আমলে বাংলা :

মুর্শিদকুলী খান : তিনি ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। হাজী শফী নামক এক ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করে নাম দেন মুহম্মদ হাদী। তিনি হলেন বাংলার প্রথম নবাব। তিনি ১৭০২ সালে মুর্শিদকুলী খান উপাধি পান। ১৭১৭ সালে তিনি বাংলার স্থায়ী সুবাদার নিযুক্ত হন এবং বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করে নাম রাখেন ‘মুর্শিদাবাদে’। তাঁর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় মৃত্যুর পর জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব হন।

আলীবর্দী খান : তার প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলী। বাংলার নবাব সরফরাজ খানের অযোগ্যতার সুযোগে তিনি বাংলা দখল করেন। তিনি প্রথম স্বাধীন নবাব। দিল্লীর দুর্বলতার সুযোগে তিনি স্বাধীনভাবে নবাবী পরিচালনা করেন। তিনি মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ হতে বাংলার জনগণকে রক্ষা করেন। ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মারা গেলে তার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিরাজউদ্দৌলা : সিরাজউদ্দৌলা ১৭৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম যাইনুদ্দীন এবং মাতার নাম আমিনা। মাতামহ নবাবের মৃত্যু হলে মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। ১৭৫৬ সালের জুন মাসে তিনি ইংরেজদের কাসিমবাজার দুর্গ অধিকার করেন। একই মাসে তিনি কলকাতা জয় করে না রাখেন ‘আলীনগর’। ১৭৫৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি ইংরেজদের সাথে ‘আলনিগররের সন্ধি’ করেন। দেশী অমাত্য ও নবাব বিরোধীদের ষড়যন্ত্রে এবং মীরজাফরের বিশ্বসঘাতকতায়

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে নবাব পরাজিত হন। পলায়নকালে পাটনার পথে রাজমহলের নিকট ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদে নীত হন। ২ জুলাই, ১৭৫৭ মীরজাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে এক সময়ের আশ্রিত মোহাম্মদী বেগের হাতে নিহত হন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। একই সাথে বাংলায় মধ্যযুগের শাসনের সমাপ্তি হয়।

দুর্গত্বপূর্ণ স্থাপনা ও নির্মাতা :

স্থাপনা	নির্মাতা
কুতুবমিনার (নির্মাণ শুরু)	কুতুবউদ্দিন আইবেক
কুতুবমিনার (নির্মাণ শেষ)	শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ
তাজমহাল, ময়ূরসিংহাসন	শাহজাহান
বড় কাটরা, ধানমন্ডি ঈদগাহ মার্চ	মুহম্মদ সুজা
আওলাদ হোসেন জামে মসজিদ	ইসলাম খান
তারা মসজিদ	মীর্জা আহমদ খান
ঢাকা গেইট	মীর জুমলা
ছোট কাটরা, সাতগম্বুজ মসজিদ, চকের শাহী মসজিদ, লালবাগ কেল-১ (নির্মাণ শেষ)	শায়েস্তা খান
লালবাগ কেল-১ (নির্মাণ শুরু)	শাহজাদা মুহম্মদ আযম
হোসেনী দালান	মীরমুরাদ
বার্শের কেল-	তিতুমীর
লালবাগ শাহী মসজিদ	ফররুখ মিয়া

ইউরোপীয়/বনিকদের আগমন :

জলপথ আবিষ্কার : ১৪৮৭ সালে পর্তুগীজ নবিক বার্থোলোমিউ দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে পূর্বদিকে আসার পথ আবিষ্কার করেন। ফলে ১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামা ভারতের কালিকট বন্দরে দিয়াজের সহায়তায় আসেন এবং ভারবর্ষ আবিষ্কার করেন।

পর্তুগীজদের আগমন : ১৫১০ সালে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসে। ১৫১৭ সালে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে। ১০০ বছর তাদের বাণিজ্য একচেটিয়া ছিল।

ওলন্দাজদের আগমন : নেদারল্যান্ডের বাসিন্দারা ওলন্দাজ বা ডাচ নামে পরিচিত। ১৬০২ সালে তারা ‘ডাচ-ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী’ গঠন করে।

দিনেমারদের আগমন : ১৬১৬ সালে ডেনমার্কের লোকেরা ‘দিনেমার ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী’ গঠন করে। ১৮৪৫ সালে ইংরেজদের নিকট কুঠি বিক্রয় করে চলে যায়।

ইংরেজদের আগমন : ১৬০০ সালে তারা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে। ১৬১২ সালে তারা সুরাতে কুঠি নির্মাণ করে। ১৬৩৩ সালে শাহজাহান বঙ্গদেশে কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেয়। ইংরেজরা পিপলাই নামক গ্রামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬৯০ সালে জব চার্নক কলকাতা, সূতানুটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম ক্রয় করে এবং তাদের রাজার নামানুসারে ‘ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ’ নির্মাণ করে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করে। ১৭৬৪ সালে চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলা কোম্পানীকে হস্তান্তরের শর্তে মীর কাসিম নবাব হন। ঐ বছরই বঙ্গারের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে কাসিম পরাজিত হন। ১৭৬৪ সালে লর্ড ক্লাইভ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম এই খাজনার বিনিময়ে বাংলার মুঘল অধিকার ইংরেজদের নিকট বিক্রি করে দেয়।

ফরাসীদের আগমন : ১৬৬৪ সালে ফরাসী বনিকগণ ‘ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী’ গঠন করে উপমহাদেশে আসে। বাংলার চন্দননগরে এবং চেন্নাইয়ের পন্ডিচেরীতে তারা কুটি তৈরী করে। ইংরেজদের সাথে প্রবল প্রতিদ্বন্দিতায় টিকতে না পেরে ১৭৬০ সালের পরে তারা ভারত ত্যাগ করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসন :

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর মীরজাফর বাংলার নবাব হন। তিনি ছিলেন নামমাত্র নবাব। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল ইংরেজদের হাতে। ইংরেজরা ১৭৬০ সালে মীরজাফরকে সরিয়ে তার জামাতা মীর কাসিমকে বাংলার নবাবী দান করে। কিন্তু শীঘ্রই স্বাধীনচেতা মীর কাসিমের সাথে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব বাধে। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সহায়তা পাওয়া সত্ত্বেও মীর কাসিম ‘বঙ্গারের যুদ্ধে’ ইংরেজদের নিকট পরাজিত হন। লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে দ্বিতীয়বারের মত বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হলে বাংলায় সরাসরি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন চালুর ব্যবস্থা করেন।

লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈত শাসন (১৭৬৫-১৭৬৭) : ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। ক্ষমতালোভী নবাব বংশধর ও অনুচরদের তুষ্টি রেখে কোম্পানীর আয় বৃদ্ধির জন্য তিনি বাংলায় দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রচলন করেন। এ নীতি অনুযায়ী রাজস্ব আদায় ও দেশরক্ষার ভার কোম্পানীর হাতে রাখা হয় এবং শাসন বিভাগের ক্ষমতা নবাবের হাতে দেয়া হয়। এর মাধ্যমে রাজস্ব ব্যবস্থা হতে নবাবের কর্তৃত্ব খর্ব করা হয় এবং জনগণের উপর বিভিন্ন ধরনের কর আরোপের ফলে জনগণের দূর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। এর প্রভাব হিসেবে পরবর্তীতে বাংলায় ‘ছিয়াত্তরের মন্সস্তর’ সংঘটিত হয়। লর্ড ক্লাইভ বাংলার প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর। গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর ১৭৬৭ সালে তিনি বীরবেশে দেশে ফিরে যান।

গভর্নর কার্টিয়ার (১৭৬৯-১৭৭২) : এ সময়ে সমগ্র বাংলায় দ্বৈত শাসনের প্রভাব পড়তে থাকে। দ্বৈত শাসনের প্রভাবে জনগণ ব্যাপক অর্থকষ্টের সম্মুখীন হয়। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে বাংলা ১১৭৬ সালে (ইংরেজী ১৭৬৯-১৭৭০) বাংলায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এই দূর্ভিক্ষ ‘ছিয়াত্তরের মন্সস্তর’ নামে খ্যাত।

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৭৪, ১৭৭৪-১৭৮৪) : কোম্পানীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি প্রথমেই দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন। তিনি মুঘল সম্রাটের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে মুঘল সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদান বন্ধ করে দেন। ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জমিদার শ্রেণী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ (১৭৮৬-১৭৯৩, ১৮০৫) : তিনি মারাঠা, নিয়াম ও টিপু সুলতানের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হন। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং স্থায়ী অনুরক্ত শ্রেণী সৃষ্টির মানসে তিনি দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন। ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ তিনি ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ প্রথা চালুর মাধ্যমে ‘সূর্যাস্ত আইন’ বলবৎ করেন। একই সালে হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের জন্য সহমরণ বিষয়ক ‘সতীদাহ প্রথা’ প্রবর্তন করেন।

লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) : ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে উগ্র প্রচেষ্টার জন্য সবিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট। তিনি ‘অধীনতামূলক মিত্রতা’ নীতি প্রবর্তন করেন।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্কে (১৮২৮-১৮৩৫) : তার শাসনামল উপমহাদেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কারের জন্য বিখ্যাত। সংস্কারের অংশ হিসেবে তিনি ভারতীয়দের জন্য ‘সাব জজ’ ও ‘মুন্সেফ’ পদ সৃষ্টি করেন।

রাজা রামহোহনের সহায়তায় ১৮২৯ সালে তিনি ‘সতীদাহ প্রথা’ বাতিল করেন। ১৮৩৫ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। একই সালে তিনি ‘ম্যাকলে শিক্ষানীতি’ প্রণয়ন করেন।

লর্ড হেনরি হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-১৮৪৮) : ভারতবর্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশেষত বেল যোগাযোগে তিনি ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি শিখদের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং এককোটি টাকা জরিমানা আদায়ের জন্য গোলাপ সিং নামে এক ব্যক্তির নিকট ৭৫ লক্ষ টাকায় জম্মু ও কাশ্মীর বিক্রয় করেন।

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬) : সাম্রাজ্যবাদী গভর্নর হিসেবে তিনি ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছিলেন। তিনি স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রবর্তন করেন। তার উগ্র সাম্রাজ্যবাদী নীতির কারণে দেশীয় বিভিন্ন গোত্র ও আঞ্চলিক শক্তি ইংরেজদের উচ্ছেদ করার সংকল্প করতে থাকেন যা পরবর্তীতে সিপাহী বিপ্লবের দিকে ভারতবর্ষকে ঠেলে দেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায় ১৮৫৬ সালে তিনি বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করেন।

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৫৭) : তিনি শেষ গভর্নর জেনারেল। এসময় ইংরেজদের দাসত্ব হতে মুক্তির জন্য বিখ্যাত ‘সিপাহী বিপ্লব-ব’ (১৮৫৭ সাল) সংঘটিত হয়। তিনি কাগজের মুদ্রা প্রচলন করেন।

সিপাহী বিপ্লব :

২৬ জানুয়ারী-১৮৫৭ প্রথম দমদমে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ২৯ মার্চ-১৮৫৭ ব্যারাকপুরের সেনা ছাউনিতে ‘মঙ্গল পাণ্ডে’ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং শহীদ হন। সিপাহী বিদ্রোহে তিনি প্রথম শহীদ হন। সিপাহীরা দিল্লী দখল করে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে স্বাধীন ভারতের ‘বাদশাহ’ বলে ঘোষণা করেন। ঢাকায় সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয় সিপাহী রজব আলীর নেতৃত্বে। বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন পেশোয়া বাজীরাওয়ের পোষ্যপুত্র ধন্ডপহু (নানা সাহেব)। ব্রিটিশ সেনানায়ক মেজর হাডসন দিল্লী দখল করে সম্রাট বাহাদুর শাহকে গ্রেফতার করে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেন। ১৮৫৮ সালের ৭ জুলাই ইংরেজরা শান্তি ঘোষণা করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া যুগের অবসান :

১৮৫৭ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার ফলে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে। এই আইনে বলা হয়, এখন থেকে ব্রিটিশ রাজা ও রানীর পক্ষে মন্ত্রিসভার কোনো এক সদস্য ব্রিটিশ ভারতের শাসনভার গ্রহণ করবেন। তার উপাধি হয় ভারত সচিব। তখন থেকে গভর্নর জেনারেল পদবি ভাইসরয়ে রূপান্তরিত হয়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের আইন দ্বারা কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ ছিল একটি নামফলক বদল মাত্র।

ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন :

১৮৬২ সালে ভারতের সর্বপ্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং অবসরগ্রহণ করলে লর্ড এলগিন স্বল্পকাল (১৮৬২-৬৩) ভাইসরয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর বড় লাটের পদে আসীন হন লর্ড লরেন্স। অনেকের মতে লরেন্সের শাসনকাল (১৮৬৪-৬৯) ছিল লর্ড ক্যানিং এর শাসননীতির পরিপূরক। পরবর্তীতে আরো যারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হয়ে আসেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হলো লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০), লর্ড রিপন (১৮৮০-৮৪), লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৬), লর্ড লিনলিথগো (১৯৩৬-৪৩) এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৫-৪৭)।

একনজরে ব্রিটিশ শাসকদের সংস্কার কার্যক্রম :

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি	ওয়ারেন হেস্টিংস
পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা	ওয়ারেন হেস্টিংস
দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা	লর্ড কর্ণওয়ালিশ
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা	লর্ড কর্ণওয়ালিশ
অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি	লর্ড ওয়েলেসলি
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ	লর্ড বেন্টিক
বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন	লর্ড ডালহৌসী
ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট প্রণয়ন	লর্ড কার্জন
সতীদাহ প্রতা রদ	লর্ড বেন্টিক
রেল যোগাযোগের উন্নয়ন	লর্ড হার্ডিঞ্জ
টাকার প্রচলন	লর্ড ক্যানিং
স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তন	লর্ড ডালহৌসী
প্রথম আদমশুমারী	লর্ড রিপন
বঙ্গভঙ্গ	লর্ড কার্জন
বঙ্গভঙ্গ রদ	লর্ড হার্ডিঞ্জ
এশিয়াটিক সোসাইটি	ওয়ারেন হেস্টিংস
দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর	লর্ড হার্ডিঞ্জ

পদের নাম	প্রথম	শেষ
গভর্নর	রবার্ট ক্লাইভ	ওয়ারেন হেস্টিংস
গভর্নর জেনারেল	ওয়ারেন হেস্টিংস	লর্ড ক্যানিং
ভাইসরয়	লর্ড ক্যানিং	লর্ড মাইন্ট ক্যাটেন

ব্রিটিশ শাসন বিরোধী বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ :

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ : ফকির-সন্ন্যাসীরা হিন্দু-মুসলমান ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটি দল। কোম্পানির সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নবাব মীর কাসিমের আহবানে ফকির-সন্ন্যাসীরা তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত প্রলম্বিত ফকির-সন্ন্যাসীদের সশস্ত্র আন্দোলন ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ফকির-সন্ন্যাসীদের দমন করার জন্য কয়েক দফা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ১৮০০ সাল নাগাদ ফকির-সন্ন্যাসীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়।

নীল বিদ্রোহ : বাংলার কৃসকগণ ১৮৫৯-৬২ সালে ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সকলে একতাবদ্ধ হয়ে নীলচাষ বর্জন করার আন্দোলন গড়ে তোলে, যা নীল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় এ দেশে বাণিজ্যিকভাবে নীল চাষ শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। নীল চাষ না করলে বা সময়মতো কুঠিতে পরিমাণ মতো নীল গাছ সরবরাহ না করলে তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হতো। ১৮৬০ সালের মার্চ মাসে নীল বিদ্রোহ তুঙ্গে ওঠে। সরকার গোটা নীলব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিশন (নীল কমিশন) গঠন করে (১৮৬০ সালের মার্চে)। ১৮৯৭ সালে রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কৃত হলে নীল চাষ সম্পূর্ণভাবে লোপ পেতে থাকে। বাংলার নীল বিদ্রোহ ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন।

তিতুমীরের বিদ্রোহ : উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তিতুমীরের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে একটি প্রজা আন্দোলনের সূচনা হয়। তিতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলী। তিনি ১৮২২ সালে হজরত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। সেখানে ওহাবী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ শহীদের সাথে সাক্ষাৎ ও ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করেন। তিতুমীরের আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিতুমীর ১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে ভরতপুরের জাঁঠদের অনুকরণে বাঁশের তৈরী একটি সুরক্ষিত কেল-এ নির্মাণ করেন এবং প্রচুর রসদ ও অস্ত্র সংগ্রহ করেন। গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিকের নির্দেশে সুসংগঠিত ও অস্ত্রস্ত্র (কামানসহ) সজ্জিত ইংরেজবাহিনী কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল-এর ওপর আক্রমণ চালায়। ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ অসমসাহসী বীর-বঙ্গালী যোদ্ধা তিতুমীর যুদ্ধ ক্ষেত্রেই শহীদ হন (১৯ নভেম্বর ১৮৩১)।

সাঁওতাল বিদ্রোহ : কোম্পানির ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ও জমিদারী প্রথা আদিবাসী অঞ্চলে চালু হলে সহজ-সরল প্রাণ আদিবাসী জনগোষ্ঠী জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর প্রবঞ্চনার শিকার হয়। ১৮৪৫-৫৫ সালে এই শোষণ-অত্যাচার আঁচর প্রসূত বিক্ষোভ থেকে প্রবল বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, যা ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করে কঠোর হাতে এই বিদ্রোহ দমন করে।

কৃষক আন্দোলন : ১৯৪০ এর দশকে সংঘটিত তেভাগা বা আখিয়ার আন্দোলন, টঙ্ক আন্দোলন ও নানকার আন্দোলন ছিল সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ এবং এ বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন কৃষক সমিতির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তথা ১৯৪৬ সালে বাংলায় ‘তেভাগা আন্দোলন’ চরম আকার ধারণ করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাজশাহীর নাচোল ও নবাবগঞ্জের ইলা মিত্র ও রমেন মিত্রের নেতৃত্বে সাঁওতাল ও ভাগচাষীদের আন্দোলন পুনরায় শুরু হলেও সরকারের অত্যাচার ও দমননীতি শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনের যবনিকা ঘটায়।

খিলাফত আন্দোলন : ১ম বিশ্ব যুদ্ধে তুরস্কের পতন ঘটলে তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনত ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য ১৯১৯ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন পরিচালিত হয়। ৩১ আগস্ট খিলাফত দিবস পালন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে খিলাফত উঠিয়ে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করলে খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

অসহযোগ আন্দোলন : মহাত্মা গান্ধী অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক। অসহযোগের মাধ্যমে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সরকারকে দাবি মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য সর্বপ্রকার অসহযোগিতা করাই এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল ‘সত্যগ্রহ’ বা নিরস্ত্র নীতি’। হিন্দু মুসলিম একতাবদ্ধ হয়ে এ আন্দোলনে যোগ দেয় এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করে। পরবর্তীতে আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠলে এবং উত্তেজিত জনতা কর্তৃক আগুন লাগিয়ে ২১ জন পুলিশকে পুড়িয়ে ফেললে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

স্বাধীনতার পথপরিক্রমায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :

ইন্ডিয়া লীগ : ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে শিশির কুমার ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা ইন্ডিয়া লীগ গড়ে তোলেন।

ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন : ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা স্থাপিত হয়। মধ্যবিত্ত ভিত্তিক এ

সংস্থাদের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল দেশে এক শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলা, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস : ব্রিটিশদের সাধ্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার আদায়ের আন্দোলন এবং শাসনকার্যে ব্রিটিশদের সহায়তার লক্ষ্যে ১৮৮৫ সালে ‘ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস’ গঠিত হয়। ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৫ সালে বোম্বেতে বাঙালি ব্যরিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মূলত ব্রিটিশদের আগ্রহে শিক্ষিত ভারতীয়দের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কংগ্রেস গড়ে ওঠে। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এর সভাপতি হবেন ভারতীয় কিন্তু সেক্রেটারি জেনারেল হবেন ব্রিটিশ নাগরিক। প্রতিষ্ঠাকালীন এর সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান অ্যালান অষ্টাভিয়ান হিউম। তাঁকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতার সম্মান দেয়া হয়।

বঙ্গ বিভাগ, বঙ্গ বিভাগ রদ ও প্রতিক্রিয়া :

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বাংলা গঠিত ছিল। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ভারতের বড়লাটি লর্ড কার্জন এক ঘোষণায় বাংলা প্রদেশকে দু’ভাগে বিভক্ত করেন। এ ঘটনা বঙ্গ বিভাগ বা বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ অনুযায়ী বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। এ নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ যার রাজধানী হয় কোলকাতা। মি বামফিল্ড ফুলারকে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

হিন্দুরা বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে এবং বিলেতি দ্রব্য বর্জনের ডাক দেয়। এতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বাণিজ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে ১২ জিসেম্বর ১৯১১ রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লী দরবারে বঙ্গবিভাগ রদের ঘোষণা দেন। ২০ জানুয়ারী, ১৯১২ তা কার্যকর হয়। বঙ্গবিভাগ রদের পর বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর হন লর্ড কারমাইকেল।

বঙ্গবিভাগ প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন ‘আমার সোনার বাংলা’ স্বদেশী গান। বঙ্গবিভাগ রদের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ডিসেম্বর-১৯০৬ ঢাকার নবাব সলিমুল-হা মুসলিম লীগ গঠন করেন। বঙ্গবিভাগ রদের কারণে পূর্ব বাংলায় একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালে।

মুসলিম লীগ : ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও গৌড়া হিন্দুরা যখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে তখন বাংলার মুসলমানরা তাদের স্বার্থে কথা বলার মতো কোন রাজনৈতিক দল না থাকায় অসহায় বোধ করে। এ অবস্থায় মুসলমান নেতৃবৃন্দ একটি আলাদা রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় ‘নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স’ এ নবাব সলিমুল-হা ‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব সমর্থন করেন হাকিম আজমল খান, জাফর আলী খান ও মুহাম্মদ আলী প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ। এর ফলে ১৯০৬ সালে ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে ‘মুসলিম লীগ’ আত্মপ্রকাশ করে। ১৯০৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর করাচীতে মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ভারত শাসন আইন-১৯১৯ : ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করেন যার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, হাইকমিশনার পদ সৃষ্টি ইত্যাদি।

ভারত শাসন আইন-১৯৩৫ : ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়।

প্রাদেশিক নির্বাচন-১৯৩৭ : ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টি কোয়ালিশন সরকার গঠন করে এবং এ. কে. ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বেশকিছু জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন করেন। ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইন প্রণয়ন করেন এবং ঋণসালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। হক মন্ত্রিসভা মাদ্রাসা বোর্ড পূর্ণগঠন করেন এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করেন। তার সময়ে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ঢাকায় ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হক সাহেব চাকুরিতে ৫০ শতাংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ করেন এবং হিন্দুদের প্রাধান্য হ্রাসের জন্য কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আইন সংশোধন করেন।

দ্বিজাতি তত্ত্ব : দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। দ্বিজাতিতত্ত্ব ঘোষিত হয় ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির সময় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্মভিত্তিক ভারতবর্ষ বিভক্তির প্রস্তাবই হল দ্বিজাতিতত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূলকথা হিন্দু-মুসলিম আলাদা জাতি।

লাহোর প্রস্তাব : ২৩ মার্চ, ১৯৪০ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের জনসভায় শেরে বাঙলা এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ নিয়ে ‘য়ুক্তরাজ্য’ গঠনের প্রস্তাবই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য। লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিমে ও পূর্বে একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও ১৯৪৬ সালে মি. জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তন করে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন।

ক্রীপস মিশন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভে ভারতবাসীর সহায়তা লাভের জন্য স্যার স্ট্যামফোর্ড ক্রীপসকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। তিনি ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যে কয়টি প্রস্তাব করেন, তা ক্রীপস প্রস্তাব নামে পরিচিত।

‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব গ্রহণ : ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ঐতিহাসিক ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারতের মঙ্গলের জন্য এবং জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অপরিহার্য।

ভারত বিভাগ ও আকাজ্জিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি :

১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ‘ভারত স্বাধীনতা আইন’ পাশ হয়। ১৪ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তানের হাতে এবং ১৫ আগস্ট দিল্লীতে ভারতীয়দের হাতে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।

বাংলার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আন্দোলন ও পথপ্রদর্শক :

ওয়াহাবী আন্দোলন : তার সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি দূর করে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নির্দেশিত সরল আদর্শে মুসলিম সমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল এক পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন। ভারতবর্ষে ওয়াহাবী মত ও আদর্শ প্রচারের পথিকৃৎ ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী।

ফরায়েজী আন্দোলন : পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদেরকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য আলোকবর্তিকা হাতে যে সংস্কারক এগিয়ে আসেন তার নাম হাজী শরীয়াতউল-হ। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে দিনে দিনে যেসব অনৈসলামিক রীতিনীতি অনুপ্রবেশ করছে তা দূর করে তাদেরকে ইসলাম ধর্মের মূল অনুশাসনে ফিরিয়ে নেয়া। ফরায়েজী

আন্দোলনকে সারা দেশে একটি সুসংবদ্ধ রূপ দেন হাজী শরীয়াতউল-হর একমাত্র পুত্র দুধু মিয়া। তার আসল নাম মুহসীন উদ্দীন আহমদ।

ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন : সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে ১৮৭৭ সালে কোলকাতায় ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। ১৮৮৩ সালে এ সমিতি সর্ব ভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করলে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় Central National Mohammadan Association.

ব্রাহ্ম সমাজ : রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেন তা থেকে পরে ব্রাহ্ম-সমাজের উৎপত্তি হয়। ১৮২৮ সালে রামমোহন 'ব্রাহ্ম-সমাজ' নামে এক নতুন সভা স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে কোনো একটি বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন করার পরিকল্পনা রামমোহনের ছিল না। ব্রাহ্মসভায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল লোকেরই প্রবেশাধিকার ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের মূল আদর্শ একেশ্বরবাদ ও অপৌত্তলিকতাবাদ।

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন ও ডিরোজিও :

প্রাচীন ও ক্ষয়িষ্ণু প্রথা তথা ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক শৃঙ্খল হতে মুক্তির উলে-খযোগ্য প্রয়াস হিসেবে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনকে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নিন্দা ও প্রশংসা দু-ই ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা পেয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন : উনবিংশ শতাব্দীর উলে-খযোগ্য সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন হলো রামকৃষ্ণ মিশন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছিলেন এ ধর্ম মতের প্রবক্তা। সকল ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম এবং তার মতবাদের মূল কথা ছিল 'যত মত, তত পথ'। রামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তার মতবাদ তেমন প্রসারিত না হলেও তার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর সমগ্র ভারত এবং ভারতের বাইরেও প্রচার করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী :

১. মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা- জহির উদ্দিন মো. বাবর
২. গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান হুমায়ুন।
৩. ঈশা খাঁর রাজধানী সোনারগাঁও।
৪. দোলাই খাল খনন করেন- ইসলাম খান
৫. পরিবিবি (ইরান দুখত) ছিলেন শায়েস্তা খানের কন্যা।
৬. বিরান বিবি ছিলেন শায়েস্তা খানের বোন।
৭. 'প্রিন্স অব বিন্ডার্স' বলা হয় শাহজাহানকে।
৮. সর্বশেষ মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।
৯. আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রায়।
১০. দ্বীন-ই-ইলাহী ধর্মের বিলুপ্তি করেন আওরঙ্গজেব।
১১. ঢাকা প্রথম রাজধানী হয় ১৬১০ সালে, দ্বিতীয় ১৯০৫ সালে, তৃতীয় ১৯৪৭ সালে এবং চতুর্থ ১৯৭১ সালে।
১২. দীন-ই-এলাহী ধর্মের প্রবর্তক সম্রাট আকবর।
১৩. বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হক।
১৪. মুসলিমদের জন্য পৃথক আবাসভূমির কথা প্রথম উলে-খ করেন আল-আম্বা ইকবাল।
১৫. সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে ভূমিকা রাখেন রাজা রামমোহন রায়।
১৬. বিধবা বিবাহের প্রচলন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
১৭. দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনকারী প্রথম ও শেষ মুসলমান নারী সুলতানা রাজিয়া।
১৮. দাউদ কররানীর আমলে সম্রাট আকবর বাংলা জয় করেন।
১৯. মোঙ্গল শব্দের অর্থ দুর্ধর্ষ।

২০. সুলতানা রাজিয়া বাহরাম শাহের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

২১. পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন।

২২. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় শাসনভার নবাবের হাতে ও রাজস্ব আদায় ক্লাইভের হাতে ছিল।
২৩. উইলিয়াম হাণ্টারের লেখায় মুসলমান জমিদারের কর্ষণ চিত্র তুলে ধরা হয়।
২৪. বণিকদের ভিতরে প্রথম আসে পর্তুগীজ, দ্বিতীয় ওলন্দাজ।
২৫. মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তর করেন ওয়ারেন হেস্টিংস।
২৬. বর্গী নামে পরিচিত মারাঠীরা।
২৭. ১৮৫৩ সালে রেলযোগাযোগ স্থাপন করেন-লর্ড ডালহৌসী (উপমহাদেশে) (বাংলাদেশে ১৮৬২)।
২৮. বাংলার শেষ নবাব-মীর জাফরের পুত্র নিজাম উদ্দৌলা।
২৯. ইংরেজদের সবচেয়ে সুরক্ষিত ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কুঠি।
৩০. ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ এর প্রতিষ্ঠাতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্রবসু।
৩১. বাংলায় মহাদূর্ভিক্ষ দেখা দেয় ১৯৪৩ সালে।
৩২. দণ্ড বিধি আইন হয় ১৮৬১ সালে।
৩৩. ফকির আন্দোলনের নেতা মজনু শাহ।
৩৪. ক্ষুদ্রিরামের ফাঁসি হয় ১৯০৮ সালে।
৩৫. বর্গী বা মারাঠা লুণ্ঠনকারী দলের নেতা ভাস্কর পন্ডিত।
৩৬. মুর্শীদকুলী খানের উপাধি করতলব খান।
৩৭. সিরাজউদ্দৌলা ২৩ বছর বয়সে নবাব হন।
৩৮. সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে প্রাণপন যুদ্ধ করেন ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রে।
৩৯. বীর মোহনলালের পিতৃভূমি কাশ্মীর।
৪০. উত্তমাশা অন্তরীপ আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত।
৪১. ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বিলুপ্ত হয়।
৪২. ভাইসরয় অর্থ রাজপ্রতিনিধি।
৪৩. ১৮৬১ সালে লর্ড ক্যানিং এর আমলে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস আইন পাশ হয়।
৪৪. জমিদার কৃষকদের রায় মুসলমানদের দাড়ির উপর আড়াই টাকা হারে কর আরোপ করেছিলেন।
৪৫. ভারত বন্ধু নামে পরিচিত ছিলেন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড রিপন।
৪৬. হাজী শরীয়তউল-হর নামে শরীয়তপুর জেলার নামকরণ করা হয়েছে।
৪৭. ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিলো ফরিদপুর জেলা।
৪৮. দুদু মিয়াকে সমাহিত করা হয়েছে ঢাকার বংশালে।
৪৯. ‘দার-উল-জহুর’ কথাটির অর্থ বিধর্মীর রাজ্য।
৫০. কলকাতায় মুসলিমসাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৩ সালে।
৫১. কোলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ, ২য় আমীর আলী।
৫২. আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সৈয়দ আহমদ খান।
৫৩. স্বরাজ দলের (১৯২২) নেতা ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস।
৫৪. ব্রাহ্ম সমাজের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মসভা।
৫৫. প্রথম গোলটেবিল বৈঠক হয় ১৯৩০ সালে।
৫৬. ‘Essays on the life of Mohammad’- এর লেখক সৈয়দ আহমদ খান
৫৭. ‘A short history of the saracens’- এর লেখক আমীর আলী।

৫৮. ‘The spirit of Islam’- এর লেখক আমীর আলী।
৫৯. ‘The Indian Musalmans’- এর লেখক L. Hunter।

বাড়ীর কাজ :

১. ঈশা খার পরে বার ভূঁইয়াদের নেতৃত্ব দেন কে?
২. পূর্বাঙ্গীজ জলদস্যুদের কি নামে ডাকা হতো?
৩. মমতাজমহলের আসল নাম কি?
৪. ‘জিজিয়া’ কর রহিত করে হিন্দুদের প্রিয়ভাজন হতে চেয়েছিলেন কে?
৫. সেকেন্দ্রা ও দেবকেটি কোথায় অবস্থিত?
৬. ‘ভুলুয়া’ বলতে কোন জেলাকে বুঝানো হত?
৭. দিল্লীর লালকেল-এ কে তৈরী করেন?
৮. ‘ভূঁইয়া’ শব্দের অর্থ কি?
৯. পলাশীর প্রান্তর কোন নদীর তীরে?
১০. মুর্শিদাবাদের পূর্ব নাম কি ছিলো?
১১. কাদেরকে বগী বলা হত?
১২. ভারতে ইউরোপীয়দের নির্মিত প্রথম দুর্গের নাম কি?
১৩. দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় কবে?
১৪. পুলিশ বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন কে?
১৫. মহীশূরের রাজধানীর নাম কি ছিল?
১৬. ‘১৮৫৭’ গ্রন্থের লেখক কে?
১৭. বিচার বিভাগকে প্রশাসন হতে সর্বপ্রথম পৃথক করেন কে?
১৮. টিপু সুলতান কোন রাজ্যের শাসন কর্তা ছিলেন?
১৯. ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের সেনাপতির নাম কি?
২০. কত সালে উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারী হয়?
২১. শায়েস্তা খান ব্যতীত কোন সম্রাটের আমলে এক টাকায় ৮মন চাল পাওয়া যেত?
২২. উপমহাদেশে নীলচাষ শুরু হয় কবে?
২৩. তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা সাল কত?
২৪. স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম কি?
২৫. হাজী শরীয়াতউল-হকে কোন জেলায় সমাহিত করা হয়?
২৬. ভারতীয়দের মধ্যে কে সর্বপ্রথম প্রিন্সিপালসিলের সদস্য হন?
২৭. জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কবে সংঘটিত হয়?
২৮. কার উদ্যোগে এবং কবে ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ স্বাক্ষরিত হয়?
২৯. ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য বোমা নিক্ষেপ করে কে?
৩০. কে প্রথম ‘পাকিস্তান’ নামটি উল্লেখ করেন?

Lecture No.-03

আলোচ্য বিষয় : নতুন রাষ্ট্রপাকিস্তান, ১৯৪৭-৭১ সাল: সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী, পাকিস্তান সরকারের বৈষম্য, ভাষা আন্দোলনের প্রথম-দ্বিতীয়-শেষ পর্যায়, ভাষা আন্দোলনের শহীদবৃন্দ, এক নজরে একুশে ফেব্রুয়ারী, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি আদায়, যুক্তফ্রন্টগঠন, প্রাদেশিক নির্বাচন-৫৪, পূর্ববাংলায় কেন্দ্রের শাসন, আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল, ছয়দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, এগারদফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ৭ মার্চের ভাষন, মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক, সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন, অপারেশন সার্চলাইট, স্বাধীনতার ঘোষণা, মুক্তিফৌজ ও মুক্তিবাহিনী গঠন, অন্যান্য বাহিনী, প্রবাসী সরকার গঠন, অপারেশন জ্যাকপট, মিত্রবাহিনী গঠন, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড, চূড়ান্ত বিজয় ও স্বাধীনতা অর্জন, মুক্তিযুদ্ধে খেতাব প্রদান, প্রাপ্ত স্বীকৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র/প্রামাণ্যচিত্র/স্মরণীয় চলচ্চিত্র, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান।

বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী :

১. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ১৯৯৯ সালে স্বীকৃতি পায়?
২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৬৮ জনকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয়।
৩. স্বাধীনতার প্রথম ডাকটিকিটে শহীদ মিনার ছিল।
৪. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায়।
৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়মন্ত্রণালয় গঠিত হয় ২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর।
৬. বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবী প্রথম করেন বীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
৭. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়।
৮. ছয়-দফা দাবী প্রথম লাহোরে উত্থাপন করা হয়।
৯. মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।
১০. মুজিবনগর মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত।
১১. মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত।
১২. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর দুই নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল।
১৩. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য ৭জনকে সর্বোচ্চ সম্মান বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব দেওয়া হয়।
১৪. ১৯৫২ সালে তৎকালীন ভাষা আন্দোলন এক নতুন জাতীয় চেতনার জন্ম দিয়েছে।
১৫. মুজিবনগরে ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়েছিল।
১৬. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন।
১৭. আওয়ামী লীগের ছয়-দফা ১৯৬৬ সালে পেশ করা হয়।
১৮. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুররহমানের পদবী ছিল সিপাহী।
১৯. তৎকালীন পাকিস্তানে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ১৯৫৬ সালে স্বীকৃতি লাভ করে।
২০. বাংলাদেশের মহিলা বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ও তারামন বিবি।
২১. মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেক্টর ছিল চট্টগ্রাম।
২২. অপারেশন সার্চ রইট শুরু হয় ২৫ মার্চ, ১৯৭১।
২৩. তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানকালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।
২৪. তমদুন মজলিস ১৯৪৭ সালে গঠিত হয়।
২৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জেড ফোর্স ব্রিগেডের প্রধান ছিলেন জিয়াউর রহমান।
২৬. রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন অন্ধুরিত হয় ১৯৪৭ সালে, মহীরুহে পরিণত হয় ১৯৫২ সালে।
২৭. ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরষদ গঠন করা হয়।
২৮. সাইমন ড্রিং নামক বিদেশী সাংবাদিক ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন।
২৯. ১৯৭১ সালে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন এ. কে খন্দকার।
৩০. বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এম. এ. জি ওসমানী।
৩১. বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঘোষণা করেন “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম”।
৩২. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ফাল্গুন মাসের ৮ তারিখ ছিল (১৩৫৮)।
৩৩. মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত হয়।

৩৪. সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ১৮৫৭ সালের ২৬ জানুয়ারী।
 ৩৫. ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতিবছর 'ভাষা দিবস' বলে একটি দিন পালন করা হয়। দিবসটি ছিল ১১ মার্চ।
 ৩৬. আনুষ্ঠানিকভাবে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে 'স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' এর ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।
 ৩৭. লাহোর প্রস্তাব ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার জন্য স্থানীয় রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব।
 ৩৮. মুক্তিযুদ্ধের উপ-সর্বাধিনায়ক ছিলেন এ কে খন্দকার।
 ৩৯. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে জেনারেল নিয়াজী ঢাকা রেসকোর্সে মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

বিস্তারিত আলোচনা :

নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান : ১৯৪৭ সালের ৩ জুন তারিখে লর্ড মাইন্ট ব্যাটেন ভারত বিভাগের নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতি অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস হয়। এই আইনের ফলে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। পূর্ববঙ্গ তখন পূর্ব পাকিস্তানরূপে পাকিস্তানের একপি প্রদেশে পরিণত হয়।

১৯৪৭-৭১ : সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী

১৯৪৭ সাল

১৪ আগস্ট : পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন

২ সেপ্টেম্বর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুল কাশেম কর্তৃক 'তমদুন মজলিশ' নামে সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা

১৯৪৮ সাল

২৩ ফেব্রুয়ারী : গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত। কুমিল-ৱা ধীরেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রথম --- বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব।

২ মার্চ : রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরষদ গঠিত হয়।

১৯৪৯ সাল

২৩ জুন : পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল হিসেবে নারায়ণগঞ্জের শ্রমিক সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা।

১৯৫০ সাল : লিয়াকত আলী খানের ঘোষণা 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা'। পূর্ব বাংলার জমিদারী প্রথা রহিতকরণ।

১৯৫২ সাল :

২৬ জানুয়ারী : সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারী- ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে গিয়ে ৮ জন শহীদ হন।

১৯৫৩ সাল :

৪ ডিসেম্বর : যুক্তফ্রন্ট গঠিত। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে। বিরোধী দলগুলো হচ্ছে- আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নিজাম-ই-ইসলাম ও বাম গণতন্ত্রী দল।

১৯৫৪ সাল :

২ এপ্রিল : যুক্তফ্রন্টের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত। মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন ১৪ জন। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্র হলেন এ কে ফজলুল হক।

১৯৫৬ সাল :

২৩ মার্চ : ইন্সান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন ও পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনা করা হয়।

২৪ মার্চ : শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন।

১৯৬০ সাল : আইয়ুব খান কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্র চালু হয়।

১৯৬৫ সাল : কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু।

১৯৬৮ সাল : শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়।

১৯৬৯ সাল :

২৫ মার্চ : আইয়ুব খানের ক্ষমতা ত্যাগ ও ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা লাভ। এরপর সামরিক শাসন জারি করা হয়।

১৯৭০ সাল :

২৮ মার্চ : জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়।

১২ নভেম্বর : পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে।

৭ ডিসেম্বর : জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ফলাফল : আওয়ামী লীগ ১৬৭ টি আসন (১৬৯টির মধ্যে) পায়। পিপিপি পায় ১৩৮ টির মধ্যে ৮৮টি।

১৯৭১ সাল :

১১ মার্চ : পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকা সর্বত্র উত্তোলন করা হয়।

২৫ মার্চ : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন।

২৬ মার্চ : শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

১০ এপ্রিল : মুজিবনগরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা এবং প্রবাসী/অস্থায়ী সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়।

১৭ এপ্রিল : অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

৩ ডিসেম্বর : পাকিস্তান কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

৬ ডিসেম্বর : ভারত সরকার কর্তৃক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান।

১৬ ডিসেম্বর : ৯৩ হাজার সৈন্য ও অস্ত্রসহ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণ।

পাকিস্তান সরকারের বৈষম্য

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে : কেন্দ্রীয় সচিব, গভর্নর জেনারেল, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী সহ বড় পদগুলোতে আসীন প্রায় সবাই ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানী।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে : প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্তদের বেশীর ভাগই ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানী।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে : পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়ের অর্ধেক ছিল।

সামরিক ক্ষেত্রে : সামরিক বাহিনীতে চাকুরী প্রদান, প্রতিরক্ষা ব্যয়, প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর স্থাপন, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানকে অনেক বেশী প্রাধান্য দেয়া হত।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে : পাকিস্তানের ৫৬.৪ শতাংশ মানুষ বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রভাষা ছিলো উর্দু।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম-দ্বিতীয়-শেষ পর্যায় :

১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর 'তমদুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। 'তমদুন মজলিশের' উদ্যোগে ১৯৪৭ সালে অক্টোবর মাসে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি কুমিল-র ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে অন্যান্য ভাষার সাথে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবি উত্থাপন করেন। লিয়াকত আলী খান, নাজিম উদ্দীন প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতা তাঁর প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। ফলে ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে বাংলা ভাষার সমর্থনে শে-গান দিতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেন, ‘উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে’। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী খাজা নাজিম উদ্দীনও এক জনসভায় একই ঘোষণা দেন। এতে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ৪ ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ একটি সভায় ২১ ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘটের এবং ঐ দিন ভাষা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবস্থা অনুধাবন করে ঢাকায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে ৩০ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। ২১ ফেব্রুয়ারী সকাল ১০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত হয়। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলাকালে বেলা ৩ টার দিকে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। পুলিশ প্রথমে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে এবং সে গুলিতে বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার, শফিউরসহ, মোট ৮ জন শহীদ হন এবং অনেকে হন আহত। এতে সারা পূর্ব বাংলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

ভাষা আন্দোলনের শহীদবৃন্দ :

১. আবদুল জব্বার	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।
২. আবুল বরকত	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।
৩. শফিউর রহমান	তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের ছাত্র এবং হাইকোর্টের কর্মচারী ছিলেন
৪. রফিক উদ্দিন	মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র
৫. আবদুস সালাম	পিয়ন।
৬. অহিউল-হ	শিশু শ্রমিক
৭. আবদুল আউয়াল	বালক (অনেকের মতে রিক্সা চালক)
৮. অজ্ঞাত বালক	অধিকাংশের মতে আখতার-জামান বা আবদুর রহিম।

এক নজরে একুশে ফেব্রুয়ারী :

১. ভাষা সংগ্রামের উপর প্রথম কবিতা লেখেন কবি মাহবুবুল আলম চৌধুরী। প্রথম চরন-কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।
২. একুশের প্রথম নির্মিত শহীদ মিনারের নাম স্মৃতিস্তম্ভ।
৩. ভাষা আন্দোলনের সংকলন সম্পাদনা করেন হাসান হাফিজুর রহমান।
৪. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি-এর রচয়িতা আব্দুল গাফফার চৌধুরী, সুরকার- আলতাফ মাহমুদ।
৫. একুশের প্রথম নাটক কবর ১৯৫৩ সালের ৭ জুলাই মুনির চৌধুরী কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাকালে রচনা করেন।
৬. একুশে কাহিনী অবলম্বনে প্রথম উপন্যাস ‘আরেক ফাল্গুন’ রচনা করেন জহির রায়হান। Let there be light-প্রামাণ্য চিত্রের নির্মাতা তিনি।
৭. বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয় ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১ (৪) নং অনুচ্ছেদে।

৮. UNESCO ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।
৯. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সেগুনবাগিচা, ঢাকায় অবস্থিত (২০০১ সালে তৈরী)।
১০. জীবন থেকে নেয়া-চলচ্চিত্রটি ভাষা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত।
১১. জাতিসংঘ ২০০৮ সালের ০৫ ডিসেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।
১২. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বর্ষ-২০০৮।
১৩. মোদের গরব-অখিল পাল (ভাষা শহীদদের ভাস্কর্য). অবস্থান-বাংলা একাডেমী।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি আদায় : ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। ২৩ মার্চ ৫৬ শাসনতন্ত্র কার্যকর হয়। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পাকিস্তানের নামকরণ করা হয় ‘ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান’। শাসনতন্ত্রে গভর্নর জেনারেলের পরিবর্তে প্রেসিডেন্টের শাসনবলবৎ করা হয়। এই সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। শেখ মুজিব ব্যতীত জাতীয় পরিষদের সকল সদস্য এ সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।

যুক্তফ্রন্ট গঠন : ১৯৫৩ সালের ১০ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক আইন পরিষদের মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২২৩টি আসন লাভ করে।

পূর্ববাংলায় কেন্দ্রের শাসন : ১৯৫৪ সালের মে মাসে ৯২-ক ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি করা হয় এবং মেজর জেনারেল ইক্সান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। হক সাহেব নিজ বাড়িতে অন্তরীণ হন। ১৯৫৫ সালের ৬ জুন তারিখে ৯২-ক ধারা প্রত্যাহার করা হলে ফজলুল হকের মনোনীত প্রার্থী আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে নতুন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট মিলিতভাবে চৌধুরী মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালের ১১ আগস্ট নতুন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে।

আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল : ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান ইক্সান্দার মির্জাকে অপসারণ করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি মৌলিক গণতন্ত্রীদের আত্মমূলক ভোটে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান প্রণয়ন করে। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের চাপে আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে বিদায় নেন।

ছয় দফা : ১৯৬৬ সালে ৫-৬ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলগুলোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয়দফা উত্থাপন করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’ নামে একটি মামলা দায়ের করে।

এগার দফা : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৯ সালের ৬ জানুয়ারী ‘সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ এগার দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচী এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকের ধারাবাহিক ঘটনাবলি ১৯৬৯ সালের আন্দোলনকে একটি গণঅভ্যুত্থানে রূপ দেয়। এ আন্দোলনে ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সামরিক অফিসার কর্তৃক নিহত হন। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা শেখ মুজিবসহ আগরতলা মামলার সব আসামিকে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক গণসংবর্ধনা দান করে। ঐদিন তদানীন্তন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ জনতার পক্ষ থেকে শেখমুজিবকে ভূষিত করেন ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে। ২৫ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ঐদিনই পাকিস্তানে জারি করা হয় সামরিক শাসন।

১৯৭০ সালের নির্বাচন : ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি (সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ) আসন লাভ করে।

৭ মার্চের ভাষণ : শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। তাঁর ভাষণ ছিল ১৮ মিনিটের। তিনি ভাষণে উল্লেখ করেন- “এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”।

মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক : দেশের অচলাবস্থা নিরসনকল্পে ১৬ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত মুজিব ইয়াহিয়া বৈঠক হয়। কিন্তু বৈঠক কোন সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

অপারেশন সার্চ লাইট : ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। ঐদিনই শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং মধ্যরাতে ঢাকায় ব্যাপক গণহত্যা শুরু হয়। পাকিস্তানিদের এ গণহত্যার সাংকেতিক নাম ছিল ‘অপারেশন সার্চ লাইট’। ঐ দিন রাত ১১ টায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রথম সেনা অভিযান শুরু হয়। আর প্রথম আক্রমণ করা হয় রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্বাধীনতার ঘোষণা : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বক্ষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার একটি লিখিত বাণী চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ২৭ মার্চ শেখ মুজিবের পক্ষে মেজর জিয়া উক্ত স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার : পাকবাহিনী ২৫ মার্চের ধর্ম্যরাতে ঢাকা দখল করে নিলে ‘রেডিও পাকিস্তান’ এর ঢাকা কেন্দ্রও তাদের সম্পূর্ণ করতলগত হয়। এ পটভূমিতে চট্টগ্রামে অবস্থানরত পাক সেনাবাহিনী ও ইপিআরের সশস্ত্র বাঙালি সদস্যর বিদ্রোহ ঘোষণা করে চট্টগ্রাম শহর এবং কালুরঘাটে অবস্থিত এর আঞ্চলিক বেতারকেন্দ্রটি দখল করে নেন। এবং এর নাম দেয়া হয় ‘স্বাধীন বাংলা বিপ-বী বেতারকেন্দ্র’ এই বেতার কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন শামসুল হুদা চৌধুরী।

মুক্তিফৌজ ও মুক্তিবাহিনী গঠন : কর্ণেল এম. আতাউলগনি ওসমানীর নেতৃত্বে ৪ এপ্রিল সিলেটের তেলিপাড়ার চাবাগানে মুক্তিফৌজ গঠন করা হয়। এটি ১৩ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত হয়, এর মধ্যে সামরিক সৈন্য ৫,০০০ জন। ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ মুক্তিফৌজকে মুক্তিবাহিনী নামকরণ করা

হয়। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এম. এ. জি. ওসমানী (১২ এপ্রিল ঘোষণা দেয়া হয়।

অন্যান্য বাহিনী

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী : বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি মশস্ত্র বাহিনী গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর বাঙালি সৈনিকসহ শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনী গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১১টি সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর পাশে থেকে বিভিন্ন জেলায় আক্রমণ পরিচালনা করে। (সেক্টর ও ফোর্স সম্পর্কে বিশদ জানতে হবে।) বিএলএফ (মুজিব বাহিনী) : ছাত্রনেতা শেখ জপলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী এবং শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে বিএলএফ (বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট) নাম একটি রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠে। বিএলএফ পরে মুজিব বাহিনী হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

কাদেরিয়া বাহিনী : বরিশালে গঠিত হয়েছিল হেয়ায়েত বাহিনী।

প্রবাসী সরকার গঠন : পাক হানাদার বাহিনীর ভয়ে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত অধিকাংশ সদস্য ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের উদ্যোগে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল আগরতলায় বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ সরকারের সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়। ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলারআম বাগানে এ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে এবং এম ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

পদবী	নাম
রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমদ
অর্থমন্ত্রী	এম মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পূর্ববাসনমন্ত্রী	এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান
পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী	মোশতাক আহম্মদ
মুক্তি বাহিনীর প্রধান	কর্ণেল আতাউল গানি ওসমানী
মুখ্যসচিব	রুহুল কুদ্দুল

অপারেশন জ্যাকপট : বাংলাদেশের নৌপথে সৈন্য ও অন্যান্য সমর সরঞ্জাম পরিবহনের ব্যবস্থা বানচাল করার লক্ষ্যে জাহাজ ও নৌযান ধবংশ করাই ছিল অপারেশন জ্যাকপটের উদ্দেশ্য। ১৫ আগস্ট রাতে চট্টগ্রাম বন্দরে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের ২০ জনের নিয়ে জাহাজের তলদেশে লাগিয়ে দেয়। রাত ১-৪৫ মিনিটে বিকট শব্দে মাইনগুলো বিস্ফোরিত হলে সবগুলো জাহাজ ধবংশ হয়ে যায়।

মিত্রবাহিনী গঠন : ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী গঠিত হয় যার প্রধান ছিলেন লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড : পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরগণ দেশকে মেধামূন্য করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক সৃতি সন্তানদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪ ডিসেম্বর রাতে নিরস্ত্র অবস্থায় বাসা থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে প্রথিতযশা ডাক্তার, শিক্ষক, প্রকৌশলী, বুদ্ধিজীবীসহ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। এদের অধিকাংশকেই রায়েববাজার বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়।

চূড়ান্ত বিজয় ও স্বাধীনতা অর্জন : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকবাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। এসময় যৌথবাহিনীও ঢাকার খুব কাছে চলে আসে। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্য ও অস্ত্রসহ যৌথবাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোবার নিকট আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান ডেপুটি চীফ অব স্টাফ এয়ার কমোডর এ. কে. খন্দকার আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

মুক্তিযুদ্ধে খেতাব প্রদান : সরকার ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ৪ ধরনের খেতাব প্রদান করেন। যথাঃ

১. বীর শ্রেষ্ঠ খেতাব	৭ জন
২. বীর উত্তম খেতাব	৬৮ জন
৩. বীর বিক্রম খেতাব	১৭৫ জন
৪. বীর প্রতীক খেতাব	৪২৬ জন
মোট খেতাব পান	৬৭৬ জন

প্রথম খেতাব প্রাপ্ত :

বীর উত্তম	লে. কর্নেল আব্দুর রব (চীফ অব স্টাফ)
বীর বিক্রম	মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা
বীর প্রতীক	মোহাম্মদ আবুল মতিন
মহিলা বীর প্রতীক	ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম
একমাত্র বিদেশি বীরপ্রতীক	ডবি-উ. এইচ ওয়াডারল্যান্ড

সাতজন বীর শ্রেষ্ঠের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

নাম	পদবী	কর্মস্থল	জন্মস্থান	সেক্টর
মোস্তফা কামাল	সিপাহী	সেনাবাহিনী	ভোলার দৌলতপুর	৮
হামিদুর রহমান	সিপাহী	সেনাবাহিনী	বিনাইদহের খালিশপুর	৪
মলি আব্দুর রউফ	ল্যান্স নায়েক	ই.পি.আর	ফরিদপুরের সালামপুর	২
নূর মোহাম্মদ	ল্যান্স নায়েক	ই.পি.আর	নড়াইলের মহেশখালী	৮
মতিউর রহমান	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	বিমান বাহিনী	নরসিংদীর রাজনগর	
রুহুল আমিন	স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার	নৌবাহিনী	নোয়াখালীর বাগচাপটা	১০
মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	ক্যাপ্টেন	সেনাবাহিনী	বরিশালের রহিমগঞ্জ	৭

প্রাপ্ত স্বীকৃতি :

১. সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয়- ভারত ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
২. স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় দেশ- ভুটান, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
৩. স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ- ইরাক, ৮ জুলাই ১৯৭২।
৪. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আফ্রিকান ও মুসলিম দেশ- সেনেগাল, ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।

৫. স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ইউরোপীয় ও সমাজতান্ত্রিক দেশ- পোল্যান্ড, ১২ জানুয়ারী ১৯৭২
৬. স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আমেরিকার দেশ- কানাডা, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র/ প্রামাণ্যচিত্র / স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র :

প্রামাণ্য চিত্র	পরিচালক
স্টপ জেনোসাইড	জহির রায়হান
দি লিবারেশন ফাইটার্স	আলমগীর কবির
এ স্টেট ইজ বর্ন	জহির রায়হান
নাইন মাস্‌স টু ফ্রিডম	এস সুখদেব
ডেটলাইন বাংলাদেশ	গীতা মেহতা
স্মৃতি একান্তর	তানভীর মোকাম্মেল
মুক্তির গান	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ

চলচ্চিত্র	পরিচালক
ওরা এগার জন	চাষী নজরুল ইসলাম
আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির
মেঘের অনেক রং	হারুনুর রশীদ
সূর্য সংগ্রাম	আব্দুস সামাদ
আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম
হুলিয়া (নির্মূলেন্দু গুণের হুলিয়া কবিতা অবলম্বনে)	তানভীর মোকাম্মেল
একজন মুক্তিযোদ্ধা	দিলদার হোসেন
ধূসর যাত্রা	আবু সায়ীদ
নদীর নাম মধুমতি, রাবেয়া	তানভীর মোকাম্মেল
একান্তরের যীশু	ইউসুফ বাচ্চু
জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ
আগুনের পরশমনি, শ্যামল ছায়া	হুমায়ুন আহমেদ
অরণ্যে গোদায়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাষ দত্ত

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ :

গ্রন্থের নাম	লেখক
বুকের ভিতর আগুন	জাহানারা ইমাম
ফেরারী সূর্য	রাবেয়া খাতুন
নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান
কালো ঘোড়া	ইমদাদুল হক মিলন
একান্তরের ডায়েরি	সুফিয়া কামাল
নিষিদ্ধ লোবান	সৈয়দ শামসুল হক
দুই সৈনিক	শওকত ওসমান
জাহান্নাম হতে বিদায়	শওকত ওসমান
আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মুকুল
অবরুদ্ধ নয় মাস	আতাউর রহমান খান
একান্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির

স্মৃতি ১৯৭১ (১-৯ খণ্ড)	রশীদ হায়দার সম্পাদিত
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা
বাতাসে বারান্দা রক্তে উল-স	জুবাইদা গুলশান আরা
বিজয়'৭১	এম আর আখতার মুকুল
Of Blood and fire	Jahanara Imam
Genocide 71	Dr. Ahmed Sharif and Others
The shark the River	Selina Hossain

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান : অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক মি. হোয়াইল হেয়ার ওডারল্যান্ড মুক্তিযুদ্ধে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য বীর প্রতীক উপাধি লাভ করেন। তিনিই একমাত্র বিদেশী যিনি এটি অর্জন করেন। ২০০১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাংবাদিক এ্যাঙ্কনীয় মাসকারেন হাস তার লেখনীর মাধ্যমে পাকবাহিনীর বর্বরতার কথা সারাবিশ্বে পৌঁছেদেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরীতে সাহায্য করেন। তার গ্রন্থের নাম ‘বাংলাদেশ ও রক্তের ঋণ’।

সাংবাদিক সাইমন ড্রিং তার লেখনীর মাধ্যমে পাকবাহিনীর বর্বরতার কথা সারাবিশ্বে পৌঁছেদেন।

সাড়া জাগানো রক গায়ক জর্জ হ্যারিসন (বিটলস) ও পণ্ডিত রবিশংকর USA এর ম্যাডিসনস্কয়ারে এক কনসার্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য ৯ মিলিয়ন ডলারের তহবিল সংগ্রহ করেন।

এছাড়াও নাম না জানা আরও অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছেন।

অন্যান্য তথ্য :

১. বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন, বীর উত্তম ৬৮ জন, বীর বিক্রম ১৭৫ জন ও বীর প্রতীক ৪২৬ জন।
২. মহিলা বীরপ্রতীক তারামন বিবি ও সেতারা বেগম। তারামন বিবি গণবাহিনী ও সেতারা বেগম সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন।
৩. ২ মার্চ ১৯৭১ সালে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
৪. জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ২৭ মার্চ ১৯৭১ সালে কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে।
৫. প্রথম সর্বাধিনায়ক- সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
৬. মুজিব নগরের পূর্বনাম- ভবেরপাড়া, বৈদ্যনাথ তলা।
৭. মুজিবনগর সরকারের ঘোষণা পত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী
৮. আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মিত্র বাহিনীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন জেনারেল অরোরা ও পাকিস্তানের পক্ষে এ. কে. নিয়াজী।
৯. কে. এম সাহাবুদ্দীন ও আমজাদুল হক কুটনীতিকদ্বয় প্রথম বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার করেন।
১০. প্রথম স্বাধীন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় ১০ এপ্রিল ১৯৭১।
১১. “এ দেশের মাটি চাই, মানুষ নয়” ইয়াহিয়া খানের উক্তি।
১২. যশোর জেলা প্রথম শত্রু-মুক্ত হয় (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)।
১৩. মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত September on jessore road কবিতাটির রচয়িতা মার্কিন কবি অ্যালেন গিনেসবার্গ।

১৪. বাংলাদেশ- ভারত যৌথবাহিনী গঠিত হয় ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে।
১৫. শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগারে রাখা হয়।
১৬. সর্ব কনিষ্ঠ খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল ইসলাম (টাঙ্গাইল)।
১৭. বিদেশী বীর প্রতীক ডবি-ও এইচ ওয়াডারল্যান্ড (নেদারল্যান্ডস)।

১৮. বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে পতশ শহীদ মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ও শেষ শহীদ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।
১৯. মেজর জিয়া ১ নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন।
২০. যুদ্ধের সময় সাবাদেশে ১১টি সেক্টর ছিল।
২১. ঢাকা ২নং সেক্টরের অধীনে ছিল
২২. ১০ নং সেক্টরে কোন সেক্টর কমান্ডার ছিল না।
২৩. প্রবাসী সরকার স্থাপিত ১০ এপ্রিল ও শপথ গ্রহণ ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।
২৪. অস্থায়ী সচিবালয় মুজিবনগর ও ক্যাম্প অফিস ৮ থিয়েটার রোড, কলকাতা।
২৫. প্রামাণ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইট' ও "এ স্টেট ইজ বর্ণ" এর নির্মাতা জহির রায়হান।
২৬. বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল- শহীদ ৮ এপ্রিল ৭১, বাড়ী- ভোলা।
২৭. বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আঃ রব- শহীদ ২০ এপ্রিল ৭১, বাড়ী- ফরিদপুর।
২৮. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান- শহীদ ২০ আগস্ট ৭১, বাড়ী নরসিংদী।
২৯. বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ- শহীদ ৫ সেপ্টেম্বর ৭১, বাড়ী- নড়াইল।
৩০. বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান- শহীদ ২৮ অক্টোবর ৭১, বাড়ী- বিনাইদহ।
৩১. বীরশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রক্তুল আমী-শহীদ ১০ ডিসেম্বর ৭১, বাড়ী- নোয়াখালী।
৩২. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর- শহীদ ১৪ ডিসেম্বর ৭১, বাড়ী- বরিশাল।
৩৩. ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস।
৩৪. আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন এ. কে. খন্দকার।
৩৫. তারামন বিবি ১১ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন।
৩৬. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত মনোরঞ্জন ধর (জাপানে নিযুক্ত)।
৩৭. ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণা করা হয়।
৩৮. ১৯৪৭ সালে গঠিত তমদ্দুন মজলিশ প্রথম রাষ্ট্রভাষার দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলে।
৩৯. বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় ১৯৫৬ সালে।
৪০. ২০০১ সালে ১৮৮ টি দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়।
৪১. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এক নতুন জাতীয় চেতনার জন্ম দেয়।
৪২. ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।
৪৩. ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।
৪৪. মো. আলী জিন্নাহ প্রথম রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন "উদুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"।
৪৫. ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।
৪৬. পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে।
৪৭. পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হয় ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে।

৪৮. ১ ফেব্রুয়ারীকে ভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৫২ এর এক জনসভায়।

৪৯. প্রথম শহীদ মিনার উন্মোচন করেন শহীদ শফিউরের পিতা।

বাড়ির কাজ :

১. শেখ মুজিবুর রহমান করাচীর কোন কারাগারে বন্দী ছিলেন?
২. মুজিবনগরের পূর্বনাম কি ছিলো?
৩. মুক্তিযুদ্ধে কয়টি সাবসেক্টর ছিল?
৪. কোন সেক্টর কমান্ডার কোন খেতাব পাননি?
৫. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের হিনতাইকৃত বিমানের নাম কি?
৬. মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ কে ছিলেন?
৭. 'এখনও অনেক রাত' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
৮. 'A Golden Age' গ্রন্থের লেখক কে?
৯. মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের বহির্বিশ্বের বিশেষ দূত কে ছিলেন?
১০. ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দিক হতে কোনটি পাকিস্তানের দ্বিতীয় ভাষা ছিল?
১১. পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল?
১২. 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' শুধু 'আওয়ামী লীগে' পরিণত হয় কবে?
১৩. ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে কার নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়?
১৪. আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা ও সংগীত গৃহীত হয় কবে?
১৫. প্রথম শহীদমিনার উদ্বোধন করেন কে?
১৬. একুশে ফেব্রুয়ারীর বাংলা তারিখ কত?
১৭. একুশের প্রথম কবিতার কবি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
১৮. পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন?
১৯. বীর শ্রেষ্ঠ মতিউরের দেহাবশেষ কবে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়?
২০. বীর শ্রেষ্ঠ হামিদুরের দেহাবশেষ কবে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়?
২১. শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি কবে দেয়া হয়?
২২. পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন?
২৩. ২১ দফার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবী কোনটি?
২৪. বাংলাদেশ সফরকারী প্রথম সরকার প্রধান কে?
২৫. মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?
২৬. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কালুরঘাট হতে কোথায় স্থানান্তর করা হয়?
২৭. 'The liberation of Bangladesh' গ্রন্থের লেখক কে?
২৮. মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ৮টি ডাকটিকিটের নকশা করেন কে?
২৯. এ পর্যন্ত মোট কতবার মুক্তিযোদ্ধা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে?
৩০. উর্দু কোন ভাষার শব্দ এবং অর্থ কি?

Lecture No.-04

আলোচ্য বিষয় : বাংলাদেশের অবস্থান ও সীমা, জাতীয় বিষয়াবলী (পতাকা, সঙ্গীত, প্রতীক, রণসঙ্গীত, ক্রীড়া সঙ্গীত), জাতীয় দিবস সমূহ, আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি, বিশেষ বিষয়াবলী (প্রথম, বৃহত্তম, দীর্ঘতম, উচ্চতম, ক্ষুদ্রতম, সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠতম), ভূ-পৃষ্ঠ (প-ইস্টেসিন যুগের সোপান, টারশিয়ারীযুগের পাহাড়, প-বন সমভূমি), চর, দ্বীপ, পাহাড়-পর্বত, জলপ্রপাত ও বারনা, বাংলাদেশের নদ-নদী (উৎপত্তি, প্রধান নদীগুলোর শাখা-উপনদী, প্রধান নদীগুলোর গতি প্রবাহ, নদী-তীরবর্তী শহর, নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, বাংলাদেশের নদী, বিল, হাওর, হ্রদ ও সমুদ্র সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যাবলী), আবহাওয়া ও জলবায়ু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভৌগোলিক উপনাম, বিভিন্ন স্থানের বর্তমান-প্রাচীন নাম, ছিটমহল, গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকা।

বিভিন্ন সালের আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী :

১. ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা ৩০টি।
২. শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম বগুড়ায় অবস্থিত।
৩. কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় দেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।
৪. কান্তজীর মন্তির দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত।
৫. তিতাস উপজেলা কুমিল-য় অবস্থিত।
৬. দেশের একমাত্র কিশোরী সংশোধন কেন্দ্র কোণাবাড়িতে (গাজীপুর) অবস্থিত।
৭. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান।
৮. বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন।
৯. দক্ষিণ তালপাতি দ্বীপের আরেক নাম পূর্বাঙ্গ দ্বীপ।
১০. হালদা ভ্যালী খাগড়াছড়িতে অবস্থিত।
১১. বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগর কেন্দ্র মহাস্থান।
১২. বাংলাদেশের জাতীয় দিবস ২৬ মার্চ।
১৩. বাংলাদেশের সবচেয়ে দক্ষিণের জেলা কক্সবাজার।
১৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়।
১৫. বাংলাদেশের লোকশিল্প যাদুঘর সোনারগাঁও-এ অবস্থিত।
১৬. গহগ্রাম ছিটমহল লালমনিরহাট জেলায় অবস্থিত।
১৭. বাংলাদেশের জেলার সংখ্যা -- টি।
১৮. বাংলাদেশের প্রাচীনতম জায়গা পুন্ড্রবর্ন।
১৯. বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় মেহেরপুরে।
২০. রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে বক্ষন্দভূমি গঠিত।
২১. উত্তরা গণভবন নাটোরে অবস্থিত।
২২. বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল।
২৩. বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
২৪. বাংলাদেশের পাহাড়শ্রেণী টারশিয়ারী যুগের।
২৫. বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত স্থানের নাম বাংলাবান্ধা।
২৬. কক্সবাজার ছাড়া দেশের আরেকটি পর্যটন অনুকূল সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা।
২৭. কান্তাই থেকে প-বিত উপত্যকার নাম ভেঙ্গী ভ্যালী।
২৮. কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে গিয়েছে।
২৯. বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেল সেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ।
৩০. বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম।
৩১. সিলেটকে বলা হয় ৩৬০ আউলিয়ার শহর।
৩২. হিমছড়ি কক্সবাজারে অবস্থিত।
৩৩. তেতুলিয়া পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত।
৩৪. বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা ৪টি।
৩৫. বাংলাদেশের সবচেয়ে উচু পাহাড় গারো।
৩৬. শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ১৪ ডিসেম্বর।
৩৭. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল।
৩৮. প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ-এর বর্তমান নাম বরিশাল।
৩৯. ভারতের সাথে বাংলাদেশে সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৪১৪৪ কিলোমিটার।

৪০. বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান লালপুর (নাটোর), বড় জেলা-রাঙ্গামাটি।
৪১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন-সেন্টমার্টিন, সর্বোচ্চশৃঙ্গ-বিজয় (তাজিঙং)।

৪২. মহাস্থানগড় করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত।
৪৩. ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়ের কৈলাশ শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
৪৪. বাকল্যাভ বাঁধ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।
৪৫. পূনর্ভবা, নাগর, কুলিখ, টাঙ্গন মহানন্দার উপ-নদী।
৪৬. যমুনা নদী পদ্মায় পতিত হয়েছে।
৪৭. বাংলাদেশ ও মায়ানমার নাফ নদী দ্বারা পৃথক হয়েছে।
৪৮. ধলেশ্বরী নদীর শাখানদী বুড়িগঙ্গা।
৪৯. পদ্মা ও যমুনা গোয়ালন্দে মিলিত হয়েছে।
৫০. সিলেট সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত।
৫১. বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী সুরমা।
৫২. বাঙ্গালী ও যমুনা নদীর সংযোগ বগুড়ায়।
৫৩. সুরমা ও কুশিয়ারা নদী মিলিত হয়েছে আজমিরীগঞ্জে।

বিস্তারিত আলোচনা**বাংলাদেশের অবস্থান ও সীমা**

১. অবস্থান : $20^{\circ} 38' - 26^{\circ} 38' \text{ উ. অক্ষাংশ এবং } 88^{\circ} 01' - 92^{\circ} 81' \text{ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ}।$
২. সীমা : বাংলাদেশের পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য, মিজোরাম এবং মায়ানমার, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।
৩. আয়তন : $147,570 \text{ বর্গ কি. মি/ } 56,999 \text{ বর্গ মাইল}।$
৪. মোট সীমানা : $5138 \text{ কি. মি., ভারত-}8188 \text{ কি. মি., সমুদ্র- } 911 \text{ কি. মি., মায়ানমার-}283 \text{ কি. মি.}।$
৫. অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা- $200 \text{ নটিক্যাল মাইল ও রাজনৈতিক- } 12 \text{ নটিক্যাল মাইল}।$
৬. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য- $155 \text{ কি. মি.}।$
৭. সর্ব উত্তরের জায়গা- জায়গীর জোত, ইউনিয়ন- বাংলাবান্ধা, উপজেলা-তেতুলিয়া, জেলা- পঞ্চগড়।
৮. সর্ব দক্ষিণের জায়গা- ছেড়া দ্বীপ, ইউনিয়ন-সেন্টমার্টিন, উপজেলা, টেকনাফ, জেলা-কক্সবাজার।
৯. সর্ব পূর্বের জায়গা- আখানইঠং, উপজেলা- থানচি, জেলা-বান্দরবান।
১০. সর্ব পশ্চিমের জায়গা- মনাকশা, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১১. সর্ব পূর্বের থানা- জকিগঞ্জ (সিলেট), দক্ষিণ-পশ্চিমের থানা- শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)।
১২. দক্ষিণ-পূর্বের থানা- টেকনাফ (কক্সবাজার), উত্তর-পশ্চিমের থানা- তেঁতুলিয়া (পঞ্চগড়)।
১৩. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা-৩১টি।
১৪. দেশে মোট উপজেলা-৪৮৩। মোট থানা- ৬০৯। মোট পৌরসভা- ৩০৯টি।

জাতীয় বিষয়াবলী (পতাকা, সঙ্গীত, প্রতীক, রণসঙ্গীত, ক্রীড়া সঙ্গীত)

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নাম-The People's Republic of Bangladesh (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ)।
২. বাংলাদেশের আইনসভা- ১ কক্ষ বিশিষ্ট এবং নাম- House of the Nation (জাতীয় সংসদ)
৩. রাজধানী- ঢাকা, ভাষা- বাংলা, জাতীয় সঙ্গীত- আমার সোনার বাংলা (দশ লাইন)।

৪. জাতীয় পতাকা- সবুজের মাঝে লালবৃত্ত, খেলা- কাবাড়ি, ধর্ম- ইসলাম, স্মৃতিসৌধ- জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার।

৫. জাতীয় পাখি- দোয়েল, ফুল-শাপলা, বন-সুন্দরবন, ফল- কাঁঠাল, মাছ-ইলিশ।
৬. জাতীয় পশু- রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মসজিদ- বায়তুল মোকাররম।
৭. জাতীয় উদ্যান- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, কবি- নজরুল।
৮. জাতীয় পতাকার মাপ- দৈর্ঘ্য অনুপাত গ্রন্থ-১০:৬।
৯. আ স ম আব্দুর রব ২মার্চ ১৯৭১ সালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।
১০. বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ৩ মার্চ ৭১ সালে জাতীয় সংগীতের সুরে শাহজাহান সিরাজ প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।
১১. জাতীয় পতাকার ডিজাইনার- মরহুম কামরুল হাসান।
১২. ২৫ চরন বিশিষ্ট স্বরবিতান ৪৬- এক গীতবিতান-এর স্বদেশ শীর্ষক ১ ম গীত- আমার সোনার বাংলা, বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। যার রচয়িতা ও রচয়িতার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে বাজানো হয় প্রথম ৪ চরণ ও প্ররণ ও প্রথম ১০ চরণ আমাদের জাতীয় সংগীত।
১৩. জাতীয় প্রতীক-
১৪. রণ সংগীতের রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম যা নতুন গান নামে শিখা পত্রিকায় বাংলা ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত হয়।
১৫. রণ সংগীত সন্ধ্যা কাব্যের অন্তর্গত ছিল এবং অনুষ্ঠানে এর ২১ লাইন বাজানো হয়।
১৬. ক্রীড়া সংগীতের রচয়িতা সেলিমা রহমান, সুরকার-খন্দাকার নূরুল আলম। ইহা ১০ লাইন বিশিষ্ট। প্রথম লাইন-বাংলাদেশের দুরন্ত সন্তান আমরা দুর্গম দুর্জয়। শেষ লাইন-বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের নাম হবে গৌরবময়।

জাতীয় দিবসমূহ :

গ্রন্থ দিবস	১ জানুয়ারী	স্বাধীনতা দিবস	২৬ মার্চ
শিক্ষক দিবস	১৯ জানুয়ারী	মুজিব নগর দিবস	১৭ এপ্রিল
গণঅভ্যুত্থান দিবস	২৪ জানুয়ারী	জাতীয় বিপ-ব ও সংহতি দিবস	৭ নভেম্বর
জনসংখ্যা দিবস	২ ফেব্রুয়ারী	সশস্ত্রবাহিনী দিবস	২১ নভেম্বর
শহীদ দিবস	২১ ফেব্রুয়ারী	বেগম রোকেয়া দিবস	৯ ডিসেম্বর
পতাকা দিবস	২ মার্চ	শহীদ বুদ্ধিজীবী	১৪ ডিসেম্বর
শিশু দিবস	১৭ মার্চ	বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর

আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি :

১. জাতিসংঘ-১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
২. আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আই.এম.এফ)-১০ মে, ১৯৭২
৩. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই.এল.ও)- ২২ জুন, ১৯৭২
৪. কমনওয়েলথ-১৮ এপ্রিল, ১৯৭২
৫. আফ্রিড-২০ মে, ১৯৭২
৬. ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও.আই.সি)-১৯৭৪ সালে
৭. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা- ১ জানুয়ারী, ১৯৯৫
৮. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আই.ডি.এ)-২ জুলাই, ১৯৭২
৯. বিশ্বব্যাংক-২ জুলাই, ১৯৭২

বিশেষ বিষয়াবলী (প্রথম, বৃহত্তম, দীর্ঘতম, উচ্চতম, ক্ষুদ্রতম, সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠতম)

দেশের প্রথম-রাষ্ট্রপতি, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রদানমন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান, স্পীকার, নারী প্রধানমন্ত্রী, নারীবিরোধ দলীয় নেত্রী, প্রদান বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনার, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ভিসি, নারী পাইলট, নারী সচিব, নারী রাষ্ট্রদূত, উপজাতীয় রাষ্ট্রদূত, বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাজ, স্বীকৃতিদানকারী দেশ, ক্রিকেটে জয় (টেস্ট, ওয়ানডে, টুয়েন্টি)।

দেশের বৃহত্তম- শহর, সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর, দ্বীপ, বিল, স্টেডিয়াম, মসজিদ, উদ্যান, বনভূমি, জেলা, উপজেলা (আয়তন), উপজেলা (জনসংখ্যা), রেল স্টেশন, জুটমিল, কাগজ কল, চিনি কল, গ্রন্থাগার, সিনেমা হল, হোটেল, গ্রাম, পার্ক, হাওড়, চিড়িয়াখানা।

দেশের দীর্ঘতম- সেতু, নদী, সৈকত।

দেশের উচ্চতম- পাহাড়, পর্বত শৃঙ্গ, ভবন, বৃক্ষ।

দেশের ক্ষুদ্রতম- জেলা, উপজেলা, বিভাগ।

দেশের সর্বোচ্চ- আদালত, শীতলতম স্থান, উষ্ণতম স্থান, সর্বোচ্চবৃষ্টিপাত, সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিঃ

১। টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ

২। প-ইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ

৩। সাম্প্রতিককালের প-বন সমভূমি।

১। টারশিয়ারী যুগের পাহাড় সমূহ : দক্ষিণপূর্ব ও উত্তর পূর্ব অঞ্চলের পাহাড়সমূহ এ বিভাগের অন্তর্গত। পাহাড়গুলোকে আসামের লুসাই এবং আরাকানের পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে ধারণা করা হয়। এ পাহাড়গুলো বেলেপাথর, শেল পাথর ও কদম দ্বারা গঠিত। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহের গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। এখানে রয়েছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বিজয় (তাজিংডং), উচ্চতা ৩১৮৫ ফুট। উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোর সর্বোচ্চ উচ্চতা ২৪৪ মিটার। কোথাও কোথাও এদের উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার।

২। প-ইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ : আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প-ইস্টোসিনকাল বলা হয়। উত্তর পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল-ৱা জেলার লালমাই পাহাড় ও উচ্চভূমি এ বিভাগের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের মাটির রং লাল ও ধূসর।

৩। সাম্প্রতিককালের প-বন সমভূমি : টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ এবং প-ইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ চাড়া সমগ্র বাংলাদেশ এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। এটি নদীবিধৌত পলি দ্বারা সৃষ্ট এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। প-বন সমভূমি বাংলাদেশের উত্তরাংশ থেকে উপকূলের দিকে ক্রমশঃভাবে নেমেছে।

চর ও দ্বীপ :

চর	অবস্থান	দ্বীপ	অবস্থান
দুবলার চর	সুন্দরবন	সেন্টমার্টিন	কক্সবাজার
পাটনি চর	সুন্দরবন	মহেশখালী	কক্সবাজার
মুহুরীর চর	ফেনী	ছেড়া দ্বীপ	কক্সবাজার
উড়ির চর	নোয়াখালী	সোনাদিয়া	কক্সবাজার
চর ওসমান	নোয়াখালী	কুতুব দিয়া	কক্সবাজার

চর কমলা	নোয়াখালী	দক্ষিণ তালপট্রি	সাতক্ষীরা
চর মানিক	ভোলা	মনপুরা	ভোলা
চর জক্কার	ভোলা	নিঝুম	নোয়াখালী
চর নিউটন	ভোলা	সন্দীপ	চট্টগ্রাম
চর ফ্যাশন	ভোলা		
চর জংলী	ভোলা		
চর কুকড়ি মুকড়ি	ভোলা		
চর আলেকজান্ডার	লক্ষীপুর		
চর গজারিয়া	লক্ষীপুর		
নির্মল চর	রাজশাহী		

পাহাড়-পর্বত :

তাজিংডং : এটি দেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ। বান্দরবান জেলার রংমা উপজেলায় অবস্থিত তাজিংডং এর উচ্চতা ৩১৮৫ ফুট। অপর নাম বিজয়। মারমা শব্দ হাজিংডং অর্থ গহীন অরণ্যের পাহাড়।

কেওক্রাডং : বান্দরবান জেলায় অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। উচ্চতা ২৯২৮ ফুট।

চিমুক : বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম চিমুক। উচ্চতা ২৪০০ ফুট। এটিও বান্দরবান জেলায় অবস্থিত।

গারোপাহাড় : বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড়ের নাম গারো। এটি ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত।

জলপ্রপাত ও ঝরণা :

১. দেশের প্রধান নৈসর্গিক জলপ্রপাতের নাম মাধব কুন্ড। এটি মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত।

২. দেশের মীতল পানির ঝরণা অবস্থিত কক্সবাজারের হিমছড়ি পাহাড়ে।

৩. দেশের একমাত্র গরম পানির ঝরণা অবস্থিত চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে।

বাংলাদেশের নদী

নদী	উৎপত্তিস্থল
পদ্মা	হিলাময় পর্বতের গাঙ্গেয় হিমবাহ
ব্রহ্মপুত্র যমুনা	তিব্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ
মেঘনা	আসামের নাগা মনিপুর পাহাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়
কর্ণফুলী	মিজোরামের লুসাই পাহাড়
সাপু	মিয়ানমার বাংলাদেশ সীমানার আরাকান পর্বত
করতোয়া	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল
মাতামুহুরী	লামার মইভার পর্বত
হালদা	খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ
ফেনী	পার্বত্য ত্রিপুরা পাহাড়
তিস্তা	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল
মহানন্দা	হিমালয় পর্বতমালার মহালদিরাম পাহাড়

প্রধান নদীগুলোর শাখা-উপনদী :

শাখা নদী

১. পদ্মা : ভৈরব, কুমার, মধুমতি, আড়িয়ালখাঁ, মাথাভাঙ্গা, গড়াই।

২. যমুনা : ধলেশ্বরী

৩. ব্রক্ষপুত্র : যমুনা
৪. ভৈরব : কপোতাক্ষ, পশুর।
৫. মেঘনা : তিতাস, ডাকাতিয়া

উপনদী :

১. পদ্মা : মহানন্দা, কপোতাক্ষ।
২. যমুনা : তিস্তা, করতোয়া, ধরলা, আত্রাই
৩. মেঘনা : গোমতি, মনু, বাউলাই, কংস, সোমেশ্বরী
৪. কর্ণফুলী : হালদা, কাসালং বোয়ালখালী
৫. মহানন্দা : পূনর্ভবা, টাঙ্গন, নাগর।

প্রধান নদীগুলোর গতি প্রবাহ (শিক্ষক মহোদয় মানচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন)

পদ্মা : হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা নদী চাঁপাইনবাবগঞ্জের পাশ হয়ে রাজশাহী জেলার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে পদ্মা নামে প্রবেশ করেছে। এর পর রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দের কাছে যমুনার সাথে মিলিত হয়ে পদ্মা নামে যাত্রা শুরু করে চাঁদপুরে পৌঁছেছে। চাঁদপুরে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে এটি এবং নতুন নাম করন হয়েছে মেঘনা।

যমুনা : ব্রক্ষপুত্র হিমালয়ের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবরে উৎপন্ন হয়ে কুড়িগ্রামের মাজাহরালীর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। জামালপুরের দেওয়ান গঞ্জে এই নদীটি পুরাতন ব্রক্ষপুত্র ও যমুনা নামে বিভক্ত হয়েছে। উৎপন্ন যমুনা নদী গোয়ালন্দে গিয়ে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। অন্যদিকে পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদী কিশোরগঞ্জে ভৈরববাজারে কালনী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।

মেঘনা : আসামের বরাক নদী সিলেট সীমান্তে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুটি শাখার বিভবত হয়ে যথাক্রমে সিলেটের উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই শাখা দুটি পুনরায় হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে মিলিত হয়ে নামধারন করেছে কালনী। কালনী নদী আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে নাম ধারন করেছে মেঘনা। মেঘনা নদী প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

কর্ণফুলী : কর্ণফুলী চট্টগ্রাম অঞ্চলের মূল নদী। এর উৎপত্তিস্থল মিজোরামের লুসাই পাহাড়ে। রাঙামাটি এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পতেঙ্গার সন্নিকটে এটি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

নদী-তীরবর্তী শহর

শহর	নদী	শহর	নদী
ঢাকা	বুড়িগঙ্গা	নারায়নগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা
টঙ্গী	তুরাগ	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী
খুলনা	রূপসা, ভৈরব	ময়মনসিংহ	পুরাতন ব্রক্ষপুত্র
রাজশাহী	পদ্মা	সিলেট	সুরমা
বরিশাল	কীর্তনখোলা	বগুড়া	করতোয়া
ফরিদপুর	আড়িয়াল খাঁ	পাবনা	ইছামতি
সিরাজগঞ্জ	যমুনা	কুমিল্লা	গোমতি
চাঁদপুর	মেঘনা	মংলা	পশুর
ঝালকাঠি	বিষখালী	টেকনাফ	নাফ
কাগুাই	কর্ণফুলী	দিনাজপুর	পূনর্ভবা
ঝিনাইদহ	নবগঙ্গা	আশুগঞ্জ	মেঘনা
যশোর	কপোতাক্ষ	ভৈরব	মেঘনা
ফেনী	ফেনী	রংপুর	তিস্তা

নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা

১. পদ্মা সেতু (প্রস্তাবিত) : পদ্মা নদীর ওপর (মুন্সিগঞ্জ ও শরিয়তপুর)
২. যমুনা বহুমুখী সেতু : যমুনা নদীর ওপর (সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল)
৩. হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (রেল) : পাকশীর কাছে পদ্মা নদীর ওপর (পাবনা)
৪. বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু-১ : বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর (ঢাকা)
৫. বাংলাদেশ-জাপান মৈত্রী সেতু-১ : মেঘনার ওপর (দাউদকান্দি কুমিল-১)
৬. বাংলাদেশ-জাপান মৈত্রী সেতু-২ : গোমতী নদীর ওপর (মুন্সিগঞ্জ-কুমিল-১)
৭. বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু-২ : মহানন্দা নদীর ওপর (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)
৮. বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু-৩ করতোয়া নদীর ওপর (পঞ্চগড়)
৯. বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু-৪ : ব্রক্ষপুত্র নদের ওপর (শমুগঞ্জ, ময়মনসিংহ)
১০. বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু-৫ : গাবখান নদীর ওপর (ঝালকাঠি)
১১. লালন শাহ সেতু : পদ্মা নদীর ওপর (পাবনা ও কুষ্টিয়া)
১২. খানজাহান আলী সেতু : রূপসা নদীর ওপর (খুলনা)
১৩. ফারাক্কা বাঁধ : গঙ্গা নদীর ওপর (মুর্শিদাবাদ)
১৪. বাকল্যান্ড বাঁধ : বুড়িগঙ্গার তীর ঘেষে
১৫. চট্টগ্রাম বন্দর : কর্ণফুলী নদীর তীরে (চট্টগ্রাম)
১৬. মংলা বন্দর : পশুর নদীর তীরে (রংপুর)
১৭. তিতাস গ্যাসক্ষেত্র : তিতাস নদীর তীরে (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
১৮. পাকশী কাগজ কল : পদ্মা তীরে (পাকশী, পাবনা)
১৯. আহসান মঞ্জিল : বুড়িগঙ্গার তীরে (ঢাকা)

বাংলাদেশের নদী, বিল, হাওর, হ্রদ ও সমুদ্র সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যাবলী

১. বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে- মহানন্দা, আত্রাই, টাংগন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে-কুলিখ।
২. বাংলাদেশে মোট ২৩০টি নদী আছে। যার মধ্যে ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী। এর মধ্যে ৫৪টি ভারত ও ৩টি মায়ানমার থেকে এসেছে। বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমান্ত নির্দেশকারী নদী নাফ।
৩. সবচেয়ে বড় বিল চলন (নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ), ডাকাতিয়া খুলনায় অবস্থিত।
৪. সবচেয়ে বড় হাওড় হাকালুকি (সিলেট, মৌলভীবাজার), টাংওয়ার হাওড় সুনামগঞ্জে অবস্থিত।
৫. বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার- এর দৈর্ঘ্য ১৫৫ কিলোমিটার।
৬. ইনানি সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে অবস্থিত।
৭. আড়িয়াল বিল ঢাকা জেলায় অবস্থিত।
৮. তাগরাইবিল কুড়িগ্রামে অবস্থিত।
৯. ফয়স লেক চট্টগ্রামে, কাগুই লেক (৮০ বর্গ কি. মি) রাঙামাটিতে, প্রান্তিক ও বগা লেক বান্দরবানে অবস্থিত।
১০. বঙ্গোপসাগরে গভীরতম খাদের নাম সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড (৫৩০০ মিটার)

আবহাওয়া ও জলবায়ু : বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং জলবায়ুর ওপর মৌসুমী জলবায়ুর অত্যধিক প্রভাব থাকায় এদেশের জলবায়ু ‘ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু’ নামে পরিচিত। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ও মৌসুমী জলবায়ু বাংলাদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১. গড় তাপমাত্রা- ২৭০ সে., গড় বৃষ্টিপাত-২০৩ সেমি.।
২. উষ্ণতম স্থান-লালপুর (নাটোর), শীতলতম-লালখান (সিলেট), উষ্ণতম জেলা-রাজশাহী।
৩. আবহাওয়া অফিস ৪টি। ঢাকা, পতেঙ্গা, খেপুপাড়া ও কক্সবাজার।
৪. ১৯০৫ সালে দিনাজপুরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১.৬০ সে.।
৫. ১৯৯২ সালের ১৮ মে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ইশ্বদীতে ৪৫.১০ সে.।
৬. গ্রীষ্মকালীন সময় : মার্চ-মে
৭. বর্ষাকালীন সময় : জুলাই-অক্টোবর
৮. উষ্ণতম মাস : এপ্রিল, শীতলতম মাস : জানুয়ারী
৯. বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে কর্কটক্রান্তি রেখা।
১০. বিনাইদহ থেকে ঢাকা দিয়ে কুমিল-১ জেলার উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে।
১১. বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন।
১২. বাংলাদেশের কালবৈশাখী ঝড়ের কারণ উত্তর-পশ্চিম বায়ু

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

১. ১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশে আগত মার্কিন টাস্কফোর্সের নাম : অপারেশন সি এঞ্জেল
২. বিশ্ব পরিবেশ দিবস : ৫ জুন (১৯৯৩ সাল)
৩. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী আর্সেনিক পাওয়া গেছে : সামাটা, যশোর
৪. সিডর : ডির অর্থ চোখ, ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে এটা বাংলাদেশে আঘাত হানে। গতিবেগ ২৬০ কিলোমিটার।
৫. সিডর সিংহলি ভাষার শব্দ
৬. ঢাকা নগরীর শব্দ দূষণ মাত্রা ১১৫-১৭০ ডেসিবল
৭. আইলা শব্দের অর্থ ডলডিন। ২৫ মে ২০০৯ সালে এটা বাংলাদেশে আঘাত হানে।

ভৌগোলিক উপনাম :

ভৌগোলিক উপনাম	স্থান
১. ভাটির দেশ	বাংলাদেশ
২. নদীমাতৃক দেশ	বাংলাদেশ
৩. মসজিদের শহর	ঢাকা
৪. রিক্সার নগরী	ঢাকা
৫. বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার	চট্টগ্রাম
৬. বারো আউলিয়ার শহর	চট্টগ্রাম
৭. সোঁনালি আঁশের দেশ	বাংলাদেশ
৮. বাংলার শস্যভাণ্ডার	বরিশাল
৯. সাগর কন্যা	টুচুয়াখালী
১০. ৩৬০ আউলিয়ার আবাসভূমি	সিলেট
১১. কুমিল-১র দুঃখ	গোমতী
১২. প্রাচ্যের ড্যান্ডি	নারায়ণগঞ্জ

বিভিন্ন স্থানের বর্তমান- প্রাচীন নাম :

বর্তমান নাম	পুরনো নাম	বর্তমান নাম	পুরনো নাম
বাংলাদেশ	বং, বঙ্গ, বাঙ্গালা	দিনাজপুর	গভোয়ানালায়ন্ড

ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর	বাগামাটি	হরিকেল
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ	ফরিদপুর	ফতেহাবাদ
খুলনা	জাহানাবাদ	সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া
বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ/বাকলা	বাগেরহাট	খলিফাবাদ
সিলেট	জালালাবাদ	সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম
কুষ্টিয়া	নদীয়া	ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ
সাভার	সাভার	নোয়াখালী	সুধারাম
মুন্সীগঞ্জ	বিক্রমপুর	উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্রভূমি
ফেনী	শমশেরনগর	জামালপুর	সিংহজানী
ময়নামতি	রোহিতগিরি		

হিটমহল : একদেশের ভেতরে অন্যদেশের ভূখন্ডকে হিটমহল বলা হয়।

১. বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মধ্যে দইখাতা, মুন্সীরচর ও লাঠিটিলা-এই তিনটি স্থানে এখনো পর্যন্ত অমীমাংসিত সীমান্তদৈর্ঘ্যের পরিমাণ ৬.৫ মিলোমিটার।
২. হিটমহল সংক্রান্ত তালিকা প্রণয়ন করা হয়- ১-১২ অক্টোবর, ১৯৯৬। এ তালিকা অনুযায়ী ভারতের ভেতর বাংলাদেশের হিটমহলের সংখ্যা মোট ৫১টি। এর মধ্যে লালমনিরহাট জেলার ৩৩টি, কুড়িগ্রাম জেলার ১৮টি। এগুলো ভারতের কুচবিহার জেলায় অবস্থিত।
৩. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের হিটমহলের সংখ্যা ১১১টি। এর মধ্যে লালমনিরহাট জেলায় ৫৯টি, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, নীলফামারীতে ৪টি এবং কুড়িগ্রামে ১২টি।
৪. সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কিত মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৬ মে, ১৯৭৪ সালে। ভারত বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডোর প্রদান করে ২৬ জুন, ১৯৯২।

গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকা :

সীমান্তবর্তী স্থান	অবস্থান	সীমান্তবর্তী স্থান	অবস্থান
রৌমারী	কুড়িগ্রাম	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ
বড়াইবাড়ী	কুড়িগ্রাম	কলারোয়া	সাতক্ষীরা
পাদুয়া	সিলেট	চৈচড়া	জয়পুরহাট
বোণাথঅঞ্চল	সিলেট	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
জকিগঞ্জ	সিলেট	বেড়ুবাড়ী	পঞ্চগড়
দহগ্রাম	লালমনিরহাট	ভেড়ামারা	কুষ্টিয়া
পাটগ্রাম	লালমনিরহাট	বেনাপোল	যশোর
চিরাহাটী	নীলফামারী		

অন্যান্য তথ্য :

১. রণ সঙ্গত নজরুলের সন্ধ্যা কাব্যের অন্তর্গত।
২. ১৯৮২ সালে বায়তুল মোকাররমকে জাতীয় মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
৩. বাংলাদেশের জাতীয় গীর্জা রমনা ক্যাথিড্রাল গীর্জা।
৪. বরেন্দ্রভূমির আয়তন ৯৩২৪ বর্গকিলোমিটার।

৫. বলিশিয়া ভ্যালি মৌলভীবাজারে এবং ভেঙ্গী ভ্যালি বাগামাটিতে অবস্থিত।
৬. বাংলাদেশ হতে ফারাক্কা বাঁধের দূরত্ব ১৬.৫ কি. মি।
৭. প্রতিবেশীর সাথে সীমান্ত জেলা ৩১টি।
৮. বাংলাদেশের স্থানীয় সময় GM (+৬ ঘন্টা)
৯. বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছে কর্কটক্রান্তি রেখা।
১০. বাংলাদেশের সোজা দক্ষিণে পৃথিবীর কোন দেশ নেই।
১১. বাংলাদেশের প্রতিপাদ স্থান ঢিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগর।
১২. কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় ১৯৬২ সালে।
১৩. বাংলাদেশে নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট ফরিদপুরে অবস্থিত।
১৪. টিপাইমুখ বাঁধ ভারত বরাক নদীতে নির্মাণ করেছে।
১৫. বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত নদী নাফ (দৈর্ঘ্য ৫৬ মি. কি.)।
১৬. সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন ১২ বর্গকিলোমিটার।
১৭. দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন।
১৮. ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়েছে এম নদী রূপসা (রূপলালসাহা)।
১৯. মায়ানমার হতে বাংলাদেশে আসা নদী তিনটি।
২০. সাগর ন্যা পটুয়াখালীর সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য ১৮ কিলোমিটার।
২১. বঙ্গোপসাগরে আছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা, মায়ানমারের আকিয়াব ও ইয়াংগুন, ভারতের মাদ্রাজ এবং শ্রীলংকার কলম্বো বন্দর।
২২. তিস্তা নদীতে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প চালু হয় ১৯৭৯ সালে।
২৩. বাংলাদেশ হতে টিপাইমুখ বাঁধের দূরত্ব ১০০ কি. মি।

বাড়ির কাজ :

১. জাতীয় পতাকা বিধানাবলী কবে গৃহীত হয়?
২. সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে রাজধানীর কথা আছে?
৩. ইংরেজীতে জাতীয় সঙ্গীতের অনুবাদক কে?
৪. জাতীয় কন্যা শিশু দিবস কবে?
৫. ফারাক্কা লং মার্চ দিবস কবে?
৬. বাংলাদেশের জাতীয় মন্দির কোনটি?
৭. বাংলাদেশের বাইরে কোথায় প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়?
৮. ২৬ মার্চকে কবে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়?
৯. বাংলাদেশের মানচিত্র প্রথম কে আঁকেন?
১০. আলুটিলা পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত?
১১. মধুপুর ভাওয়ালের গড়ের আয়তন কত?
১২. বাংলাদেশে কোন ভূমিরূপটি দেখা যায় না?
১৩. বাংলাদেশে কোন থানার সাথে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্ত আছে?
১৪. আশুগঞ্জ কোন নদীর তীরে?
১৫. ভারত বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন কবে গঠিত হয়?
১৬. বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত নির্দেশকারী নদী কোনটি?
১৭. ভারত কবে দক্ষিণ তালপট্ট দ্বীপটি দখল করে?
১৮. হেঁড়া দ্বীপের আয়তন কত?
১৯. চলন বিলের মধ্য দিয়ে কোননদীটি প্রবাহিত হয়েছে?
২০. মহেশখালী দ্বীপ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
২১. পর্তুগীজরা কোন দ্বীপে বাস করত?
২২. বাংলাবান্ধা সীমান্ত কোন জেলায় অবস্থিত?
২৩. লালমাই পাহাড়ের গড় উচ্চতা কত?
২৪. যশোর ও ময়নামতির প্রাচীন নাম কি?

২৫. মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?
২৬. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রক্টরের নাম কি?
২৭. আরিচা ঘাট কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
২৮. ব্রহ্মপুত্র নদের তিব্বত অংশের নাম কি?
২৯. চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম কবে চালু হয়?
৩০. দক্ষিণ তালপট্ট দ্বীপ কোথায় অবস্থিত?

Lecture No.-05

আলোচ্য বিষয় : বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ (ধান, পাট, গম, তামাক, আখ, চা ও অন্যান্য), উন্নত জাতের কৃষিপণ্য, কৃষিসংশি-ষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান (BADC, BARI, BRRI, BINA), বাংলাদেশের বনজ সম্পদ, ইকোপার্ক ও সাফারী পার্ক, ম্যানগ্রোভ বন, বিশ্বঐতিহ্য, অন্যান্য তথ্যাবলী, বাংলাদেশের প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ, বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ (গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, চীনা মাটি, তেল, ব-কগোল্ড ও অন্যান্য), বাংলাদেশের শিল্পসম্পদ, আমদানী-রপ্তানী দ্রব্য, বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক স্থান।

বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশি-ষ্ট তথ্যাবলী :

১. বলাকা ও দোয়েল দুটি উন্নত জাতের গম।
২. অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, ও বীটজবা উন্নত জাতের কলা।
৩. যশোর জেলা তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী।
৪. রংপুরে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয়?
৫. বাংলাদেশের পানি সম্পদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি কৃষি খাতে।
৬. বাংলাদেশে প্রথম চায়ের চাষ আরম্ভ হয় সিলেটের মালনীছড়ায়।
৭. বাংলাদেশে সম্প্রতি পঞ্চগড় জেলায় চা চাষ শুরু হয়।
৮. বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা সেচ প্রকল্প।
৯. ‘ইরাটম’ উন্নত জাতের ধান।
১০. বাংলাদেশে ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি শালবৃক্ষের জন্য বিখ্যাত।
১১. সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৫৫৭৫ বর্গকিলোমিটার (২৪০০ বর্গমাইল)
১২. বাংলাদেশে চীনা মাটির সন্ধান পাওয়া যায় বিজয়পুরে।
১৩. হরিপুরে তেল আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৬ সালে।
১৪. বাংলাদেশে উন্নতমানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে জামালগঞ্জে।
১৫. দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।
১৬. বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ গ্যাস।
১৭. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম গ্রাস উত্তোলন শুরু হয় ১৯৫৭ সালে।
১৮. বাংলাদেশের মৎস্য আইনে ৯ ইঞ্চি বা ২৩ সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের রুই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ।
১৯. গবাদিপশুতে প্রথম ভ্রণ বদল করা হয় ৫ মে, ১৯৯৫ সালে।
২০. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার সাভার, ঢাকায় অবস্থিত।
২১. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহে অবস্থিত।
২২. ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র ঈশ্বরদীতে।
২৩. দেশে আবাদ যোগ্য জমি-
২৪. GDP-তে কৃষির অবদান-
২৫. চলতি বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকি-
২৬. বিগত অর্থ বছরের রপ্তানী আয়-
২৭. GDP-তে পশুসম্পদের অবদান-

২৮. গবাদী পশুর জাত উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন লর্ড লিনলিথগো।
 ২৯. সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে গো-চারনের জন্য রাখান আছে।
 ৩০. গোল আলু এসেছে হল্যান্ড হতে।
 ৩১. কাঁচা পাটের গাইটের ওজন ৪½ মন।
 ৩২. বাংলাদেশে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়েছে।
 ৩৩. রূপালী ও ডেলফোজ উন্নতজাতের তুলা।
 ৩৪. সুন্দরবনের ৬২% বাংলাদেশে অবস্থিত।
 ৩৫. এপিকালচার অর্থ মৌচাষ।
 ৩৬. কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন নোয়াখালীতে অবস্থিত।
 ৩৭. পেসিল তৈরী হয় ধুন্দল গাছ হতে।
 ৩৮. সবচেয়ে বেশী চা হয় মৌলভীবাজার জেলায়।
 ৩৯. আফিম তৈরী হয় পপি গাছ হতে।
 ৪০. দেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হলো চিংড়ী চাষ।
 ৪১. সিলেটে প্রচুর চা চাষের কারণ পাহাড় ও প্রচুর বৃষ্টি।
 ৪২. খাল খনন কর্মসূচীর উদ্যোক্তা জিয়াউর রহমান।
 ৪৩. জুটন এর আবিষ্কারক মুহম্মদ সিদ্দীকুল-হা শরফুদ্দীন (১৯৮৯)।
- বিস্তারিত আলোচনা

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ (ধান, পাট, গম, তামাক, আখ, চা ও অন্যান্য):

১. দেশের মোট কৃষি জমি হেক্টর।
২. চাষযোগ্য জমি একর।
৩. মাথাপিছু আবাদী জমি একর।
৪. জিপি.পিতে কৃষির অবদান।
৫. চরীত বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকি।
৬. বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির বেশীভাগ () কৃষিতে নিয়োজিত।
৭. কৃষির অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো শস্য, প্রাণীজ, মৎস ও বনজ সংশি-ষ্ট কার্যাবলী।
৮. পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়। প্রথম-ভারত। জুটন হলো- পাট ও সুতার মিশ্রনে তৈরি কাপড়। যার উদ্ভাবক ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল-হা (১৯৮৯)। সবচেয়ে বেশি পাট হয় রংপুরে।
৯. দেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল- চা। () টি চা বাগান রয়েছে। সিলেটের মালনীছড়ায় প্রথম ১৮৫৪ সালে চা চাষ শুরু হয়। চা রপ্তানীতে বিশ্বে বাংলাদেশ অষ্টম। চা গবেষণা কেন্দ্র শ্রীমঙ্গলে। দেশের সবচেয়ে বেশি চা বাগান মৌলভীবাজারে (৯২টি)। (BT-1, BT-2, BT-12) ইত্যাদি সব উন্নত জাতের চা।
১০. ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ। সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয় ময়মনসিংহ জেলায়। BRRI গাজীপুরে অবস্থিত। সবচেয়ে বেশি গম হয়- রংপুরে। গম গবেষণা কেন্দ্র-দিনাজপুরে। সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপন্ন হয় রংপুরে। সবচেয়ে বেশি রেশম চাষ হয় চাঁপাই নবাবগঞ্জ। বরিশালকে শস্য খালীর বলে। তুলাকে সূর্যের কন্যা বলা হয়। সবচেয়ে বেশি তুলা উৎপন্ন হয় যশোরে। সবচেয়ে বেশি গোলআলু হয় মুন্সীগঞ্জে।
১১. সবচেয়ে বেশি রাবার হয় কক্সবাজারের রামুতে।
১২. স্বর্ণা সারের উদ্ভাবক ড. আব্দুল খালেক (১৯৮৭)।
১৩. সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প, তিস্তা সেচ প্রকল্প।
১৪. বৃষি যাদুঘর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে।
১৫. একটি কাচা পাটের গাইটের ওজন ৪½ মণ।
১৬. জাতীয় কৃষিনিতি প্রণীত হয় ১৯৯৯ সালে।

১৭. বাংলাদেশে ফসল তোলা ঋতু ৩টি। যথা ভাদোই, হৈমন্তিক ও রবি।

১৮. বাংলাদেশে এই পর্যন্ত ৪টি (প্রথমটি-১৯৭৭ (ফল প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে), দ্বিতীয়টি ১৯৮৬ সালে, তৃতীয়টি ১৯৯৭ সালে, চতুর্থটি ২০০২ সালে) কৃষি শুমারী হয়।
১৯. রবি শস্য বলতে শীতকালীন শস্যকে বুঝায়।
২০. খরিপ শস্য বলতে গ্রীষ্মকালীন শস্যকে বুঝায়।
২১. বাংলাদেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শুরু হয় ১৯৫০ সালে।
২২. দেশের বৃহত্তম কৃষি খামার হলো ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার দত্তনগর কৃষি খামার। এটি ১৯৬২ সালে কার্যক্রম চালু করে। ১৩৩৭ একর জমি নিয়ে এই খামার গঠিত হয়।
২৩. বাংলাদেশের রাবার চাষ শুরু হয় ১৯৬১ সালে।
২৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প তিস্তা সেচ প্রকল্প (রংপুর)
২৫. বাংলাদেশ ডাল গবেষণা কেন্দ্র ঈশ্বরদীতে অবস্থিত।
২৬. মশলা গবেষণা কেন্দ্র বগুড়াতে অবস্থিত।
২৭. আম গবেষণা কেন্দ্র চাপাইনবাবগঞ্জে অবস্থিত।
২৮. সবচেয়ে বেশী আনারস উৎপাদন হয় টাঙ্গাইলে।
২৯. সর্বাধিক কলা উৎপাদন হয় নরসিংদীতে।
৩০. দেশের বৃহত্তম কৃষিখামার হলো দত্তনগর কৃষি খামার (ঝিনাইদহ)।
৩১. বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
৩২. নেপিয়র হলো এক জাতীয় ঘাস।
৩৩. কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রদান শুরু হয় ১৯৭৩ সালে।
৩৪. 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কারকে বঙ্গবন্ধু পুরস্কারে রূপান্তর করা হয় ১৯৯৭ সালে।
৩৫. বঙ্গবন্ধু পুরস্কারকে জাতীয় কৃষি পুরস্কারে রূপান্তর করা হয় ২০০২ সালে।
৩৬. পাটের জিন নকশা উদ্ভাবন করেন বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম।

উন্নত জাতের কৃষিপণ্য :

১. উত্তরা উন্নত জাতের বেগুন।
২. অমৃতসাগর, কানাইবাশী, মেহেরসাগর, মোহনবাঁশি, বীটজবা, উন্নত জাতের কলা।
৩. পদ্মা উন্নতজাতের তরমুজ।
৪. হীরা, সিন্দুরী, ডায়মন্ড, কুফরী উন্নত জাতের আলু।
৫. কমলা, সুন্দরী উন্নত জাতের মিষ্টি আলু
৬. রাস্কুসী উন্নত জাতের ফুলকপি।
৭. প্রভাতী উন্নত জাতের বাধাকপি।
৮. মানিক, রতন, রসমা, বাহার, উন্নত জাতের টমেটো।
৯. জৈন্তা উন্নত জাতের গোলমরিচ।
১০. উত্তরা উন্নত জাতের বেগুন।
১১. ঈশ্বরদী-২৪৫ হলো উন্নত জাতের ইক্ষু।
১২. রূপালী ও ডেলফোজ দুটি উন্নত জাতের তুলা।
১৩. সফল ও অগ্রণী হলো উন্নত জাতের সরিষা।
১৪. সুমাত্রা, ম্যানিলা উন্নত জাতের তামাক।
১৫. উন্নত জাতের কয়েকটি গম-আকবর, বরকত, আনন্দ, কাঞ্চন, দোয়েল, শতাব্দী ইত্যাদি।
১৬. কয়েকটি উন্নত জাতের ধান-চান্দিনা, মালা, বিপ-ব, আশা, প্রগতি, মুক্তা, বিশাইল, আই.আর-৮, আলোক-৬২০১, ইরিটম-২৪, ইত্যাদি।
১৭. বর্ণালী, শুভ্র, মোহর উন্নত জাতের ভুট্টা

বর্গকিলোমিটার, যায় প্রায় ২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে।

কৃষিসংশ্লিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান :

BARI : ১৯৭৬ সালে জয়দেবপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বায়ত্তশাসিত এ প্রতিষ্ঠানটিতে সহস্রাধিক কৃষিবিদ নিরলস পরিশ্রম এবং যুগোপযোগী গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জাতের ফসল উদ্ভাবন করে দেশে এবং বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

BRRI : ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Rices Ressearch Institute (BRRI) প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আতওতাধীন এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য ধান গবেষণার সঙ্গে যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান।

BADC : BADC-এর পূর্ণরূপ Bangladesh Agricultural Development Corporation বা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা। কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে দেশের কৃষি কার্যক্রমের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

BINA : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture বা বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। এটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে অবস্থিত। প্রধান কাজ উন্নততর ও নতুন প্রজাতি আবিষ্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা করা।

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ : উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের বনভূমি তিন প্রকার :

১. **ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি :** চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের এলাকা জুড়ে এ বনাঞ্চল বিস্তৃত। এ বনাঞ্চলে চাপালিস, গর্জন, গামারি, জারল, কড়ই, বাঁশ, বেত, মধু ও মোম প্রভৃতি পাওয়া যায়। গর্জন ও জারল দ্বারা রেলপথের স্পি-পার এবং গামারি ও চাপালিশ দ্বারা সাম্পান ও নৌকা তৈরি করা হয়।
২. **শালবন :** ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও টাঙ্গাইলে এ বনভূমি অবস্থিত। সামান্য পরিমাণে রংপুর ও দিনাজপুরে শালবন দেখতে পাওয়া যায়। এ বনাঞ্চলের ৯৫% বৃক্ষই শাল। এছাড়া ছাতিম, কুর্চি, কড়ই, হিজল প্রভৃতি গাছ জন্মে।
৩. **স্রোতজ বা টাইডাল বনভূমি :** যে বনভূমি জোয়ারের পানিতে প-বিত হয় এবং ভাটার সময় শুকিয়ে যায় তাকে টাইডাল বনভূমি বা স্রোতজ অরণ্য বলে। এই বনভূমিকে সমুদ্র উপকূলীয় জেলা খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুণা ও পটুয়াখালীতে দে তে পাওয়া যায়। সুন্দরবন পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর টাইডাল বন। সুন্দরী সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ। এছাড়া গরান, গেওয়া, কেওড়া, ধুন্দল, পশুর, বায়েন প্রভৃতি বৃক্ষ এ বনে পাওয়া যায়।
৪. **ইকোপার্ক ও সাফারী পার্ক :** জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রাণীকূলের অভয়ারণ্য গড়ে তোলা এবং চিত্তবিনোদনের জন্য বনবিভাগ ইকোপার্ক ও সাফারী পার্ক নির্মাণ করেছে। বাংলাদেশে ইকোপার্ক তিনটি। যেমন সীতাকুন্ড ইকোপার্ক, মাধবকুন্ড ইকোপার্ক এবং মুরাইছড়া ইকোপার্ক। বাংলাদেশের একমাত্র সাফারি পার্ক কক্সবাজারের ডুলাহাজারায় অবস্থিত।
৫. **ম্যানগ্রোভ বন :** প্রাকৃতিক জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ার-ছাটা এলাকায় যে সমস্ত উদ্ভিদ পানির মধ্যে বেঁচে থাকে এবং জোয়ার-ভাটা থেকেই শ্বাস-প্রশ্বাস চালায় সে সব উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ বলে। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল দেকা যায় সুন্দরবনে। এছাড়া কক্সবাজারের চকোরিয়া বনাঞ্চলও ম্যানগ্রোভ বনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বাংলাদেশে সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৫৫৭৫

৬. বিশ্ব ঐতিহ্য : ১৯৯৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী সুন্দরবনের ১৪০০ বর্গমাইল এলাকাকে UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করেছে। এটি ৫২২ তম বিশ্বঐতিহ্য। বাংলাদেশে মোট বিশ্বঐতিহ্য ৩টি। অন্য দুটি হলো মোসপুর বিহার এবং ষাটগম্বুজ মসজিদ।

অন্যান্য তথ্যাবলী :

১. একটি দেশের মোট আয়তনের ২৫% বন থাকা উচিত।
২. বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১৭% বন আছে।
৩. দেশের ২৮টি জেলায় কোন সরকারী বনভূমি নেই।
৪. ৭টি জেলায় আয়তন অনুযায়ী আদর্শ বনভূমি আছে।
৫. সবচেয়ে বেশী বনভূমি আছে বাগেরহাট জেলায় (২৭০৫ বর্গকিমি)
৬. সুন্দরবনের ৬২% বাংলাদেশে এবং ৩৮% ভারতে বিস্তৃত।
৭. দেশের উপকূলীয় জেলা ১২টি।
৮. বিভাগ অনুযায়ী বনের বিস্তৃতি সবচেয়ে বেশী চট্টগ্রামে (৪৩%) সবচেয়ে কম রাজশাহীতে (২%)।
৯. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃক্ষ বৈলাম, উচ্চতা ২০০ ফুট, দেখা যায় বান্দরবানে।
১০. সবচেয়ে দ্রুতবৃদ্ধি সম্পন্ন উদ্ভিদ বাঁশ। এটি একধরনের ঘাস।
১১. পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য সরকার ২০০২ সালের ১ জানুয়ারী ঢাকায় এবং ১ মার্চ হতে সারা দেশে পলিথিন নিষিদ্ধ করেছে।
১২. প্রাথমিকভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রামে পরিবেশ আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
১৩. পরিবেশ আন্দোলন গ্রীনপিস নিউজিল্যান্ড হতে পরিচালিত হয়।
১৪. পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা করেন ডেভিড থ্যারো।
১৫. জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান শুরু হয় ১৯৭২ সাল হতে।

বাংলাদেশের প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ :

১. দেশে মাছ থেকে প্রাণীজ ইমষ আসে %, দৈনিক মাথাপিছু মাছের প্রয়োজন গ্রাম, দৈনিক মাথা পিছু মাছের প্রাপ্তি গ্রাম।
২. মিঠা পানির চিংড়ি গলদা, লোনা পানিরচিংড়ি বাগদা।
৩. চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র খুলনায়, মৎস গবেষণা কেন্দ্র চাঁদপুরে।
৪. GDP-তে পশুসম্পদের অবদান-
৫. বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৪ সালে সাভারে প্রতিষ্ঠিত হয়।
৬. বাংলাদেশ মৎস গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৪ সালে ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অধীনস্থ : প্রতিষ্ঠান ৫টি। যেমন
স্বাদু পানির মাছ- ময়মনসিংহ
নদীর মাছ- চাঁদপুর
স্বল্প লোনাপানির মাছ ও চিংড়ী- খুলান
চিংড়ী- বাগের হাট
সামুদ্রিক মাছ-কক্সবাজার
৭. BFDC = Bangladesh Fisheries Development Corporation বা বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন সংস্থা ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়।
৮. গবাদী শঙ্তে ভ্রণবদল করা হয় ৫ মে, ১৯৯৫।
৯. ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় প্রথম বারের (দেশে) মতো বানিজ্যিক ভিত্তিকে কুমির খামার গড়ে তোলা হয়েছে।

১০. বাংলাদেশে অতিথি পাখি আসে সাইবেরিয়া হতে।
১১. দেশের একমাত্র মহিষ প্রজনন খামার বাগেরহাটে অবস্থিত।
১২. সোনাদিয়া দ্বীপ বিখ্যাত মাছ ধরার জন্য।
১৩. দেশের একমাত্র ছাগল প্রজনন খামার সিলেটে অবস্থিত।
১৪. দুবলার চর বিখ্যাত শুটকির জন্য।
১৫. দেশের বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত কক্সবাজারে।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ :

- গ্যাস : বাংলাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ হল প্রাকৃতিক গ্যাস। গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে টি। বর্তমানে ১৭টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস পাওয়া গিয়েছে সিলেটের হরিপুরে, মোট মজুদের দিক থেকে তিতাস বৃহত্তম গ্যাসফিল্ড। ঢাকা শহরে সরবরাহকৃত গ্যাস আসে তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে।
- কয়লা : দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার বড়পুকুরিয়ায় দুই বর্গমাইল ব্যাপী কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, সিলেটের লালঘাট, লাকমারা ও দিনাজপুরের নওয়াবগঞ্জ থানার দীঘিপাড়া ও ফুলবাড়িতে কয়লা পাওয়া গিয়েছে।
- চূনাপাথর : ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম সেন্টমার্টিন দ্বীপে চূনাপাথর পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া সুনামগঞ্জের টেকেরঘাট, বাগালিবাজারে ও জয়পুরহাটে চূনাপাথর পাওয়া গিয়েছে। ১৯৬৫ সালে সুনামগঞ্জের টেকেরঘাট এবং ১৯৬৬ সালে জয়পুরহাটে চূনাপাথর পাওয়া যায়।
- চীনা মাটি : নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুরে ৮ লক্ষ মেট্রিক টন চীনা মাটি সঞ্চিত আছে। এছাড়া নওগাঁর পল্লীতলায় এবং চট্টগ্রামের পটিয়ায় চীনা মাটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।
- খনিজ তেল : সিলেটের হরিপুরে তেল পাওয়া গিয়েছে।
- ব-কগোল্ড (কালো সোনা) : কালো সোনা বা ব-কগোল্ড হলো এক ধরনের মূল্যবান খনিজ বালু। এর মধ্যে রয়েছে ১৫টি মূল্যবান খনিজ পদার্থ। এদের মধ্যে রুটাইল, ইলমেনাইট, মোনাজাইট, ম্যাগনেটাইট ও জিরকন অতি মূল্যবান খনিজ। কালো সোনা কোন সোনা হয়, এটি রূপকার্থে মূল্যবান কালো রঙের খনিজ পদার্থকে বোঝায়। এ খনিজ বালি সাধারণত সমুদ্র তীরের এক থেকে দুই মাইলের মধ্যে পাওয়া যায়।

অন্যান্য তথ্য :

১. খাতওয়ারী গ্যাসের ব্যবহার বিদ্যুৎ উৎপাদনে (), সার উৎপাদনে (), শিল্পে (), গৃহস্থালীতে (),
২. দেশের সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র দুটি হলো সাজু এবং কুতুবদিয়া।
৩. ঢাকাতে সরবরাহকৃত গ্যাস আসে তিতাস গ্যাসক্ষেত্র হতে।
৪. হরিপুর তৈল ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৬ সালে।
৫. ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় কুলাউড়ায়।
৬. মৌলভীবাজারের মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকান্ড ঘটে ১৪ জুন ১৯৯৭।
৭. প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন।
৮. দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলা পাওয়া গেছে।
৯. কাঁচবালি মজুদ আছে সিলেটে।
১০. বড় পুকুরিয়া কয়লাখনি আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৫ সালে।
১১. ভেজা ও নরম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পিটকয়লা।
১২. দেশের জামালগঞ্জে উন্নতমানের কয়লা পাওয়া গেছে।
১৩. তিতাস গ্যাসক্ষেত্র ১৯৬১ সালে আবিষ্কৃত হয়।
১৪. CNG- Compressed Natural Gas.
১৫. কামতা গ্যাসক্ষেত্রটি গাজীপুরে অবস্থিত।

বাংলাদেশের শিল্পসম্পদ : কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে এখনও কাক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। শিল্পখাতগুলোতে যথাযথ দিকনির্দেশন, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান, সরকারী আনুকূল্য প্রভৃতির মাধ্যমে অবস্থান মান উন্নয়ন সম্ভব। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা, শ্রমের সহজলভ্যতা, অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ, ইত্যাদি বিষয়গুলোকে শিল্পউন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পাট শিল্প : বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পের সৎমধ্যে পাট শিল্প সর্ববৃহৎ। শিল্পে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের প্রায় ৪৮% এ শিল্পে নিয়োজিত। এ শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর ৮৫% বিদেশে রপ্তানী করা হয় সুতরাং পাট একটি রপ্তানিমুখী শিল্প। আমাদের দেশের পাট রপ্তানির পরিমাণ বিশ্ব রপ্তানির প্রায় ৪৪ ভাট। ভারত বিভাগের সময় এ অঞ্চলে কোনো টাটকল ছিল না। ১৯৫১ সালে এ দেশের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়।

বস্ত্র শিল্প : বর্তমান অর্থনীতিতে বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের প্রধানবৃহৎ শিল্প। ৮০-এর দশক থেকে বাংলাদেশে এ কাতের উৎকর্ষ ও বিকাশ শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে যেখানে কাপড় কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯টি, সেখানে বর্তমানে কাপড় কলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৯টিতে।

তৈরী পোশাক শিল্প : দেশের শিল্পখাতে সবচেয়ে উলে-খযোগ্য ও আমাব্যাজক শিল্প হচ্ছে তৈরী পোশাক শিল্প। বলা যায়, দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের আজ একচ্ছত্র আধিপত্য। এমনটি গার্মেন্টস শিল্পে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। ৭০-এর দশকে এ শিল্পের যাত্রার সময় এর সংখ্যা ছিল মাত্র ২টি। ১৯৮৩ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬টিতে এবং বর্তমানে রয়েছে প্রায় ২০০০টি, যার শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ।

কাগজ শিল্প : ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে কোনো কাগজের কল ছিল না। ১৯৫৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। ১৯৫৯ সালে খুলনায় একটি নিউজপ্রিন্ট মিল স্থাপন করা হয়। কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ, কাঠ, আখের ছোবড়া, নলখাগড়া, কাঁচাপাট, ধানের খড় ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

সার শিল্প : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে কয়টি প্রয়োজনীয় উপকরণ রয়েছে তার মধ্যে সার অন্যতম। স্বাধীনতার পূর্বে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে প্রথম সারকারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৬১ সালে। বর্তমানে এ দেশের ৮টি সার কারখানা রয়েছে। বেশিরভাগ কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

চিনি শিল্প : ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এ দেশের ৫টি চিনিকল ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে চিনিকলের সংখ্যা ১৭টি। এ শিল্প অনেকটা কৃষিনির্ভর। কারণ এ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল আসে আখ থেকে।

চা শিল্প : চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানিমুখী শিল্প। দেশের ৮টি জেলায় চা শিল্প গড়ে ওঠেছে। সর্বশেষ দেশের উত্তর জনপদের ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙা উপজেলায় চা চাষ কার্যক্রম শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে দিনাজপুর, নীলফামারী ও লালমনিরহাটে ও চা চাষ কার্যক্রম শুরু হবে। বাংলাদেশে সর্বমোট ১৬৩টি চা বাগান রয়েছে।

অন্যান্য তথ্য :

১. ১৭৭২ সালে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ-ব হয়।
২. দেশের বৃহত্তর পাটকল আদমজী জুটমিল বন্ধ ঘোষণা করা হয় ৩০ জুন, ২০০২।
৩. বৃহত্তম চিনিকল কেরান্ড কোং, দর্শনা।
৪. বৃহত্তম কাগজকল কর্ণফুলি কাগজকল, রাঙ্গামাটি।
৫. বৃহত্তম সার কারখানা যমুনা সারকারখানা, জামালপুর।

৬. বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা শাহসিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ, চট্টগ্রাম।
৭. একমাত্র রেয়নমিল চন্দ্রঘোনায় অবস্থিত।
৮. উলে-খযোগ্য লৌহ ও ইস্পাত কারখানা হলো চট্টগ্রাম স্টীল মিল।
৯. জ্বালানী তেল শোধনাগার চট্টগ্রামে অবস্থিত।
১০. একমাত্র পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কাপ্তাই।
১১. বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
১২. ফলের রস প্রক্রিয়াজাতকরণের কারখানা রাঙামাটিতে।
১৩. প্রথম EPZ চট্টগ্রাম EPZ।
১৪. বর্তমানে EPZ ৮ টি।
১৫. সবচেয়ে বড় সিগারেট কোম্পানী ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী।
১৬. ১৯৯৩ সালে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড যাত্রা শুরু করে।
১৭. প্রথম পরিকল্পিত গার্মেন্টস দেশ, চট্টগ্রাম।
১৮. যমুনা সারকারখানা দানাদার ইউরিয়া সার তৈরী করে।
১৯. দেশের প্রধান জাহাজ কারখানা অবস্থিত নারায়নগঞ্জে।
২০. 'আনন্দ শিপইয়ার্ড' প্রথমবারের মতো জাহাজ রপ্তানী করেছে।
২১. বাংলাদেশ বিশ্বের (), টি দেশে ঔষধ রপ্তানী করেছে।
২২. দেশবন্ধু চিনিকল নরসিংদীতে অবস্থিত।
২৩. বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আছে দেশের () শতাংশ জনগণ।
২৪. সরকার ২০২০ সালের মধ্যে সারাদেশে বিদ্যুৎ পৌছেদেবার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
২৫. GDP-তে বিদ্যুতের অবদান ()।
২৬. ১৯৭৭ সালে পল-বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।
২৭. কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র বড়পুকুরিয়ায় অবস্থিত।
২৮. বেসরকারী খাতে প্রথম ২০০২ সালে খুলনায় বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়।
২৯. দেশে জাহাজ নির্মাণ কারখানাগুলো খুলনা, চট্টগ্রাম ও নারায়নগঞ্জে অবস্থিত।
৩০. রপ্তানী তালিকায় চামড়ার অবস্থান তৃতীয়।
৩১. কাঁকড়া, ব্যাঙের পা, চিংড়ী, তাজা সবজি, মাছ, শুটকি প্রভৃতি রপ্তানি করে বাংলাদেশ।
৩২. দেশে চামড়া শিল্প পার্ক আছে সাভারে।
৩৩. BCIC = Bangladesh chemical Industries corporation বা রসায়ন শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
৩৪. BSIC = Bangladesh small Industries Corporation ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে।
৩৫. BCSIR = Bangladesh Council of Seientific and Industrial Research বা বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ গঠিত হয় ১৯৫৫ সালে। প্রথম প্রধান ড. কুদরত-ই খুদা।
৩৬. BTMC = Bangladesh Textile Mills Corporation বা বস্ত্রশিল্প কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
৩৭. BJMC = Bangladesh Jute Mills Corporation বা পাটকল সংস্থা গঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
৩৮. BSCIC = Bangladesh Small and Cottage Industrial Corporation বা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে।

৩৯. BSEC = Bangladesh Steel and Engineering Corporation বা ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এর সদরদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।
৪০. BERC = Bangladesh Energy Regulation Commission.
৪১. BEPZA = Bangladesh Export Processing Zone Authority বা রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
৪২. PSI = Pre Shipment Inspection.
৪৩. BSTI = Bangladesh Standard and Testing Institute.

আমদানী-রপ্তানী দ্রব্য : শিক্ষক মহোদয় পড়বেন

বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক স্থান :

- আগুনমুখো : পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার বাইশদিয়ার উত্তরে ৫টি নদীর মোহনাকে আগুন মুখো বলে।
- ত্রিশাল : ময়মনসিংহ জেলায়। নজরুল পড়াশুনা করতেন।
- কুতুবদিয়া : কক্সবাজারে। কক্সোপসাগরের দ্বীপ। বাতির আছে।
- কুয়াকাটা : পটুয়াখালী জেলার কুলাউড়া থানার লতাচাপলী ইউনিয়নে, সদুধ তটটি দৈর্ঘ্য ৭ মাইল ও প্রস্থ প্রায় ৩ মাইল।
- চাখার : বরিশালে, এ. কে. ফজলুল হকের জন্মস্থান।
- রামু : কক্সবাজারে, রাবার চাষের জন্য বিখ্যাত।
- সাগরদাঁড়ি : যশোরে, মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান।
- হেমায়েতপুর : পাবনা শহর থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে দেশের প্রথম মানসিক হাসপাতাল।
- নারায়নগঞ্জ : শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত বৃহত্তম নদী বন্দর।
- জাফলং : বাংলাদেশের মনোমুগ্ধকর পর্যটন কেন্দ্রগুলোর অন্যতম হলো জাফলং। এটি দেশের উত্ত-পূর্ব সীমান্ত জেলা সিলেটের ঘোয়াইনঘাট থানার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত।
- জলদিয়া : চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র, মেরিন একাডেমি ও নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এখানে অবস্থিত।
- নোয়াপাড়া : খুলনা বিভাগের যশোর জেলার অন্তর্গত। ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। রেল স্টেশন ও কাপড়ের কলের জন্য বিখ্যাত।
- ডুলাহাজরা : কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত। এখানে হরিণ প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে।
- মহেশখালি : কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত। বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ। শুটকি মাছ ও মিঠাপানির জন্য বিখ্যাত।
- কোটবাড়ী : কুমিল-এ জেলায় অবস্থিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্থান। এখানে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানটি শালবন বিহার নামে পরিচিত।
- বিলোনিয়া : ফেনী জেলার সীমান্ত অঞ্চল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে এখানে পাক ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।
- টেকনাফ : বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের থানা। কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত। মাছ ব্যবসার জন্য বিখ্যাত।
- সেন্টমার্টিন : বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এখানে চুনাপাথর পাওয়া যায়। এর অপর নাম- নারিকেল জিনজিরা।
- বানিয়াচং : হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তর গ্রাম।
- হবিগঞ্জ : সিলেট বিভাগের একটি জেলা। খোয়াই নদীর তীরে অবস্থিত।

বেগমগঞ্জ : নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত। ইহা জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের বৃহত্তম থানা।

পঞ্চগড় : বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা এবং সর্ব উত্তরের সীমান্ত শহর।

কুতুবদিয়া : কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের একটি দ্বীপ। এখানে একটি বাতিঘর আছে।

দহগ্রাম : লালমনির হাট জেলায় অবস্থিত। পাটগ্রাম ইউনিয়নের একটি গ্রাম। এর আয়তন ৩৫ বর্গমাইল।

পুঠিয়া : রাজশাহী জেলায় অবস্থিত। প্রাচীন জমিদার বাড়ীর জন্য বিখ্যাত।

মৌচাক : গাজীপুর জেলায় অবস্থিত। স্কাউট প্রশিক্ষণের স্থায়ী কেন্দ্র।

চন্দ্রঘোনা : বাঙামাটি জেলায় অবস্থিত। কাগজ কলের জন্য বিখ্যাত।

আশুগঞ্জ : ব্রাহ্মণবাড়ী জেলায় অবস্থিত। সার কারখানার জন্য বিখ্যাত।

ভেড়ামারা : কুষ্টিয়া জেলার পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এখানে অবস্থিত।

পতেঙ্গা : চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। সমুদ্র সৈকত, বিমান বন্দর ও আবহাওয়া অফিসের জন্য বিখ্যাত। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমী এখানে অবস্থিত।

সোমপুর বিহার : নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত। রাজা ধর্মপাল ৮ম শতকে এটি নির্মাণ করেন। এখানে বৌদ্ধ সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শালবন বিহার : কুমিল-এ জেলার ময়নামতিতে অবস্থিত। রাজাধিরাজ ভবদেব দ্বারা তৈরি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।

রাজবন বৌদ্ধ বিহার : রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই হ্রদের তীরে অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী স্থান।

জগদল বিহার : নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। পাল রাজাদের শাসনামলে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার।

সীতাকোট বিহার : দিনাজপুরে অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।

মহামুনি বিহার : চট্টগ্রামের রাউজানে অবস্থিত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী তীর্থস্থান।

আনন্দ বিহার : কুমিল-এ জেলার ময়নামতিতে লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এটি রাজা আনন্দ কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।

বাড়ির কাজ :

১. রাজশাহী বৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
২. গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প হিসেবে কবে যাত্রা শুরু করে?
৩. GSP-এর পূর্ণ অর্থ কি?
৪. বাংলাদেশের একমাত্র শিল্পপার্ক কোথায়?
৫. বাংলাদেশের বৃহত্তম মোটর গাড়ী সংযোজন কেন্দ্রের নাম কি?
৬. বাংলাদেশের অস্ত্র তৈরীর কারখানা কোথায় অবস্থিত?
৭. নর্থবেঙ্গল চিনিকল কোন জেলায় অবস্থিত?
৮. কাফকো কি?
৯. কবে গার্মেন্টস শিল্পে কোটা প্রথা উঠে যায়?
১০. বাংলাদেশে তৈরী পোষাক শিল্পকে শিশু শ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয় কবে?
১১. তৈরী পোষাক শিল্পের GDP-তে অবদান কত?
১২. GDP-তে শিল্পের অবদান কত?
১৩. চট্টগ্রামকে বানিজ্যিক রাজধানী কবে ঘোষণা করা হয়?
১৪. এটলাস বাংলাদেশ লিঃ কি ধরনের কারখানা?
১৫. দেশের বৃহত্তম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরী কারখানা কোনটি?

১৬. মেশিন টুলস কারখানা দেশের কোথায় অবস্থিত?
১৭. সিমেন্ট তৈরীর কাঁচামাল কি?
১৮. বিবিয়ানা গ্যাসফিল্ড কবে আবিষ্কৃত হয়?
১৯. বর্তমানে কোন গাছটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হচ্ছে?
২০. বাতাস হতে বিদ্যুৎ উপপাদন যন্ত্রের নাম কি?
২১. দেশে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
২২. কবে, কোথায় প্রথম খনিজ অনুসন্ধান কুপ খনন করা হয়?
২৩. বাংলাদেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কবে শুরু হয়?
২৪. পাহাড়ী মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য কি?
২৫. দেশের গম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
২৬. দেশের আম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
২৭. বাংলাদেশে কোথায় গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে?
২৮. দেশে কবে এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন পাশ হবে?
২৯. ‘শোলাকিয়া’ কোথায় অবস্থিত?
৩০. ‘ময়নামতি’ কোন সভ্যতার নিদর্শন?

Lecture No.-06

আলোচ্য বিষয় : বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারী, বাংলাদেশের উপজাতি, উপজাতিদের অবস্থান, উপজাতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, স্বাস্থ্য, স্বস্থ্য সংশিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশের শিক্ষা (শিক্ষা কমিশন, শিক্ষাকার্যামোদন, থ্রেডিং সিস্টেম, জাতীয় অধ্যাপক, উপবৃত্তি প্রকল্প UGC বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষা, বোর্ড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিক্ষা সংশিষ্ট কিছু সংগঠন, অন্যান্য তথ্য), বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা (জলপথ, সড়কপথ, আকাশপথ, অন্যান্য তথ্য), বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা (ভূ-উপগ্রহকেন্দ্র, তথ্যপ্রযুক্তি খাত, ডাক ব্যবস্থা, মোবাইল ফোন প্রযুক্তি, অন্যান্য তথ্য), বাংলাদেশের গণমাধ্যম (বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র), স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ম্যুরাল।

বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশিষ্ট তথ্যাবলী :

১. সাঁওতাল উপজাতির পারিবারিক কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক।
২. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের স্থান-সপ্তম।
৩. ২০০৭ সাল নাগাদ ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা-১ কোটি হয়েছে।
৪. জাতিসংঘের জনসংখ্যা সংক্রান্ত ২০০৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের স্থান-সপ্তম।
৫. বাংলাদেশে বাস নেই এমন উপজাতির নাম- মাওরী।
৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২১ সালে।
৭. উপমহাদেশীয়দের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর- স্যার এ এফ রহমান।
৮. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়- ১৯৫৩ সালে।
৯. বাংলাদেশের সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ১।
১০. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব প্রথম উপাচার্য ছিলেন- ড. ওসমান গণি।
১১. শিক্ষা বিভাগের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান- নায়েম।
১২. চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু-১ নির্মাণের উদ্দেশ্য- দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে সহিত ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা।
১৩. বাংলাদেশে সারা বছর নাবা নদীপথের দৈর্ঘ্য- ৫২০০ কি. মি.।
১৪. বাংলাদেশে দীর্ঘতম রেলসেতু- যমুনা সেতু।
১৫. যমুনা সেতুর দৈর্ঘ্য- ৪.৮ কি. মি.।
১৬. যমুনা সেতুর পিলার-৫০টি।

১৭. বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলায় সম্প্রতি প্রথম রেল সংযোগ দেয়া হয়।
১৮. মহাখালী ফ্লাইওভারে ১৯টি স্প্যান আছে।
১৯. বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা-৪টি।
২০. স্বাধীনতার প্রথম ডাকটিকেটে শহীদ মিনারের ছবি ছিল।
২১. ‘সাবমেরিন কেবল’ প্রকল্পটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন।
২২. বাংলাদেশে সর্ব প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা-৪ জানুয়ারী ১৯৯০ সালে চালু হয়।
২৩. SPARSO প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন।
২৪. বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে রঙ্গিন টিভি অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়।
২৫. ১৯৮৮ সালে সিউল অলিম্পিকে হামিদুজ্জামান খান এর শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায়।
২৬. শিশুকের স্থপতি মোস্তফা মনোয়ার।
২৭. জাতীয় স্মৃতি সৌধের স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেন।
২৮. স্টেপস-এর ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান।
২৯. জনাব এফ. আর খান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ স্থপতি।
৩০. সংসদ ভবনের স্থপতি-লই আই কান।
৩১. সাবাস বাংলাদেশ এর স্থপতি- নিতুন কুন্ডু।
৩২. ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের প্রকৃত নাম তফাজ্জল হোসেন।
৩৩. রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অবস্থিত স্মৃতি স্তম্ভের নাম রক্তসোপান।
৩৪. গ্রিনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশে সময় ৬ ঘণ্টা অগ্রগামী।
৩৫. ঢাকার প্রাচীনতম বাংলা সাপ্তাহিক ‘ঢাকা প্রকাশ’ প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে।
৩৬. রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অবস্থিত ‘দুর্জয়’ ভাস্কর্যের শিল্পী মৃণাল হক।
৩৭. দেশের একনম্বর সামাজিক সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি।
৩৮. দেশে বেসরকারী পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী শুরু হয় ১৯৫৩ সালে।
৩৯. দেশে প্রথম ফিরোজ বেগম টেস্টাটিউব শিশুর মা হন।
৪০. ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা।
৪১. দেশে ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা-
৪২. ‘সূর্যের হাসি’ মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতীক।
৪৩. মানবদেহের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন আমিষ।
৪৪. WHO-এর মতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.০১ মি. গ্রা।
৪৫. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এর মতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.০৫ মি. গ্রা।
৪৬. বাংলাদেশে ৬১ জেলার পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে।
৪৭. ডায়াবেটিস সেচনতা দিবস-২৮ ফেব্রুয়ারী।
৪৮. অগভীর নলকূপের পানিতে বেশি মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গেছে।
৪৯. দেশে শিশু মৃত্যুর হার-
৫০. জাতীয় জনসংখ্যা নীতিমালা ১৯৭৬ সালে প্রণয়ন করা হয়।
৫১. ঢাকা বিশ্বের ১১তম মেগাসিটি।
৫২. বাংলাদেশের কিশোর অপরাধের বয়স সীমা ৭-১৬ বছর।
৫৩. ২০১৫ সালে ঢাকা হবে বিশ্বের ৪র্থ মেগাসিটি।
৫৪. বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ-
৫৫. ১৯৯৩ সালে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু হয়।
৫৬. বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় ১৯৯৩ সালে।
৫৭. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয় ১৯৯০ সালে

বিস্তারিত আলোচনা :

১. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-
 ২. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা-
 ৩. জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান-
 ৪. জনসংখ্যার দিক থেকে এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান-
 ৫. জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান
 ৬. ২০১০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ১৫ কোটি
 ৭. বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব-
 ৮. জনসংখ্যার গড় আয়ু-
 ৯. পুরুষ ও মহিলার অনুপাত-
 ১০. মহিলা প্রতি প্রজনন হার-
 ১১. বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা (জনসংখ্যা)- ঢাকা।
 ১২. সবচেয়ে কম মানুষ বাস করে- বান্দরবান জেলা (৫৫/ বর্গ কি. মি.)
 ১৩. জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের বৃহত্তম থানা- বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)।
 ১৪. ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা-
 ১৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক গ্রহীত একটি প্রজেক্ট (NPSP) (Health Nutrition and Population sector Project)
- আদমশুমারী : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের মধ্যে যে সকল লোক বাস করে, তাদের প্রত্যেককে গণনা করা ও প্রত্যেকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার সরকারি প্রচেষ্টাই হলো আদমশুমারি। দেশে ২০০১ সাল পর্যন্ত চারটি আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ও ২০০১ সালে।

বাংলাদেশের উপজাতি :

- ১। আমাদের দেশে মোট উপজাতির সংখ্যা-৩১।
- ২। মোট জনসংখ্যার ১.০৮% উপজাতি।
- ৩। বাংলাদেশের বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা ৩১টি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ১৩টি উপজাতি বাস করে।
- ৪। বিদ্যমান উপজাতির মধ্যে চাকমা প্রধান। এদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান 'বিজু', ধর্ম বৌদ্ধ।
- ৫। চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমা উপজাতির বর্ষবরণ অনুষ্ঠান বৈসাবী।
- ৬। পিতৃতান্ত্রিক উপজাতি- মারমা ও সাঁওতাল।
- ৭। মুসলমান উপজাতি- পাঙন, লাউয়া।
- ৮। দেশের ১৪টি জেলায় উপজাতিরা বসবাস করে।
- ৯। শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা।
- ১০। উপজাতিদের নিয়ে বই লিখেছেন কবি আবদুস সাত্তার।
- ১১। পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর।
- ১২। বাংলাদেশে চতুর্থ আদমশুমারিতে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী একমাত্র আন্তর্জাতিক সংস্থা UNDP।
- ১৩। গারোদের ভাষার নাম মান্দি।
- ১৪। গারোদের ধর্মের নাম সংসারেক।
- ১৫। রাখাইনদের আদি নিবাস আরাকান।
- ১৬। মুরংদের উৎসবের নাম মুৎসালাং।
- ১৭। মরংদের দেবতার নাম রো।

উপজাতিদের অবস্থান :

১. চাকমা-চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জেলায়।
২. ত্রিপুরা-পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জেলায়।
৩. মারমা-বান্দরবান, পটুয়াখালী ও কক্সবাজার জেলায়।
৪. খুমী- বান্দরবান জেলার রংমা, লামা ও থানচি উপজেলায়।
৫. হাজং- ময়মনসিংহনেত্রকোনা জেলায়।

৬. রাজবংশী- রংপুর জেলা।
 ৭. গরো- ময়মনসিংহ, শেরপুর নেত্রকোনা ও টাঙ্গাইল জেলায়।
 ৮. সাঁওতাল- রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর।
 ৯. রাখাইন- কক্সবাজার ও পটুয়াখালী।
 ১০. হদি- নেত্রকোণা জেলায়।
 ১১. হালুই নেত্রকোণা জেলা।
- উপজাতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র :**
- রাঙামাটি- ট্রাইবাল কালচারাল ইনস্টিটিউট।
- ত্রেকোণা- উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি।
- দিনাজপুর- ট্রাইবাল কালচারাল একাডেমী।
- স্বাস্থ্য :**
- ১। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO) বাংলাদেশের চট্টগ্রামকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার “Healthy” সিটি ঘোষণা করেছে।
 - ২। দেশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৫৮.১%।
 - ৩। দেশে সরকারী মেডিকেল কলেজ ()টি।
 - ৪। জাতীয় শিশু নীতি ঘোষিত হয় ১৯৯৪ সালে। শিশু অধিকার দশক ২০০১-২০১০।
 - ৫। বিয়ের গড় বয়স পুরুষ বছর। নারী বছর।
 - ৬। ১৯৯৩ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বারঘড়িয়া ইউনিয়নের চামা গ্রামে আর্সেনিক সনাক্ত হয়।
 - ৭। বাংলাদেশের ৬১টি জেলায় আর্সেনিক পাওয়া গেছে।
 - ৮। সরকার ২০১০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্যানিটেশন সুবিধা ঘোষণা করেছে।
 - ৯। ২০০৪ সালে WHO এর ৫৭ তম সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে বাংলাদেশ।
 - ১০। জনসংখ্যা নীতিমালা নতুনভাবে তৈরী হয় ২০০৪ সালে।
 - ১১। বাংলাদেশে উৎপাদনকৃত ঔষধ বিশ্বের () টি দেশে রপ্তানী হয়।
 - ১২। দেশে টেলিমেডিসিন চালু হয় ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০২।
 - ১৩। দেশে টেস্টটিউব বেবী- হীরা, মনি, মুক্তা ৩০ মে ২০০১ সালে জন্ম গ্রহণ করে।
 - ১৪। দেশে বার্ডফ্লু ধরা পড়ে ১৫ মার্চ ২০০৭, সাভারে।
 - ১৫। বন্যার পর ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।
 - ১৬। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে।
 - ১৭। সরকার ২০১০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্যানিটেশন সুবিধা চালু করবে।
 - ১৮। পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করার জন্য এক প্রকার ফিল্টার এর নাম সাফি ফিল্টার। এর উদ্ভাবক হলের প্রফেসর সৈয়দ শফিউল-হ।
 - ১৯। ঢাকার বাতাসে সীসার পরিমাণ ৪৬৩ ন্যানোগ্রাম।
 - ২০। দেশের সর্ববৃহৎ পানি শোধনাগারটি সায়েদাবাদে।
 - ২১। ১৯৭৭ সালে ডিসেম্বর মাস থেকে বাংলাদেশ গুটিবসন্ত মুক্ত এলাকা ঘোষিত হয়।
 - ২২। বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টি ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
 - ২৩। বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে AIDS প্রতিরোধ কার্যক্রম শুরু হয়।
 - ২৪। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী EPI গ্রহণ করে ৭ এপ্রিল, ১৯৭৯ সালে।
 - ২৫। বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল হাসপাতালের নাম জীবনতরী।

২৬। দেশে কুষ্ঠ রোগের একমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্রটি নীলফামারিতে অবস্থিত।

২৭। ঢাকার বারডেম হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান

NIPSOM : National Institute of Preventive and social medicine

BIRDEM : Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes Endocrine and Metabolic Disorders (BIRDEM) দুরারোগ্য ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসার জন্য ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিমের শ্রেষ্ঠ অবদান।

ICDDR,B : International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR,B) বা আন্তর্জাতিক উদারাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত। ICDDR,B একটি অলাভজনক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশের শিক্ষা :

শিক্ষা কমিশন : ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষা কমিশনের যাত্রা শুরু ১৮৮২ সালে। উইলিয়াম হান্টারকে প্রধান করে গঠিত এই কমিশনের অন্যতম সুপারিশ ছিলো জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠা। পাক-ভারত বিভক্তির পর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে প্রথম জাতীয় শিক্ষাকমিশন গঠিত হয় যার নাম ছিলো শরীফ কমিশন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ১৯৭২ সালে গঠিত হয় ‘বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন’ যার প্রধান ছিলেন কুদরত-ই-খুদা। ৫ম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ২০০৩ সালে। এই কমিশনের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া।

শিক্ষাকাঠামো : বর্তমানে দেশে শিক্ষা কাঠামো চারস্তর বিশিষ্ট। যেমন প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা। পঞ্চম শিক্ষা কমিশন তাদের সুপারিশমালায় শিক্ষার স্তরকে তিন ভাগে রাখার সুপারিশ করেছে।

গ্রেডিং সিস্টেম : ২০০১ সালে এসএসসি ও দাখিল পর্যায়ে পরীক্ষায় প্রথম গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়। প্রথম গ্রেডিং পদ্ধতি ছিল ছয় ধাপের। পরে ২০০৩ সালের ৪ জানুয়ারী গ্রেডিং পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করে এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়।

উপবৃত্তি প্রকল্প : মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানো লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৪ সালে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প চালু করে। পরবর্তীতে ২০০২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও উপবৃত্তি প্রদান শুরু হয়। ২০০২ সাল হতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান শুরু হয়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা : ১ ডিসেম্বর, ৯০ থেকে বাংলাদেশে এ কর্মসূচী চালু হওয়ার কথা ছিল। সরকার কর্তৃক ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারী হতে এ কর্মসূচীর অধীনে প্রাথমিকভাবে ৬০টি স্কুলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। ১৯৯৩ হতে সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়।

UGC : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধনকারী প্রতিষ্ঠান। ১৫ ফেব্রুয়ারী ৭৩ রাষ্ট্রপতি এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গুলো স্বায়ত্তশাসিত হওয়ায় সরকারের সরাসরি কোন ভূমিকা পালনের সুযোগ নেই। ১২ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিশনে একজন চেয়ারম্যান, ২ জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ৯জন খসিকালীন সদস্য থাকে।

জাতীয় অধ্যাপক : শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ সরকারি স্বীকৃতি জাতীয় অধ্যাপক। এক জাতীয় অধ্যাপককে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। তবে একাধিক মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগ করা যেতে পারে। জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় অধ্যাপক নির্ধারণ কমিটি। এ কমিটির মনোনয়নের পর প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি 'জাতীয় অধ্যাপক' নিয়োগ করেন।

শিক্ষা বোর্ড : সদ্যঘোষিত দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ড সহ দেশে মোট শিক্ষাবোর্ড ১০টি। এর মধ্যে ৮টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ১টি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এবং ১টি কারিগরি শিক্ষাবোর্ড।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯২১	পি. জে হার্টজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৫৩	ড. ইতরাত হোসেন জুবেরী
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৬১	ড. ওসমান গণি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৬১	এম. এ. রশিদ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৭০	ড. মফিজ উদ্দিন আহমেদ
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯২	ড. শমশের আলী
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯২	ড. এম. এ বারী
শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯৮	ডা. এম. এ. কাদরী
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২০০৫	ড. এ কে এম সিরাজুল ইসলাম

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কিছু সংগঠন :

BANBEIS : Bangladesh Bureau of Education Information and statistics. প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালে।

NIEAM : National Institute of Education Administration and Management প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮২ সালে।

NCTB : National Curriculum and Textbook Board.

অন্যান্য তথ্য :

- ১। ১৯১৯ সালে স্যাডলার কমিশন ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে।
- ২। ১৯৪৭ সালে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ৩। ১৯৬২ সালে রাজশাহী, কুমিল-১, যশোর বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ৪। ১৯৭৪ সালে প্রথম শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট দেয়।
- ৫। ১৯৯৩ সালে সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষাকর্মসূচী চালু হয়।
- ৬। ১৯৭৫ সালে প্রথম জাতীয় অধ্যাপক হন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, একমাত্র মহিলা জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ (১৯৯৪)।
- ৭। ১৯৯২ সালে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়।
- ৮। জাতীয় শিক্ষক দিবস ১৯ জানুয়ারী।
- ৯। দেশে নিরক্ষরমুক্ত জেলা ৭টি, প্রথম মাগুরা, সর্বশেষ সিরাজগঞ্জ।
- ১০। শিক্ষা মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। (অনুচ্ছেদ-১৭)
- ১১। ১৯৯২ সালে জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১২। দেশে স্বাক্ষরতার হার-
- ১৩। মাগুরা জেলার সাক্ষরতা আন্দোলনের নাম বিকশিত।
- ১৪। কলকাতা মাদ্রাসা ১৭৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৫। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম উপাচার্য স্যার এ. এফ. রহমান।

১৭। প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নর্থসাইথ ইউনিভার্সিটি (৯২)।

১৮। ১৯১২ সালে প্রথম নাথান কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিল।

১৯। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট' পাশ হয় ১৯২০ সালে।

২০। ১৯৮৭ সালে দেশে পূর্ণাঙ্গ গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়।

২১। প্রাথমিক শিক্ষার সয়সীমীমা ৬-১১ বছর।

২২। 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর অধীনে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য 'স্যানেলাইট স্কুল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২৩। ১৯৯১ সালে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করা হয়।

২৪। উপমহাদেশে প্রথম নৈশবিদ্যালয় চালু হয় ১৯১৮ সালে।

২৫। দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

২৬। ২০০৬ সাল হতে ক্যাডেট কলেজ গুলোতে ইংরেজী মাধ্যমে পাঠদান শুরু হয়।

২৭। মহিলা ক্যাডেট কলেজ ৩টি।

২৮। ২০০৯ সালে নতুন পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হয়েছে (এস. এস. সি-তে)।

২৯। ২০০৮ -০৯ অর্থবছর হতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম উপবৃত্তি কর্মসূচী চালু করা হয়।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা :

রেলপথ : উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেলপথ চুলা হয় ১৮৫৩ সালে। ১৮৬২ সালে বাংলাদেশে প্রথম রেললাইন প্রতিষ্ঠিত হয় দর্শনা হতে কুষ্টিয়া পর্যন্ত। দেশের দীর্ঘতম একক রেলসেতুহার্ডিঞ্জ ব্রিজ, পদ্মা নদীর উপর ১৯১৫ সালে নির্মিত হয়। যমুনা সেতুতে রেল চালু হওয়ায় এটি এখন দেশের দীর্ঘতম রেলসেতু। এর মাধ্যমে টাঙ্গাইলকে রেল নেটওয়ার্কে আনা হয়।

সড়কপথ : বাংলাদেশের মোট সড়কের দৈর্ঘ্য ২০৮৫২ কি.মি.। এর মধ্যে পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য ১৩,০০০ কি.মি।

আকাশপথ : বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ ৮টি অভ্যন্তরীণ এবং ১৮টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যস্থলে বিমান সার্ভিস পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ বিমান সংস্থা গঠিত হয় ৫ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে। ৫ মার্চ, ১৯৭৩ বিমানের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয়। এর প্রতীক হল 'বলাকা'। দেশের প্রধানতম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর 'জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর' চালু হয় ১৯৮০ সালে।

অন্যান্য তথ্য :

- ১। বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেল সেতু- যমুনা সেতু।
- ২। ঢাকা-কলকাতা বাস সার্ভিস চালু হয় ৬ জুন ১৯৯৯ সালে।
- ৩। বাংলাদেশের একক বৃহত্তম সড়ক সেতু-লালনশাহ সেতু যার দৈর্ঘ্য ১.৮ কি. মি।
- ৪। যমুনা সেতুর পিলারের সংখ্যা ৫০টি এবং স্প্যানের সংখ্যা ৪৯টি।
- ৫। বাংলাদেশ চীন মৈত্র সেতু-১ বুড়িগঙ্গা নদীর উপর নির্মিত।
- ৬। যমুনা সেতুর আয়ুষ্কাল- ১০০ বছর।
- ৭। যমুনা সেতু দৈর্ঘ্যে বিশ্বে ১২ তম।
- ৮। ১৮২৫ সালে ব্রিটেনে, ১৮৫৩ সালে ভারতে এবং ১৮৬২ সালে বাংলাদেশে লেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

- ৯। বাংলাদেশের ৪ ধরনের রেল লাইন বিদ্যমান। যথা- মিটারগেজ, ব্রডগেজ, ন্যারোগেজ ও ডুয়েলগেজ।
- ১০। বাংলাদেশে আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালু হয় ১৯৮৬ সালে।
- ১১। বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেল সেতু (এককভাবে) হার্ডিঞ্জ ব্রজ পদ্মা নদীর উপরে অবস্থিত।
- ১২। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের দৈর্ঘ্য- ১.৮ কিলোমিটার।
- ১৩। বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলাটি নদী পথে সরাসরি ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হয়।
- ১৪। বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্য জাহাজ বাংলার দূত।
- ১৫। ঢাকায় কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে চালু হয় এবং ১৯৮১ সালের ১৪ই আগস্ট এর নাম জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পরিবর্তন করা হয়।
- ১৬। বাংলাদেশে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রয়েছে। যথা- শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট।
- ১৭। বাংলাদেশ বিমানের শে-গান হচ্ছে “আকাশে শান্তির নীড়।”
- ১৮। বাংলাদেশে মোট স্থল বন্দর ১৪টি। যার মধ্যে ১৩টি সরকারী ও টেকনাফ স্থলবন্দরটি বেসরকারী।
- ১৯। বাংলাদেশ বিমান এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে যায়।
- ২০। বাংলাদেশ বিমান কোম্পানী হয় ১৪ জুলাই, ২০০৭।
- ২১। ঢাকা-কলকাতা বাস সার্ভিসের নাম সৌহার্দ্য।
- ২২। বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম রেলপথ দর্শনা থেকে জগতি পর্যন্ত (৫৩.১৩ কিলোমিটার)।
- ২৩। সম্প্রতি টাঙ্গাইল জেলায় রেলপথ হয়েছে (ঢাকা বিভাগ)
- ২৪। বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু ৫ মার্চ, ১৯৭৩। প্রথম বেসরকারি বিমান সংস্থার নাম এয়ারো বেঙ্গল এয়ারলাইন্স (১৯৮৫)।
- ২৫। পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার, প্রস্থ ১৮.১০ মিটার।
- ২৬। বাংলাদেশ বিমান সংস্থার বাণিজ্যিক নাম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (২৩ জুলাই, ২০০৭)।
- ২৭। ৯ মে ২০০২ সালে প্রথম () আকাশে উড়ে এর পরিচালনায় ছিলেন ক্যাপ্টেন শাহানা।
- ২৮। যমুনা সেতুর দৈর্ঘ্য ৪.৮ কি. মি., প্রস্থ ১৮.৫ মি.।
- ২৯। বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্যের শতকরা () ভাগ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে হয়ে থাকে।
- ৩০। বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা () ভাগ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে হয়ে থাকে।
- ৩১। BRTC = Bangladesh Road Transport Corporation (১৯৮৩)।
- ৩২। যমুনা সেতুর উদ্বোধন করা হয় ২৩ জুন, ১৯৯৮ সালে।
- ৩৩। যমুনা সেতু নির্মাণকারী সংস্থা হুদাই ইঞ্জিনিয়ারিং এনড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (কোরিয়া)
- ৩৪। BIWTC= Bangladesh Inland Water Transport Corporation (১৯৫৮)

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

ভূ-উপগ্রহকেন্দ্র :

১. বাংলাদেশে ভূউপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা সর্বমোট ৪টি। এগুলো তালিাবাদ, বেতবুনিয়া, মহাখালী (ঢাকা) ও সিলেট জেলায় অবস্থিত

২. হালিবাবাদ অবস্থিত গাজীপুর জেলায়। কেন্দ্রটি চালু হয় জানুয়ারি, ১৯৮২ সালে। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভূ-উপগ্রহকেন্দ্র।

৩. বেতবুনিয়া অবস্থিত রাঙামাটি জেলায়। এটি বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র। কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৭৫ সালে।

৪. সিলেট ভূউপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৯৭ সালে।

তথ্যপ্রযুক্তি খাত : জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০২ সালের অক্টোবরে ঘোষিত হয়েছে। কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য সারাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ১৫০০ ইন্সটিটিউট চালু আছে। অর্থনৈতিক খাতের দিক বিবেচনা করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে বাংলাদেশ সরকার () হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২৮ মার্চ, ২০০২ তারিখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে নতুন আঙ্গিকে ‘বিজ্ঞান এবং তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়। হাইটেক পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈর উপজেলায়।

ডাকব্যবস্থা : একজন ধাবমান রানারের কাঁধে ঝোলানো চিঠির ব্যাগ, হাতে একটি বল-ম এবং বল-মের মাথায় প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন। ডাক বিভাগের মনোখ্যামে লেখা রয়েছে ‘সেবাই আদর্শ’। স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকেট প্রকাশিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি, ৭২। এর ডিজাইনার ছিলেন রিপিট চিন্তনিশ। এতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ছবি ছিল। ইন্ডিয়া সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে এ ডাকটিকেট ছাপা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই মুজিবনগর সরকার ৮টি ডাকটিকেট প্রকাশ করে। এগুলো ডিজাইন করেছেন বিমান মলি-ক।

মোবাইল কোন প্রযুক্তি : ১৯৯৩ সালে সিটিসেল কোম্পানির মাধ্যমে বাংলাদেশ মোবাইল ফোনের জগতে প্রবেশ করে। পরে ১৯৯৬ সালে সরকার গ্রামীণ ফোন, একটেল এবং সেবা-এ তিনিটি কোম্পানিকে মোবাইল ফোনের লাইসেন্স দেয়। দিন দিন মোবাইল ফোনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।

অন্যান্য তথ্য :

১. বাংলাদেশের একমাত্র পোস্টাল একাডেমী রাজশাহীতে অবস্থিত।
২. ১৯৯৮ সালে BTRC বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রনকমিশন গঠিত হয়।
৩. বিশ্ব ডাক দিবস ৯ অক্টোবর।
৪. ভি-স্যাট হল ডাটা আদান-প্রদানের মাধ্যম
৫. SPARSO প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন।
৬. BTTB-এর আওতাভুক্ত মোবাইল কোম্পানী টেলিটক।
৭. BTTB-প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালে।
৮. বাংলাদেশের কার্ডফোন চালু হয় ১৯৯২ সালে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম :

১. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল চট্টগ্রামের কালুরঘাট।
২. রেডিও বাংলাদশ- এর সদর দপ্তর ঢাকার আগারগাঁয়ে অবস্থিত।
৩. রেডিও বাংলাদেশ থেকে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, আরবি, নেপালী ভাষায়।
৪. বাংলাদেশ রেডিওর স্টেশনের সংখ্যা ১৩টি। সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ স্টেশন হলো রাঙামাটি বেতার কেন্দ্র।

টেলিভিশন :

বাংলাদেশে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয়েছিল ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে টেলিভিশনকে জাতীয়করণ করা হয়। পূর্বে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ ডিআইটি থেকে রামপুরায় স্থানান্তর করা হয়। ১ ডিসেম্বর ১৯৮০ সাল

হতে টেলিভিশনে রঙিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার চালু হয়। ১৯৬৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি টেলিভিশনে প্রথমবারের মতো একটি নাটক ‘একতলা ও দোতলা’ প্রচারিত হয়। ১১ এপ্রিল ২০০৪ হতে বাংলাদেশ টেলিভিশন স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করে। এই চ্যানেলের নাম ‘বিটিভি ওয়ার্ল্ড’। বিটিভি সিএনএন কার্যক্রম সম্প্রচার শুরু করে ২৯ সেপ্টেম্বর’৯২। চট্টগ্রাম টিভি স্টেশন চালু হয় ১৯ ডিসেম্বর’৯৬। বিটিভির প্রথম সঙ্গিতশিল্পী হলেন ফেরদৌসী রহমান। বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিবিসি’র অনুষ্ঠান সম্প্রচার আরম্ভ হয় ১ এপ্রিল, ১৯৯৩। বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র ২ টি-ঢাকা ও চট্টগ্রাম। বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম প্রথম গৃহীত হয় ১৯৯৪ সালে।

সংবাদপত্র : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে এক সরকারি আদেশ বলে জাতীয় সংবাদ সংস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়। যন্ত্রসরঞ্জামহীন অবস্থায় প্রাক্তন এপিপির অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়ে এ সংস্থা কার্যক্রম শুরু করে।

ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ UNB : ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি) ১৯৮৮ সালে সংবাদ সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। এটি নিজেকে সরকারি প্রভাবমুক্ত স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির সংস্থা হিসেবে দাবি করে।

ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি (এনা) : ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি (এনা) বাংলাদেশের প্রথম ব্যক্তি মালিকানাধীন সংবাদ সংস্থা। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেই এটি পুরোদস্তুর সংবাদ সংস্থায় পরিণত হয়। এ সংস্থা ঘটনাবল্লেখ বছর’ ৭০-৭১ সনের সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জননন্দিত হয়। পরিণতিতে, পাকিস্তানি সামরিক জাভার কোপানলে পড়ে সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে এনা আবার কার্যক্রম শুরু করে।

দৈনিক ইত্তেফাক	রাহাত খান (ভারপ্রাপ্ত)
দৈনিক ইনকিলাব	এ এম বাহাউদ্দিন
দৈনিক প্রথম আলো	মতিউর রহমান
দৈনিক যুগান্তর	গোলাম সারওয়ার
দৈনিক জনকণ্ঠ	আতিক উল-হা খান মাসুদ
দৈনিক মানবজমিন	মতিউর রহমান চৌধুরী
দৈনিক নয়া দিগন্ত	আলমগীর মহিউদ্দীন
দৈনিক আমার দেশ	আতাউস সামাদ
দৈনিক সমকাল	আবেদ খান
The Daily New Nation	Alamgir Mohiuddin
The Daily Observer	Iqbal Subhan Chowdhury
The Daily Star	Mahfuz Anam
The Daily Independent	Syed Mahbubul Alam

বি: দ্র: পুরনো এবং ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্রগুলো সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের লেকচার সিতে আছে।

অন্যান্য তথ্য :

১. ভারতবর্ষে প্রথম ডাক টিকেট চালু হয় ১৯৭৫ সালে।
২. বাংলাদেশের সঙ্গে ইসরাইলের ডাক যোগাযোগ নেই।
৩. বাংলাদেশে ‘ডিস এন্টেনা’ ব্যবহারে সরকারী সিদ্ধান্ত হয় ২৭ এপ্রিল ১৯৯২ সালে।
৪. বেতবুনিয়া রাঙামাটি জেলায় ও তালিবাবাদ গাজীপুর জেলায় অবস্থিত।
৫. ১৯৩৯ সালে প্রথম বাংলা বেতারের কার্যক্রম শুরু হয়।

৬. প্রথম বেসরকারী ডিজিটাল স্যাটেলাইট চ্যানেল “চ্যানেল আই”।

৭. বাসস এর প্রথম চেয়ারম্যান সানাউল হক

বস্তুপত্য, ভাস্কর্য, ম্যুরাল

ভাস্কর্য	ভাস্কর	অবস্থান
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	শামীম শিকদার	ঢা. বি.
দুরন্ত	সুলতানুল ইসলাম	শিশু একাডেমী প্রাঙ্গন
শিশুক	মোস্তাফা মনোয়ার	P.G. হাসপাতালের সামনে
বলাকা	মৃণাল হক	মতিফুল
দোয়েল	আজিজুল জালির পাশা	বাংলাদেশ ব্যাংকের সমানে
সংগ্রাম	জয়নুল আবেদীন	সোনার গাঁও
জয়বাংলা, জয় তরুণ্য	আলাউদ্দিন বুলবুল	ঢা. বি.
সংসঙ্গ	হামিদুজ্জামান খাঁন	জা. বি.
অমর একুশে	জাহানারা পারভীন	জা. বি.
সার্ক ফোয়ারা	নিতুন কুন্	হোটেল সোনারগাঁ
স্বাধীনতা সংগ্রাম	শামীম শিকদার	ঢা. বি.
সাবাস বাংলাদেশ	নিতুন কুন্	রা. বি.
.গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার	মৃণাল হক	রা. বি.
স্মারক ভাস্কর্য	মুর্তজা রশিদ	চ. বি.
অতন্দ্র প্রহরী	বৈরাম খান	ঈবিনা
মুক্ত বাংলা	রশিদ আহমেদ	ই. বি.
মা ও শিশু	নভেরা আহমেদ	ঢা. বি.
বায়তুল মোকাররম	আবুল হোসেন মোঃ খারিয়ানী	-
সংসদ ভবন	লুই ক্যান	শেরে বাংলা নগর
T.S.C	কনস্টানটাইন উস সিডাক	ঢা. বি.
কমলাপুর স্টেশন	বব বুই	ঢাকা
বোটানিক্যাল গার্ডেন	শামছুল ওয়ারেশ	ঢাকা
কৃষি বিশ্বঃ বিঃ	পল রুডলফ	ময়মনসিংহ
প্রকৌশল বিশ্বঃ	খায়রুল ইসলাম	ঢাকা
চারুকলা ইনস্টিটিউট	মায়হারুল ইসলাম	ঢা. বি.
জিয়া বিমান বন্দর	লরোস	ঢাকা
রাজশাহী বিশ্বঃ	ড. সোমানী টমাস	রাজশাহী
স্মৃতি অস্ম-ন	রাজী উদ্দিন আহমদ	রাজশাহী
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	হামিদুর রহমান	ঢাকা মেডিকেল কলেজ
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	তানভীর কবির	মেহেরপুর
বুদ্ধিজীবী	মোস্তাফা হারুন কুদ্দুস	ডমরপুর
অপরাজেয় বাংলা	সৈয়দ আবদুল-হা খালিদ	ঢাবি

জাতিতোরঙ্গী	আব্দুর রাজ্জাক	জয়দেবপুর
রায়ের বাজার বধ্যভূমি	ফরিদ উদ্দীন আহমদ	ঢাকা
রাজারবাগ শহীদ স্মৃতিসৌধ	মোস্তাফা হারুন কুদ্দুস	রাজারবাগ
মোদের গরব (ভাষা)	অখিল পাল	বাংলা একাডেমী
জাতীয় যাদুঘর	মাহবুব উদ্দীন/মোস্তাফা কামাল	শাহবাগ
জাতীয় শিশুপার্ক	শামসুল ওয়ারেস	শাহবাগ
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	খায়রুল ইসলাম	
ভাসানী নভোথিয়েটার	আলী ইমাম	বিজয়সরনি
জিয়াউর রহমানের সমাধি কমপে-ক্স	মাসুদুর রহমান খান	ঢাকা
রাজসিক বিহার	মৃনাল হক	শাহবাগ
বীরের প্রত্যাবর্তন		
নগরে নিরসগ	রাফেয়া আবেদীন	পুরাতন ঢাকা
সাতবীরশ্রেষ্ঠদের স্মৃতিস্তম্ভ	আসিকুর রহমান ভূইয়া	
যুদ্ধভাসান	এজাজ এ কবীর	কুমিল-া
তিননেতার মাজার	মাসুদ আহমেদ	ঢাকা

ম্যুরাল	শিল্পী
জিয়া বিমানবন্দরের ম্যুরাল	মৃনাল হক
ঢাকা সেনানিবাস	শামীম শিকদার
ওসমানী মিলনায়তন	আমিনুল ইসলাম
বিজয়সরনি ফোয়ারা	আব্দুর রাজ্জাক

বাড়ির কাজ :

১. বাংলাদেশের বেশীর ভাগ আদিবাসী কোন জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?
২. কোন উপজাতীয়র ভাষার নাম ফুরক?
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান কে?
৪. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনটি?
৫. প্রথম সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
৬. হান্টার কমিশনকে কে নিয়োগ দেন?
৭. TOEFL=
৮. বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট কোথায় অবস্থিত?
৯. বাংলাদেশে কত সালে AIDS প্রতিরোধ কার্যক্রম শুরু হয়?
১০. EPI কর্মসূচী বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হয় কবে?
১১. দেশের একমাত্র কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র কোথায়?
১২. বারডেম হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা কে?
১৩. দেশের প্রথম মোবাইল হাসপাতালের নাম কি?
১৪. বাংলাদেশে কবে থেকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়?
১৫. ইংরেজী সাহিত্যে বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম হিসেবে কে PHD ডিগ্রী লাভ করেন?
১৬. আধুনিক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১৭. একমাত্র মহিলা জাতীয় অধ্যাপক কে?
১৮. জাতীয় টিকা দিবস কবে পালিত হয়?
১৯. দেশে জাতীয় টিকা দিবস কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় কবে?

২০. এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব উইমেন'- এর প্রথম উপাচার্য কে?
২১. বাংলাদেশে মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্কুল কোনটি?
২২. ঢাকা কোলকাতা ট্রেন সার্ভিস কবে চালু হয়?
২৩. মংলাবন্দর কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
২৪. প্রথম 'অল-উইমেন্স ফ্লাইট' এর ক্যাপ্টেন কে?
২৫. যমুনা সেতুর ভূমিকম্প রোধক ক্ষমতা কত?

২৬. স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডাকটিকেট তৈরী হয় কোথায়?
২৭. কবে থেকে বাংলাদেশে পোস্ট কোড চালু হয়?
২৮. সাবমেরিন কেবলের বাংলাদেশের অংশের দৈর্ঘ্য কত?
২৯. বাংলাদেশে টেলিভিশন প্যাকেজ অনুষ্ঠান মালা সম্প্রচার শুরু করে কবে?
৩০. দেশের প্রথম ট্যাবলেট পত্রিকা কোনটি?
৩১. 'সংগ্রাম' ভাস্কর্যের ভাস্কর কে?

Lecture No.-07

আলোচ্য বিষয় : অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী, বাজেট, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী :

১. স্বাধীন বাংলাদেশে ১০০ টাকার নোট প্রথম ৪ মার্চ, ১৯৭২ সালে চালু করা হয়।
২. বর্তমানে বাংলাদেশে গড়পড়তা মাথাপিছু আয় () মার্কিন ডলার।
৩. বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহৎ সাহায্যকারী দেশ জাপান।
৪. বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক দুধা অর্জনকারী খাত তৈরী পোষাক শিল্প।
৫. মূল্য সংযোজন কর থেকে বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয়।
৬. সম্প্রতি গার্মেন্টস সহ কতিপয় দ্রব্য বিনামূল্যে কানাডায় প্রবেশ অধিকার পেয়েছে।
৭. স্টক শেয়ারে প্রবর্তিত নতুন পদ্ধতি ডিভ্যালু।
৮. চলিত আর্থিক বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকী () কোটি টাকা ধরা হয়েছে।
৯. বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংক মাইক্রোক্রেডিট সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা।
১০. গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিয়ে দেশে ও বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে।
১১. বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারী ব্যাংক আই এফ আই সি ব্যাংক।
১২. নোটের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ রাখে স্বর্ণ।
১৩. প্রাইজবন্ডের সর্বনিম্ন ইউটিলি ১০০ টাকা।
১৪. বাংলাদেশের তৈরী পোষাকের বৃহত্তম বাজার আমেরিকা।
১৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর এম হামিদুল-হ।
১৬. পরার্থপরতার অর্থনীতির লেখক আকবর আলী খান।
১৭. MDG অর্জন করতে হবে ২০১৫ সালের মধ্যে।
১৮. কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালে।
১৯. বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।
২০. GDP-তে কৃষির অবদান-
২১. চলিত বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকি-
২২. VAT চালু হয় ১ জুলাই ১৯৯১।
২৩. বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী সংস্থা বিশ্বব্যাংক।
২৪. চলিত বাজেটে ADP-
২৫. মুদ্রাস্ফীতির কারণ বেশী মুদ্রা সরবরাহ।
২৬. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ আসে রপ্তানী বাণিজ্য হতে।
২৭. গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৩ সাল হতে কাজ করে।
২৮. গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালে।

২৯. বাংলাদেশের বার্ষিক রাজস্ব আয়-

৩০. মোট রপ্তানী আয়ের পরিমাণ-

৩১. অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র বিষয়ের উপর গবেষণা করেছেন।

৩২. বাংলাদেশে () থেকে সবচেয়ে বেশি সরাররি বৈদেশিক বিনিয়োগ (Direct Foreign Investment) হয়েছে।

বিস্তারিত আলোচনা

অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী

VAT : Value Added Tax বা মূল্য সংযোজন কর চালু হয় ১৯৯১ সালের ১ জুলাই। কোন পণ্য দ্রব্যের উপর নির্ধারিত কর হতে ঐ পণ্য দ্রব্যের কাঁচামালের উপর নির্ধারিত কর বাদ দিলে যা থাকে সেটি-ই VAT। VAT দিয়ে থাকে পণ্য বা সেবার ক্রেতা। বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয় VAT হতে।

ব্যাংক রেট : যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথম শ্রেণীর ঋণপত্র জামিন রেখে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ঋণ সুবিধা প্রদান করে তাকে ব্যাংক রেট বলে।

রেমিটেন্স : বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ।

GSP : জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স। এই সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ EU ভুক্ত দেশগুলো থেকে পোশাক রপ্তানিতে ১২.৫ ভাগ হারে শুল্ক সুবিধা পাবে।

সার্ক কিউমিলেশন : এই সুবিধার আওতায় সার্কের সদস্যভুক্ত দেশ গুলো বাধ্যতামূলকভাবে নিজেদের মধ্যে একটি নির্ধারিত মূল্যে তৈরী পোষাকের কাঁচামাল ক্রয় করে থাকে।

মুদ্রার অবমূল্যায়ন : লেনদেন ও রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার যদি বিদেশী মুদ্রার বিপরীতে দেশীয় মুদ্রার দাম/মূল্যমান কমিয়ে দেয়, তবে তাকে অবমূল্যায়ন বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি : এটি এমন এক অবস্থা যখন বাজারে সরবরাহ কমে যাওয়ায় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং বর্ধিত আয়ের কারণে টাকার মূল্যমান কমে যায়।

মুদ্রাসংকোচন : এটি মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা। হঠাৎ কোন কারণে দ্রব্যের মূল্যমান কমানো হলে কম টাকায় বেশী পণ্য, সেবা পাওয়া যায়। এটাই মুদ্রাসংকোচন।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : প্রকৃত জাতীয় আয়ের সাথে প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি।

কর : বাধ্যতামূলক নয় করদাতা সুবিধা ভোগ করে না।

ফি : বাধ্যতামূলক নয় এবং ফিদাতা সুবিধা ভোগ করে।

প্রত্যক্ষ কর : কর যে ব্যক্তির উপর ধার্য করা যায়, আইনগতভাবে শুধু সেই ব্যক্তিই তা বহন করে এরূপ করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন : আয়কর বা income tax.

পরোক্ষকর : কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর কর আরোপ করা হলে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি সেই কর আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপাতে পারে তাহলে সেই করকে পরোক্ষ কর বলে। যেমন : ভ্যাট।

Patent Right : কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোনো দ্রব্য বিক্রি করার একচ্ছত্র অধিকারকে Patent right বলে।

বাজেট : কোন নির্দিষ্ট বছরে সরকার বিভিন্নখাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে বেং কোন কোন উৎস হতে তা সংগ্রহ করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণকে বাজেট বলে। যে বাজেটে সরকারের উন্নয়নমূলক হিসাব-নিকাশ অন্তর্ভুক্ত থাকে তাকে উন্নয়ন বাজেট বলে। যে বাজেটে কেবল সরকারের

রাজস্ব আয় এবং প্রশাসনিক বাজের হিসাব অন্তর্ভুক্ত থাকে তাকে রাজস্ব বাজেট বলে।

GNP(Gross National Product) : কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের যাবতীয় উপাদান (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) এর সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা কার্যাদি উৎপাদিত হয় তাকে GNP বলে।

GNP(Gross National Product) : মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (সাধারণত ১ বছরে)

মাথাপিছু আয় : মোট জাতীয় উৎপাদন ÷ জনসংখ্যা

ক্ষুদ্র ঋণ : সম্পূর্ণ জামানত বিহীন ঋণ। সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দেয়া যায়।

দুর্লভ মুদ্রা : ডলার, পাউন্ড

পেট্রোডলার : OPEC ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে লেনদেন যোগ্য মুদ্রা।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : প্রথম-১৯৭৩-৭৮, দ্বিতীয়- ১৯৮০-৮৫, তৃতীয়- ১৯৮৫-৯০, চতুর্থ- ১৯৯০-৯৫, পঞ্চম- ১৯৯৭-২০০২।

মুক্তবাজার অর্থনীতি : এটি এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এক দেশের পণ্য, সেবা অন্য দেশে যেতে কোন বাধা নেই। পণ্য বা সেবার চাহিদা নির্ধারণ করবে বাজার।

ব্যাংক ড্রাফট : কোন ব্যাংক অন্য কোন ব্যাংক বা নজদ ব্যাংকের অন্য কোন শাখার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্যে যে রসিদ প্রদান করে।

Tax Holiday : কোন বিশেষ শিল্পকে বিকশিত করার জন্যে সেই শিল্পকে সাময়িকভাবে কর হতে অভ্যাহতি দেওয়া হয়, একেই ট্যাক্স হলিডে বলে।

Dumping : কোন বিক্রেতা বিদেশের বাজার দখল করার জন্যে তাঁর উৎপাদিত দ্রব্যাদি দেশের বাজারে অধিক দামে এবং বিদেশের বাজারে অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রি করলে একে ডাম্পিং বলে।

Onestop service : বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত একটি নতুন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় একজন বিদেশী বিনিয়োগকারী একটি মাত্র অফিস থেকে বিদ্যুৎ গ্রাস, টেলিফোন সুবিধা পায়। এই ব্যবস্থায় বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্যে সময় ও অর্থ অপচয় রোধ হয়।

Smuggling : দেশে বলবৎ বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করে বা শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়ে কোন কিছু (যেমন শাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি) দেশের ভেতরে আনা বা বাইরে নেওয়াকে Smuggling বা চোরাচালান বলে।

PSI : PSI এর পুরো অর্থ Pre-shipment Inspection. আমদানিকৃত পণ্যের গুণাগুণ, ওজন পরীক্ষার জন্যে জাহাজীকরণের পূর্বে পণ্য প্রদর্শন করাকে PSI বলে।

TIN : Tax Identification Number.

এছাড়াও জানতে হবে : প্লানহলিডে, উন্নত দেশ, অনুন্নত দেশ, উন্নয়নশীল দেশ, দারিদ্রের দুষ্টচক্র, শেয়ার হুডি, ভাসমান মুদ্রা, কলমানি, Hot money, LC, Paid up capital.

বাজেট ২০-

এবারের বাজেট () তম। ঘোষণা করা হয়-

ঘোষণা করেন-

রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের তারিখ-

বাজেট কার্যকর হয়-

মোট বরাদ্দ- টাকা, ADP-
 ঘাটতি- সর্বোচ্চ বরাদ্দ যে খাতে-
 বরাদ্দের পরিমাণ- বাজেটের () শতাংশ।
 অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাত : কৃষি- শিক্ষা-
 কৃষিতে ভর্তুকির পরিমাণ-
 প্রবৃদ্ধির হার : বিগত অর্থবছর- মূল্যস্ফীতি : বিগত অর্থবছর-
 আমাগী অর্থবছর- আগামী অর্থবছর-
 কর মুক্ত আয় সীমা-
 বাজেটের কিছু বৈশিষ্ট্য :

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০-

১. দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-
২. পুরুষ ও মহিলার অনুপাত-
৩. জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)-
৪. স্থূল জন্মহার মৃত্যুহার-
৫. গড় আয়ু- বছর
৬. বিবাহের গড় বয়স- পুরুষ বছর, মহিলা বছর
৭. 3F = Finance, Fuel & Food
৮. ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা-
৯. সাক্ষরতা (৭+) হার-
১০. মোট শ্রমশক্তির বেশীর ভাগ () কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত।
১১. মাথাপিছু জাতীয় আয় GNP = মার্কিন ডলার বা টাকা।
১২. মাথাপিছু GDP = মার্কিন ডলার বা টাকা।
১৩. রেমিটেন্স ()-
১৪. সর্বাধিক প্রবাসী আছে-
১৫. GDP- তে কৃষির অবদান- শিল্প- সেবা।
১৬. NTC=(New Industrial Country) হংকং, চীন, সিংগাপুর, তাইওয়ান।
১৭. () অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে শ্রমিক আমদানীতে শীর্ষ দেশ-
১৮. সরকারের আয়ের প্রধান উৎস রাজস্ব।
১৯. সবচেয়ে বেশী রাজস্ব আয়= VAT হতে ()।
২০. মোট তফসিল ভুক্ত ব্যাংক= টি (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন + বেসরকারী বাণিজ্যিক + বিদেশী বাণিজ্যিক + বিশেষায়িত)।
২১. তফসিলভুক্ত নয় তবে সরকারী অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত ব্যাংক- ৪টি। (সমবায়, আনসার- ভিডিপি, কর্মসংস্থান, গ্রামীণ ব্যাংক)।
২২. সবচেয়ে বেশী রপ্তানী- (সার্ক-ভারত)।
২৩. সবচেয়ে বেশী আমদানী- (সার্ক-ভারত)।
২৪. সর্বাধিক রপ্তানী তৈরী পোষাক শিল্পে ()।
২৫. দেশে EPZ= টি। এগুলোতে বিনিয়োগকারী দেশ টি।

২৬. বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাধী শতাংশ জনপদ।
২৭. দেশে বিদ্যমান গ্রাস ফিল্ড- টি।
২৮. গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত)- ট্রিলিয়ন ঘনফুট।
২৯. বর্তমানে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে টি ফিল্ড হতে।
৩০. ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস চালু হয় ১৪ এপ্রিল, ২০০৮।
৩১. বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স এর আন্তর্জাতিক রুট টি।
৩২. প্রতি ১০০ জনে টেলিফোন ব্যবহার করে জন।
৩৩. দেশে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী- টি, বেসরকারী টি।
৩৪. বাংলাদেশ বিশ্বের টি দেশে ঔষধ রপ্তানী করছে।

অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান

NBR : NBR এর পূর্ণরূপ National Board of Revenue. আয়কর বিভাগের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক বিভাগ হলো এটি। এই প্রতিষ্ঠান সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থেকে কর আইন অনযায়ী বিভিন্ন কাজ করে।

ECNEC : Executive Committee of National Economic Council. এর প্রধান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

টারিফ কমিশন : টারিফ কমিশন হচ্ছে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যার প্রধান কাজ হলো দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া, সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ টারিফ কমিশন আইন ১৯৯২ এর মাধ্যমে এ সংস্থা গঠিত হয়।

প্রাইভেটাইজেশন কমিশন : বেসরকারি কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন অনুসৃত পদ্ধতি ও শর্ত আরোপের মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করতে গিয়ে যাতে কোন প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিতকরণকল্পে কেবল প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হবে।

পরিকল্পনা কমিশন : পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের জন্যে কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করার লক্ষ্যে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে তাকে পরিকল্পনা কমিশন বলে। ১৯৭২ সালে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এটি গঠন করা হয়।

বিনিয়োগ বোর্ড : বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকে সহজতর ও দ্রুততর করার জন্য বিনিয়োগ বোর্ড কাজ করছে। বিনিয়োগ বোর্ডে একটি সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে যা থেকে উদ্যোক্তাগণকে শিল্প স্থাপনের সর্বপ্রকার পরামর্শ এবং বিনিয়োগ বোর্ড সম্পৃক্ত কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম : বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম 'এইড কনসোর্টিয়াম' নামে পরিচিত। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল এইড ক্লাব। ১৯৯৭ সালে এর নামকরণ করা হয় এইড কনসোর্টিয়াম। প্রতিবছর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। ১৯৯৭, ২০০৩ ও ২০০৪ সালে ঢাকায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জ : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় ১৯৮৫ সালে। ১৯৭৬ সালে পুনরায় ঢাকায় চালু হয়) (১৯৫৪ সালে নারায়ণগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়।) চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (১৯৯৫ সালের ১০ই অক্টোবর)।

গ্রামীণ ব্যাংক : পল্লী এলাকায় ভূমিহীন জনসাধারণের মধ্যে বিনা জামানতে আর্থিক ঋণদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে এর প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। ১৯৮৩ সালে এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে এর ব্যাংক স্থাপিত হয় ড. ইউনুস হলেরন এর উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। ব্যাংকটি গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদান।

বাংলাদেশ ব্যাংক : তৎকালীন পাকিস্তানের State Bank of Pakistan এর সমস্ত দায় নিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। অদ্যাবধি বাংলাদেশ ব্যাংকই বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ১৩ জনের পরিচালনা পরিষদ (১ জন গভর্নর, ৪ জন ডেপুটি গভর্নর ও ৮ জন পরিচালক) বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ছাড়া আটটি শাখা রয়েছে। এগুলো হলো: সদরঘাট (ঢাকা), চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, বগুড়া ও রংপুর। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর ছিলেন এ. এন. হামিদুল-হা। বর্তমান গভর্নর ()। বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থপতি শফিউল কাদের।

বিভিন্ন ব্যাংকের প্রাচীন নাম :

বর্তমান নাম	পূর্বনাম
সোনালী ব্যাংক	সাবেক ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, বাহওয়ালপুর ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংক
রূপালী ব্যাংক	মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, অস্ট্রেলিয় ব্যাংক ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক
জনতা ব্যাংক	ইনাইটেড ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক
অগ্রণী ব্যাংক	হাবিব ব্যাংক ও কমার্স ব্যাংক
পূবালী ব্যাংক	দি ইস্টার্ন মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ
উত্তরা ব্যাংক	দি ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ

বাড়ির কাজ :

১. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন কে?
২. বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রবক্তা কে?
৩. বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন প্রকৃতির?
৪. 'ম্যাক্রো' শব্দের অর্থ কি?
৫. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কোন সংস্থা?
৬. অর্থনীতির জনক কে?
৭. বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ ঋণদাতা গোষ্ঠী কোনটি?
৮. সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস কবে চালু হয়?
৯. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কবে ১ টাকার ধাতব মুদ্রা চালু করা হয়।
১০. ১ টাকা ও ২ টাকার নোটে কার স্বাক্ষর থাকে?
১১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১২. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১৩. ব্যাংক নোট প্রচলন করে কে?
১৪. বেটার বিজনেস ফোরাম কবে গঠিত হয়?
১৫. HDI কি =
১৬. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১৭. বাংলাদেশে কবে ইউরো মুদ্রার লেনদেন হয়?
১৮. দেশের প্রথম EPZ কবে কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হয়?
১৯. টাকাকে ভাসমান মুদ্রা ঘোষণা করা হয় কবে?
২০. ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল কোনটি?
২১. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই।
২২. ১০ টাকার পলিমার নোট কোথায় তৈরী হয়েছে?
২৩. জাতিসংঘ কোন চহরকে বিশ্ব ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ হিসেবে ঘোষণা দেয়?
২৪. ড. মুহাম্মদ ইউনুস কোন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা?
২৫. ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মুদ্রা আইন কবে পাশ হয়?
২৬. বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনের স্থপতি কে?

২৭. সোনালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংককে কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয় কবে?
২৮. বাংলাদেশের রপ্তানী বানিজ্যের শতকরা কত ভাগ চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে হয়?
২৯. বাংলাদেশের প্রথম যে কোম্পানী জাহাজ রপ্তানী করেছে তার নাম কি?
৩০. স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রা কবের চালু হয়।

Lecture No.-08

আলোচ্য বিষয় : সরকার, স্থানীয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, সংবিধান, বিচার বিভাগ, প্রশাসনিক কাঠামো, প্রতরিক্ষা, নির্বাচন কমিশন, সরকারী কর্মকমিশন, চুক্তি, সনদ, বিল, আইন।

বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী :

১. বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়।
২. বাংলাদেশের একজন ভোটারের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর।
৩. জাতীয় সংসদের কোরাম হয় ৬০ জনে।
৪. জাতীয় সংসদ ভবন ২১৫ একর জমির উপর নির্মিত।
৫. বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার আবদুল হামিদ নিজেই নিজের কাছে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন।
৬. প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদ কাল ৫ বছর।
৭. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্যের সংরক্ষিত আসন ৪৫টি।
৮. বাংলাদেশের সংবিধান ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে গণপরিষদে উত্থাপিত হয়।
৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত হয়।
১০. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয় সংবিধানের ১২ নং সংশোধনীর মাধ্যমে।
১১. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ১৯৯২ সালে 'উপজেল বাতিল' বিলটি পাশ হয়।
১২. বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) ধারায় বলা হয়েছে 'সকল সময় জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য'।
১৩. বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদ বলে রাষ্ট্র নারী, শিশু বা অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান তৈরির ক্ষমতা পায়।
১৪. প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এককভাবে করতে পারেন।
১৫. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল-৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দীর বিচার অনুষ্ঠান।
১৬. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনটি জাতীয় সংসদে ২৭ মার্চ, ১৯৯৬ তারিখে পাশ হয়।
১৭. বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সংবিধানের ১৩৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত।
১৮. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের BCS ক্যাডার ২৮টি।
১৯. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি।

২০. সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে ‘সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী’।
২১. সংবিধানের ৬(২) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।
২২. সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিলকে বেসরকারী বিল বলা হয়।
২৩. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতীক রণতরী।
২৪. বাংলাদেশের জেলার সংখ্যা ৬৪টি।
২৫. ঢাকা বিভাগের জেলার সংখ্যা-১৭টি।
২৬. প্রথম মহিলা পুলিশ নিয়োগ করা হয়-১৯৭৬ সালে।
২৭. বাংলাদেশে বর্তমানে ৩ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে।
২৮. সার্কভুক্ত মালদ্বীপের দূতাবাস বাংলাদেশে নেই।
২৯. ১৫ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম সরকার গঠিত।
৩০. ‘আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এ্যাক্ট, ১৯৭৯’- আইন সংস্কার করে “র‍্যাব” (Rapid Action Battalion) গঠন করা হয়।
৩১. বাংলা একাডেমীর প্রথম মহাপরিচালক ড. মাযহারুল ইসলাম এবং প্রথম পরিচালক ড. এনামুল হক।
৩২. ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলো ও আমার কথা’- গ্রন্থের লেখক বিচাপতি লতিফুর রহমান।
৩৩. তাজউদ্দীন আহমদ, শেখ মুজিবের নির্দেশে পদত্যাগ করেন।
৩৪. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান।
৩৫. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি।
৩৬. জাতীয় সংসদ ভবন ২৮ জানুয়ারী, ১৯৮২ সালে উদ্বোধন করা হয়।
৩৭. একজন সদস্য স্পীকারের অনুমতি ছাড়া সর্বোচ্চ ৯০ দিন সংসদের বাইরে থাকতে পারবেন।
৩৮. জাতীয় সংসদে ৫০% +১ ভোটে সাধারণ আইন পাশ হয়।
৩৯. প্রথম জাতীয় সংসদের স্থায়িত্ব ছিল ২ বছর ৭ মাস।
৪০. স্পীকারের ইচ্ছায় গঠিত কমিটিকে “সংসদের বিশেষ অধিকার কমিটি” বলা হয়।
৪১. ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৪ সালে।
৪২. ১৯৭৬ সালে স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স জারী হয়।
৪৩. দ্রুত বিচার আইন পাস হয় ৯ এপ্রিল, ২০০২ সালে।
৪৪. ১৯৬১ সালে মুসলিম পরিবারিক আইন প্রণীত হয়।
৪৫. যৌতুক নিরোধ আইন প্রণীত হয় ১৯৮০ সালে।
৪৬. দম্পতি আইন প্রণীত হয় ১৯৬০ সালে এবং পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব ইন পাশ হয় ১৯৫০ সালে।
৪৭. আপিল বিভাগে বিচারপতির সংখ্যা-১১।
৪৮. বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন ২টি।
৪৯. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতীক রণতরী।
৫০. বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী ভাটিয়ারী, চট্টগ্রামে অবস্থিত।
৫১. বাংলাদেশ এয়ারফোর্স ট্রেনিং সেন্টার যশোরে অবস্থিত।
৫২. বাংলাদেশ পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী সারদায় অবস্থিত।
৫৩. প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদ ৫ বছর।
৫৪. ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
৫৫. ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
৫৬. বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তির মেয়াদ ৩০ বৎসর (১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬)।
৫৭. বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯ মার্চ ১৯৭২ সালে।
৫৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত হয়।

৫৯. গঙ্গার পানিবন্দন চুক্তি ১৯৭৮ সালে প্রথম স্বাক্ষরিত হয়।

বিস্তারিত আলোচনা :

সরকার : বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়- আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ।

আইন বিভাগের কাজ :

১. আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, আইন পরিবর্তন করা
২. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন সভার নিকট দায়ী থাকে।
৩. বার্ষিক বাজেট পেশ সহ যাবতীয় সরকারি নীতি নির্ধারণ।
৪. সংবিধান প্রস্তুত, সংশোধন, সংযুক্তি ও বেয়োজন করার ক্ষমতা।

শাসন বিভাগের কাজ :

১. প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা।
২. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সদস্যরা (মন্ত্রী) আইন সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইন তৈরী করতে পারে।
৩. শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ দান করেন।
৪. রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
৫. ‘কর’ ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ
৬. রাষ্ট্রপতির সকল কাজই শাসন বিভাগের আওতাধীন বলে বিবেচিত হয়।

বিচার বিভাগের কাজ

১. আইন অনুযায়ী মামলার বিচারকার্য করা
২. আইনের ব্যাখ্যা, সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান
৩. সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক
৪. জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা

স্থানীয় সরকার : পূর্বে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো ৩ স্তর বিশিষ্ট হলেও বর্তমানে তা তিন স্তর বিশিষ্ট। ২০ এপ্রিল, ২০০৮ সর্বশেষ স্তর অর্থাৎ গ্রাম সরকার স্তরটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

১. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার অবকাঠামো-৪ স্তরে বিভক্ত (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ)।
২. স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর- ইউনিয়ন পরিষদ
৩. পল্লী অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখে- ইউনিয়ন পরিষদ

৪. শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা- পৌরসভা জেলা পরিষদ :

১. জেলা পরিষদের প্রধান- জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান
২. জেলা পরিষদের সংখ্যা-৬৪টি
৩. জেলা পরিষদের উপদেষ্টা- সংসদ সদস্যবৃন্দ
৪. জেলা পরিষদ গঠিত হয়-১ জন চেয়ারম্যান + ১৫ জন সদস্য + সংরক্ষিত আসনের ৫ জন মহিলা সদস্য = ২১ জন সদস্য নিয়ে
৫. জেলা পরিষদের মেয়াদ -৫বছর

উপজেলা পরিষদ

১. উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তক- প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
২. উপজেলা ব্যবস্থা চালু হয়- ১৯৮৩ সালে
৩. প্রথম উপজেলা নির্বাচন- ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে
৪. উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-৩ বার (১৯৮৫, ১৯৯০ ও ২০০৯ সালে)
৫. উপজেলার প্রধান নির্বাহীর পদবী- উপজেলা চেয়ারম্যান

৬. উপজেলার প্রশাসনিক প্রধান- উপজেলা নির্বাহী অফিসার

৭. উপজেলা বাতিল বিল সংসদে পাশ হয়- ২৬ জানুয়ারি ১৯৯২ সালে
 ৮. উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়- ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৮ (সংসদে আইন পাশ হয়)
 ৯. প্রশাসনিক থানাগুলো পুনরায় উপজেলা নামে অভিহিত হয়- ২০ এপ্রিল ২০০০ সাল থেকে
 ১০. বর্তমানে দেশে উপজেলা- () টি
- ইউনিয়ন পরিষদ :
১. ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান- চেয়ারম্যান
 ২. ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়- ১৩ জন প্রতিনিধি নিয়ে (১ জন চেয়ারম্যান + ৯ জন সদস্য + ৩ জন মহিলা সদস্য)
 ৩. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল- ৫ বছর
- গ্রাম সরকার
১. স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর- গ্রাম সরকার
 ২. গ্রাম সরকারের প্রধান- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত ইউপি সদস্য
 ৩. গ্রাম সরকার প্রধানের পদবী- চেয়ারম্যান
 ৪. গ্রাম সরকারের সদস্য- ১৫ জন
 ৫. গ্রাম সরকারের মেয়াদকাল- ৫ বছর
 ৬. গ্রাম সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তক- সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান
 ৭. গ্রাম সরকার গঠনের প্রথম ঘোষণা হয়- ১৯৭৬ সালে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার : অরাজনৈতিক নেতৃত্বে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য গঠিত একটি সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী সরকারকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে। ১৯৯১ সালের নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যথেষ্ট নিরপেক্ষ হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা রাজনৈতিক অঙ্গনে বৃদ্ধি পায়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালের ২১ মার্চ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে এয়োদশ সংশোধনী বিল উত্থাপন করা হয়। সংবিধান সংসদ কর্তৃক ২৬ মার্চ গভীর রাতে পাস হয় ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে ২৭ মার্চ ১৯৯৬। এভাবে গড়ে উঠে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এ সরকার নির্বাচন কশিন পুনর্গঠন করতে পারে ও তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন দেন। নির্বাচনের পরে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পর এ সরকার বাতিল হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ :

১. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন পদবিষদ/আইন সভা/ পার্লামেন্ট- জাতীয় সংসদ (House of the Nation)
২. জাতীয় সংসদের প্রতীক- শাপলা
৩. জাতীয় সংসদের মেয়াদ- ৫ বছর
৪. জাতীয় সংসদে নির্বাচিত আস- ৩০০টি এবং সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫টি
৫. জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন- রাষ্ট্রপতি
৬. সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান- প্রেসিডেন্ট
৭. সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে সরকার প্রধান- প্রধানমন্ত্রী
৮. আইনসভার সভাপতি- স্পীকার এবং নেতা- প্রধানমন্ত্রী
৯. সংসদীয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী- রাষ্ট্রপতি
১০. জাতীয় সংসদ ভবন অবস্থিত- শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
১১. জাতীয় সংসদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন- ১৯৬২ সালে (আইয়ুব খান কর্তৃক)

১২. জাতীয় সংসদ ভবন উদ্বোধন- ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারী (তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আঃ সাত্তার কর্তৃক)
১৩. জাতীয় সংসদ ভবনে প্রথম অধিবেশন- ১৯৮২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী
১৪. জাতীয় সংসদ ভবনের স্থাপতি- লুই আই ক্যান (যুক্তরাষ্ট্রের স্থপতি)
১৫. জাতীয় সংসদ ভবন- ২১৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত
১৬. সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যে বিরতি কাল সর্বোচ্চ- ৬০ দিন
১৭. সংসদের হুইপের কাজ- শৃংখলা রক্ষা করা
১৮. সংসদ সদস্য হওয়ার ন্যূনতম বয়স সীমা- ২৫ বছর
১৯. সংসদ অধিবেশন কোরাম গঠিত হয়- ৬০ জন সংসদ সদস্য নিয়ে
২০. বাংলাদেশের সংসদে দুই জন বিদেশী রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেন- (১) মার্শাল টিটো (প্রথম), (২) ভি, ভি গিরি (দ্বিতীয়)
২১. মোট সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ৯টি
২২. স্বল্প মেয়াদী সংসদ- ৬ ঠা সংসদ
২৩. গণ পরিষদের প্রথম স্পীকার- শাহ আব্দুল হামিদ
২৪. জাতীয় সংসদের প্রথম স্পীকার- মোহাম্মদ উল-াহ
২৫. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ
২৬. বাংলাদেশের সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ২০০১ সালে (অষ্টম সংসদ নির্বাচন)
২৭. জাতীয় সংসদে “তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল” পাস হয়- ২৭ মার্চ ১৯৯৬ সালে
২৮. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ১নং আসন- পঞ্চগড়
২৯. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৩০০ নং আসন- বান্দরবান।

সংবিধান

১. সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা, ৪টি তফসিল, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ ও ১১টি অধ্যায় রয়েছে।
২. ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ছিলেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ও একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন রাজিয়া বানু। ১২ অক্টোবর গণপরিষদে সংবিধান উত্থাপিত হয় এবং ৪ নভেম্বর গৃহিত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে কার্যকরী হয়।
৩. সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের ২/৩ অংশের ভোটের প্রয়োজন।
৪. PSC গঠন সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ- ১৩৭। ন্যায়পাল নিয়োগ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৭৭। ২৮(২) নং অনুচ্ছেদে সমঅধিকারের কথা বরা হয়েছে। অর্থবিল সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ- ৮১(১)। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ- ৫৮। নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ- ১১৮। নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবে। ৬(২) অনুচ্ছেদ বলে।
৫. সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ- ১৪২(১)।
৬. সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক সুপ্রীম কোর্ট।
৭. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।
৮. গণপরিষদ আদেশ জারি : ২৩ মার্চ, ১৯৭২।
৯. বাংলাদেশের হস্তলিখিত সংবিধানের মূল লেখকঃ আব্দুর রউফ।
১০. হস্তলিখিত সংবিধানের পাতার সংখ্যা : ৯৩।
১১. এ সংবিধানে স্বাক্ষরের পর পাতার সংখ্যা হয় : ১০৮।
১২. স্বাক্ষর দানে বিরত থাকেন : একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।
১৩. সংবিধান কার্যকর হয় : ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২।
১৪. সংবিধান দিবস পালন করা হয় : ৪ নভেম্বর।
১৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন প্রথম নির্বাচন : ১২ জুন, ১৯৯৬।

১৬. সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী পাস হয় : ১৬ মে, ২০০৪।

১৭. ইমপিচমেন্টের বিধান রয়েছে : ৫৩ অনুচ্ছেদের ৫ দফায়।
১৮. সংবিধানে রাষ্ট্রভাষার কথা রয়েছে : ৩ অনুচ্ছেদে।
১৯. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ : ২২ অনুচ্ছেদে।
২০. রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার : ৪৯ অনুচ্ছেদে।
২১. অ্যাটর্নি জেনারেল : ৬৪ অনুচ্ছেদে।
২২. বাজেট বা বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি : ৮৭ অনুচ্ছেদে।
২৩. জরুরি অবস্থা ঘোষণা : ১৪১ (ক) অনুচ্ছেদে।
২৪. গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ।
২৫. হস্তলিখিত মূল সংবিধানে গণপরিষদের ৩০৯ জন সদস্য স্বাক্ষর করে।
২৬. গৃহীত সংবিধানের মূলকপিতে প্রথম স্বাক্ষরকারী শেখ মুজিবুর রহমান।
২৭. বাংলাদেশের সংবিধানের দুটি ভাষা বাংলা ও ইংরেজি।
২৮. প্রস্তাবনা দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে।
২৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে বাংলাদেশ গণপরিষদ।
৩০. দেশের সংসদ বর্তমান না থাকলে অথবা সংসদ বৈঠকরত না থাকলে রাষ্ট্রপতি জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে পারেন।
৩১. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের নিয়োগদান করেন রাষ্ট্রপতি।
৩২. প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ করেন।
৩৩. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন এ. এস. এম. সায়েম
৩৪. সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির মেয়াদকাল ৬৭ বছর।
৩৫. চতুর্থ সংশোধনীতে আইন বলে দ্বিতীয় তফসিল বিলুপ্ত করা হয়েছে।

সংবিধানের বিভাগ, বিষয় ও অনুচ্ছেদ

সংবিধানের বিভাগ	বিষয়	সংবিধানের অনুচ্ছেদ	মোট অনুচ্ছেদ
প্রথম	প্রজাতন্ত্র	০১-০৭	৭টি
দ্বিতীয়	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	০৮-২৫	১৮টি
তৃতীয়	মৌলিক অধিকার	২৬-৪৭	২২টি
চতুর্থ	নির্বাহী বিভাগ	৪৮-৬৪	১৭টি
পঞ্চম	আইনসভা	৬৫-৯৩	২৯টি
ষষ্ঠ	বিচার বিভাগ	৯৪-১১৭	২৩টি
সপ্তম	নির্বাচন	১১৮-১২৬	৯টি
অষ্টম	মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	১২৭-১৩২	৬টি
নবম	বাংলাদেশের কর্মবিভাগ	১৩৩-১৪১	৯টি
নবম-ক	জরুরি বিধানাবলী	১৪১ক-১৪১গ	৩টি
দশম	সংবিধান সংশোধন	১৪২	১টি
একাদশ	বিবিধ	১৪৩-১৫৩	১১টি

সংশোধনী	সাল	উদ্দেশ্য
প্রথম	১৯৭৩	যুদ্ধবন্দীদের বিচার
দ্বিতীয়	১৯৭৩	জরুরি অবস্থা জারি
তৃতীয়	১৯৭৪	ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির বৈধতা
চতুর্থ	১৯৭৫	মন্ত্রীপরিষদ এর স্থলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার
পঞ্চম	১৯৭৯	বিসমিল-হ সংযোজন ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

প্রবর্তন

উষ্ঠ	১৯৮১	রাষ্ট্রপতি পদকে অলাভজনক ঘোষণা
৭ ম	১৯৮৬	সামরিক শাসনের বৈধতা
৮ ম	১৯৮৮	ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ও হাইকোর্টের ৬টি বেঞ্চ স্থাপন
৯ ম	১৯৮৯	রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন
১০ ম	১৯৮৯	৩০টি মহিলা আসন সংরক্ষণ
১১ শ	১৯৯১	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পূর্বপদে ফিরে যাওয়া
১২ শ	১৯৯১	সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন
১৩ শ	২৭ মার্চ ৯৬	তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন
১৪ শ	১৬ মে ০৪	৪৫টি মহিলা আসন সংরক্ষণ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ, PSC এর চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বয়স ৬২ থেকে ৬৫ এবং বিচারকদের বয়স ৬৫ থেকে ৬৭ তে উন্নীতকরণ।

বিচার বিভাগ :

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রিম কোর্ট।
- সুপ্রীম কোর্ট গঠনের কথা বলা হয়েছে সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদে।
- সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন সংখ্যা ২।
- দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের অভিভাবক বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন প্রণীত হয় ২০০৪ সালে।
- আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার আইন) জাতীয় সংসদে পাস হয় ৯ এপ্রিল, ২০০২।
- গ্রাম্য আদালত গঠিত হয় ১৯৭৬ সালে।
- পারিবারিক আদালত গঠিত হয় ১৯৮৫ সালে।
- আপিল বিভাগের বিচারকের সংখ্যা ১১ জন।

প্রশাসনিক কার্যক্রম :

- বাংলাদেশে যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত তা হলো সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর বিভাগ রয়েছে- ৩টি। যথাঃ আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ।
- আইন সভার সভাপতিকে বলা হয়- স্পীকার।
- বিচার বিভাগের প্রধানকে বলা হয়- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়- রাষ্ট্রপতির নামে।
- রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের প্রধান- মুখ্য সচিব।
- মন্ত্রীগণ তাদের কার্যক্রমের জন্য জবাবদিহি করেন- জাতীয় সংসদ এবং সরকার প্রধানের কাছে।
- বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় কার্যালয়- বাংলাদেশ সচিবালয়।
- সরকারের প্রধান আইনজীবিকে বলা হয় এটর্নি জেনারেল।
- রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেন- সংসদ সদস্যরা।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজ পরিচালিত হয়- র‍‌সলস অব বিজনেস অনুযায়ী।
- সিটি কর্পোরেশনের মেয়ররা মর্যাদা লাভ করেন- ঢাকা মেয়র- মন্ত্রীর মর্যাদা, অন্যান্য মেয়ররা- প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা।
- বিভাগীয় প্রধানকে বলে- বিভাগীয় কমিশনার।
- জেলার প্রধানকে বলা হয়- ডেপুটি কমিশনার।
- উপজেলার প্রশাসনিক প্রধান- ইউ.এন.ও।

১৬. পুলিশের প্রধান- আই.জি।

১৭. মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান-কমিশনার।

প্রতিরক্ষা :

১. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর ঢাকায়।
২. বাংলাদেশের সামরিক যাদুঘর অবস্থিত ঢাকায়।
৩. বাংলাদেশ পুলিশের সদরদপ্তর গুলিস্তান, ঢাকায়।
৪. বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী অবস্থিত ভাটিয়ারী, চট্টগ্রামে।
৫. বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী অবস্থিত সারদা, রাজশাহীতে।
৬. বাংলাদেশের নৌবাহিনীর প্রতীক রণতরী।
৭. বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান রাষ্ট্রপতি।
৮. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান রাষ্ট্রপতি।
৯. বাংলাদেশের বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ খালিদ বিন ওয়ালিদ।
১০. বাংলাদেশ রাইফেলস : স্বাধীনতার পর ৩ মার্চ, ১৯৭২ সালে এ বাহিনীর নতুন নামকরণ করা হয় Bangladesh Rifles (BDR) বর্তমানে এর সদর দপ্তর ঢাকার পিলখানায় অবস্থিত। বর্তমান মান (BGB-Border Guards of Bangladesh)
১১. র‍্যাব (RAB) : আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে ২৬ মার্চ, ২০০৪ সালে র‍্যাব গঠিত হয়। এর পূর্ণ নাম Rapid Action Battalion। আর্মড পুলিশব্যটেলিয়ন এ্যাক্ট-১৯৭৯ সংশোধন করে RAB গঠন করা হয়।
১২. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পূর্ব নাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।
১৩. FIR : First Information Report এটি প্রাথমিক তথ্য বিবরণী বা এজাহার নামে পরিচিত।
১৪. বাংলাদেশ পুলিশের প্রশাসনিক অঞ্চলগুলো হলো- রেঞ্জ, জেলা, সার্কেল ও থানা।
১৫. বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মেজর চেলসি।
১৬. বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ১৯৯৪ সালের ১২ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে।
১৭. বাংলাদেশ পুলিশ সর্বপ্রথম নিজস্ব জেলা পুলিশ ওয়েব সাইট খুলেছে নারায়ণগঞ্জে।
১৮. সৈনিক দিবস ৭ নভেম্বর। প্রথম মহিলা বিগ্রেডিয়ার সুরাইয়া রহমান।
১৯. সারদা পুলিশ একাডেমির প্রথম অধ্যক্ষ মেজর চেলসি। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর স্মার্টমন্ত্রণালয়ের অধীনে।
২০. “সোর্ড অব অনার” সম্মান দেওয়া হয় সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ ক্যাডেটদের।
২১. প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি। এ্যাটর্নি জেনারেলদের নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি।
২২. বাংলাদেশ ইন্টারপোলের সদস্য হয়-১৯৭৬।

নির্বাচন কমিশন

১. রাষ্ট্রপতির বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর ও অন্যান্য সকল পনপ্রতিনিধির বয়স ২৫ বছর হতে হবে।
২. ভোটার হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর।
৩. নির্বাচন কমিশনারদের মেয়াদ ৫ বছর।
৪. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ১ অক্টোবর ২০০১ সালে।
৫. প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম ইদ্রিস।
৬. সরাসরি গণভোটে নির্বাচিত প্রথম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে নির্বাচিত হন।
৭. ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান চন্দ্র রায়।
৮. প্রত্যক্ষ ভোটে ঢাকার মেয়র নির্বাচন হয় ১২৯ বছর পর এবং প্রথম মেয়র মোঃ হানিফ।

৯. নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যা সুপ্রীম কোর্টের সমমর্যাদা সম্পন্ন।

সরকারী কর্মকমিশন :

১. উপমহাদেশে প্রথম PSC গঠিত হয় ১৯৩৭ সালে। পূর্ব পাকিস্তান PSC গঠিত হয়
২. লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহীর পদবী রেক্টর।
৩. PSC সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
৪. পি এস সি- এর সকল সদস্যকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন।
৫. পি এস সি একটি সাংবিধানিক সংস্থা।
৬. সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি।
৭. প্রেসিডেন্টের সচিবালয় থেকে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন স্থানান্তর করা হয়- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে।
৮. সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধানের পদবী- চেয়ারম্যান।
৯. বাংলাদেশ সংবিধানে ১৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে কর্ম কমিশন গঠিত হয়েছে।
১০. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কার্যকাল- দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ৫ বছর।
১১. কর্ম কমিশনের সদস্যগণের পদমর্যাদা- সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের সমান।
১২. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) প্রথম চেয়ারম্যান- ড. এ. কিউ. এম. বজলুল করিম।
১৩. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান-
১৪. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর ক্যাডার- ২৮টি

চুক্তি, সনদ, বিল, আইন

১. দ্রষ্টব্য আইন ১৯৬০ ও মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ সালে প্রণীত হয়।
২. উপজেলা বাতিল বিলটি পাশ হয় ১৯৯২ সালে।
৩. ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি হয় ১৯৭২ সালে।
৪. গঙ্গা পানিবন্টন চুক্তি হয় নয়াদিল্লীতে ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ (৩০ বছরের জন্য)।
৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি হয় ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭। বাংলাদেশ সিটিবিটি অনুমোদন করে ২০০০ সালের ৭ মার্চ।
৬. ধুমপান নিয়ন্ত্রণ আইন-১৪ই মার্চ ২০০৪ সালে প্রণীত হয়।
৭. জন্ম নিবন্ধন আইন- ৩০ নভেম্বর ২০০৪ সালে প্রণীত হয়।
৮. দ্রষ্টব্য বিচার আইন-৯ এপ্রিল ২০০২ সালে প্রণীত হয়।
৯. বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ আইন- ১লা নভেম্বর ২০০৭ সালে প্রণীত হয়।
১০. সন্তানের পরিচিতিতে মায়ের নাম সংযুক্তিকরণ আইন-২৪ আগস্ট ২০০০ সালে প্রণীত হয়।
১১. বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন আইন- ৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ সালে প্রণীত হয়।
১২. বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র পরমানু সহযোগীতা চুক্তি সাক্ষরিত হয় ২১ মার্চ ২০০৬।
১৩. বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির মেয়াদ ২৫ বছর (১৯ মার্চ, ১৯৯৭)।
১৪. বাংলাদেশ CTBT চুক্তিতে সাক্ষর করে ২৪ অক্টোবর, ১৯৯৬ (১২৯ তম) এবং অনুমোদন করে ৭ মার্চ, ২০০০ (২৮ তম)
১৫. সাবমেরিন কেবল চুক্তি সাক্ষর করে ২৭ মার্চ ২০০৪ সালে।
১৬. “ট্রান এশিয়ান হাইওয়ে” চুক্তিতে সাক্ষর করে, ৯ নভেম্বর, ২০০৭ সালে।

১৭. বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২১ এপ্রিল, ২০০৭ সালে।

বাড়ির কাজ :

১. দেশে দ্রষ্টব্য বিচার আইন কবে পাশ হয়?
২. দেশে ধুমপান আইন কবে পাশ হয়?
৩. কত সালে দুই PSC একত্রিত হয়?
৪. কোন কমিশন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে?
৫. হস্তলিখিত সংবিধান কার লেখা?
৬. সংবিধান দিবস কবে?
৭. চতুর্দশ সংশোধনী কবে পাশ হয়?
৮. বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সম্পর্কে কত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?
৯. সংসদে দুটি অধিবেশনের মাঝে সর্বোচ্চ কত দিন বিরতি যো যাবে?
১০. বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর স্-গান কি?
১১. বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর স্-গান কি?
১২. প্রথম মহিলা বিগ্রেডিয়ার কে?
১৩. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন যাত্রা শুরু করে কবে?
১৪. বাংলাদেশ আনসার একাডেমী কোথায় অবস্থিত?
১৫. কোন সংসদে মহিলাদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না?
১৬. সচিব কার অধীনে কাজ করে?
১৭. জেলা আদালতের প্রধান বিচারক কে?
১৮. গণভোটের সালগুলি উল্লেখ করুন?
১৯. গণপরিষদ অধ্যাদেশ জারী হয় কবে?
২০. অধিদপ্তরের প্রধানকে কি বলা হয়?
২১. গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা কত ছিল?
২২. গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা কত ছিল?
২৩. উপমহাদেশে প্রথম কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
২৪. কাদের সম্মতি ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না?
২৫. CrPC = ?
২৬. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কতবার (১১ জানুয়ারী, ২০০৭ পর্যন্ত) জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছে?
২৭. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন কবে পাশ হয়?
২৮. পুলিশের প্রথম আইজিপি কে ছিলেন?
২৯. RAB আইন পাশ হয় কবে?
৩০. প্রথম এ্যাটর্নী জেনারেল কে?

Lecture No.-09

আলোচ্য বিষয় : বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের নারী বিষয়ক, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার অবস্থান, পুরস্কার, খেলাখুলা, সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী।

বিভিন্ন সালে আগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী :

১. বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন BAEC ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।
২. বাংলাদেশের একমাত্র কিশোরী সংশোধন প্রতিষ্ঠান গাজীপুরের কোণাবাড়ীতে অবস্থিত।
৩. বাংলা একাডেমী ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত।
৪. ‘সূর্যদীঘল বাড়ী’- চলচ্চিত্রের পরিচালক শেখ নিয়ামত শাকের।

৫. বাংলাদেশের স্থপতি ফজলুর রহমান খান সবচেয়ে বেশী আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন।
৬. বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের উপর ছবি এঁকে বিখ্যাত হন শিল্পী জয়নুল আবেদিন।
৭. শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম বহুড়া জেলায় অবস্থিত।
৮. প্রথম আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন শফিকুল হক মিয়া।
৯. ২০০০ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টেস্ট মর্যাদা লাভ করে।
১০. বাংলাদেশ মালদ্বীপের সাথে ফাইনালে খেলে সাফ গেমস চ্যাম্পিয়ন হয় (ফুটবল)।
১১. বিকেএসপি হলো একটি ক্রীড়া সংস্থার নাম।
১২. ‘মা ও মণি’- একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম।
১৩. ১৯৮৮ সালের সিউল অলিম্পিকে বাংলাদেশের হামিদুজ্জমান খান এর ভাস্কর্য স্টেপস স্থান পায়।
১৪. কুমিল-৭ বোর্ড (BARD)- এর প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খান।
১৫. জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান।
১৬. বাংলামিডিয়া প্রকাশ করেছে এশিয়াটিক সোসাইটি।
১৭. প্রামাণ্য ব্যাংকের জনক ড. মুহাম্মদ ইউনুস।
১৮. মরমী কবি বলা হয় হাসান রাজাকে।
১৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্যার সলিমুল-হাের অবদান অনস্বীকার্য।
২০. লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক এ কে ফজলুল হক।
২১. এ পর্যন্ত দুইজন মহিলা বীর প্রতীক উপাধি পেয়েছেন।
২২. ১৯৭৬ সালে প্রথম মহিলা পুলিশ নিয়োগ দেয়া হয়।
২৩. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন-৪৫।
২৪. সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য রাজিয়া বানু।
২৫. স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ স্তরে মহিলাদের ক্ষমতায়নে ব্যাপক বিধান রাখা হয়েছে।
২৬. প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত মাহমুদা হক চৌধুরী।
২৭. সুপ্রীমকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা।
২৮. বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান রংপুর জেলা।
২৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী নিবাসের নাম রাখা হয় বেগম রোকেয়ার নামে।
৩০. উপমহাদেশে চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেন (মানিকগঞ্জ)।
৩১. সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক নিবাস কিশোরগঞ্জ।
৩২. বাংলাদেশ এয়ার কোর্সের ট্রেনিং সেন্টার যশোরে অবস্থিত।
৩৩. PATC প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে।
৩৪. উত্তরা গণভবন নাটোরে অবস্থিত।
৩৫. সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায়।
৩৬. বাংলাদেশ পোস্টাল একাডেমী রাজশাহীতে।
৩৭. NIPORT জনসংখ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান।
৩৮. বাংলা নববর্ষ চালু করেন বাদশা আকবর।
৩৯. প্রথম টেস্টদল (বাংলাদেশের) সফর করে জিম্বাবুয়েতে।
৪০. ১৯৯৯ সালে বাংলাদশ প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে।
৪১. সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় প্রতি ২ বছর পর।
৪২. বাংলাদেশ ১৯৭৭ সালে ICC এর সহযোগী সদস্য পদ লাভ করে।
৪৩. সোর্ড অব অনার দেয়া হয় সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ ক্যাডেটদের।
৪৪. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বীরত্ব পুরস্কারের নাম বীরশ্রেষ্ঠ।

বিস্তারিত আলোচনা :

বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব :

শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, লেঃ জেঃ জিয়াউর রহমান, নবাব সলিমুল-হা, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, জয়নুল আবেদিন, এস, এম, সুলতান, কামুল হাসান, জগদীশচন্দ্র বসু, ডক্টর কুদরত-ই খুদা, আবদুল-হা আল মুতী শরফুদ্দীন, এমএ জি ওসমানী, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, লালন শাহ, আব্বাস উদ্দীন, নিয়াজমোর্শেদ, হাসন রাজা, অ্যাঞ্জেলা গোমেজ, তিতুমীর, ইলামিরা, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, আবদুল-হা আবু সাইয়ীদ, আখতার হামিদ খান, ড. মুহাম্মদ ইউনুস অমর্ত্য সেন, হাজী শরীয়তউল-হা, দুদু মিয়া, এফ আর খান, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, অতীশ দীপকর, ডাঃ জোহরা বেগম কাজী।

অন্যান্য তথ্য :

১. দিনাজপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হাজী মোহাম্মদ দানেশ একজন কৃষক নেতা ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা।
২. আমেরিকায় ‘সিয়ারস টাওয়ার’ ও সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দরের হজ টার্মিনালের স্থপতি ফজলুর রহমান খান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ স্থপতি।
৩. ফরায়াজি আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তউল-হা এর জন্ম ও মৃত্যু মাদারীপুর জেলায়। মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ মহসিন (দুদু মিয়া) এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।
৪. ‘কমিল-৭ মডেল’ এর উদ্যোক্তা অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান।
৫. গাজীপুর জেলার অধিবাসী অ্যাঞ্জেলা গোমেজ ১৯৭৫ সালে “বাঁচতে শেখা” নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের জন্য তিনি ম্যাগসেসে পুরস্কারে ভূষিত হন।
৬. ‘বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র’ এর জন্য বিশ্বব্যাপী আলোচিত ও ম্যাগসেসে পুরস্কারে ভূষিত হন অধ্যাপক আবদুল-হা আবু সাইয়ীদ।
৭. মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম “বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি” এবং বারডেম হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা।
৮. মাষ্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী। ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য প্রীতিলতা ওয়াদেদার, যিনি ব্রিটিশদের হাতে ধরা গড়ে আত্মহত্যা করেন। ১৯৩৪ সালে সূর্যসেনকে ফাঁসী দেয়া হয়।
৯. রাজশাহীর নাচোল ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃষকদের ও সাওতালদের তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ইলামিরা।
১০. তিতুমীর (মীর নিসার আলী) বিখ্যাত বাঁশের কেল-ার জন্য। ব্রিটিশদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ১৮৩১ সালে তিনি এই কেল-া তৈরী করেন।
১১. সুনামগঞ্জের অধিবাসী হাসন রাজা তার আধ্যাত্মিক গানের জন্য বিখ্যাত।
১২. কুষ্টিয়ার মরমী সাধক লালন শাহ বিখ্যাত তার আধ্যাত্মিক গানের জন্য।
১৩. ভাটিয়ালী, মুর্শিদী ইত্যাদি লোকগীতি গেয়ে বিখ্যাত হন শিল্পী আব্বাসউদ্দীন।
১৪. ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিবাসী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সংগীত সাধক।
১৫. দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম (১৯৮৭) গ্রান্ডমাষ্টার খেতাব লাভ করেন দাবাড়ু নিয়াজ মোর্শেদ।

১৬. মুন্সিগঞ্জ জেলার অধিবাসী অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করে খ্যাতি লাভ করেন।

১৭. সুনাম গঞ্জের অধিবাসী এম. এ. জি ওসমানী ছিলেন মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তার পদবী ছিল কর্ণেল।
 ১৮. মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আবদুল-হ আল মুতী শরফুদ্দীন ১৯৯৩ সালে কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ করেন।
 ১৯. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠবিজ্ঞানী এবং প্রথম শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন ড. কুদরত-ই-খুদা।
 ২০. কিশোরগঞ্জের ছেলে জয়নুল আবেদীন বিখ্যাত হন দুর্ভিক্ষের ছবি একে। তার কয়েকটি চিত্র- সংগ্রাম, ম্যাডোনা, দুই জিপসী রমণী, রমণীর চুলবাধা, মনপুরা-৭০, দাঁড়টানা, প্রামাণ্য মরনী, ইত্যাদি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন লোকশিল্প যাদুঘর, যা সোনারগায়ে অবস্থিত।
 ২১. চিত্রকর্মের পাশাপাশি “শিশুস্বর্গ” নামক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে (বঞ্চিত শিশুদের জন্য) খ্যাতি অর্জন করেন নড়াইলের কৃতি সন্তান এস. এম. সুলতান।
 ২২. পটুয়া কামরুল হাসান পড়াশুনা করেন কলকাতা আর্ট কলেজে। তিনি ছবি একে দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন।
- বাংলাদেশের নারী বিষয়ক :
১. ভারতবর্ষে নারীদের জন্য ভোটাধিকার আইন পাস হয় ১৯৩৫ সালে।
 ২. হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন পাস ১৮৫৬ সালে।
 ৩. পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে নারীদের নিয়োগ করার অধ্যাদেশ জারি হয় ১৯৭৬ সালে।
 ৪. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠিত হয় ১৯৭৬ সালে।
 ৫. মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন হয় ১৯৭৮ সালে।
 ৬. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গঠন হয় ১৯৯১ সালে।
 ৭. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ফিরোজা বেগম টেস্টটিউব শিশুর মা হন (বাবা-মোঃ হানিফ)
 ৮. স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ স্তরে মহিলাদের ক্ষমতায়নের ব্যাপক বিধান রাখা হয়েছে।
 ৯. বিটিভির প্রথম মহিলা মহাপরিচালকের নাম ফেরদৌস আরা বেগম। তিনিই বাংলাদেশের প্রথম নারী কর কমিশনার।
 ১০. বাংলাদেশ বেতারের (তৎকালীন অল ইন্ডিয়া রেডিও, ঢাকা) প্রথম নারী শিল্পী লায়লা আরজুমান্দ বানু।
 ১১. দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলাদেশের প্রথম নারী এমিরেটাস ফেলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক সুফিয়া রহমান।
 ১২. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ডাক্তারের নাম অধ্যাপক ডাঃ জোহরা বেগম কাজী।
 ১৩. দেশের প্রথম মহিলা পুলিশ সুপার (এস পি) হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন রওশন আরা।
 ১৪. বাংলাদেশের আইরিন খান লন্ডন ভিত্তিক এ্যামনেস্টি এন্টারন্যাশনালের মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন।
 ১৫. যৌতুক নিরোধ আইন পাস হয় ১৯৮০ সালে।
 ১৬. সম্প্রতি বাংলাদেশের বেগম রোকেয়ার জীবনী অক্সফোর্ড ডিকশনারি (Oxford Dictionary) তে স্থান পায়।
 ১৭. বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করে।
 ১৮. বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে সন্তানের পরিচয়ে মায়ের নাম সংযুক্ত করার বিধান করে।
 ১৯. নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় ১৯৯৭ সালে।

২০. নারী উন্নয়ন নীতিমালা (সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয় ৮ মার্চ, ২০০৮।
 ২১. বাংলাদেশে নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া।
 ২২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ (ইংরেজী)।
 ২৩. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা আইনজীবী রাবেয়া ভূইয়া।
 ২৪. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম।
 ২৫. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা সচিব জাকিয়া আকতার।
 ২৬. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা উপউপাচার্য- জেড এন তাহমিদা বেগম।
 ২৭. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা চেয়ারম্যান (PSC) জেড এন তাহমিদা বেগম।
 ২৮. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা রোটারী পাবলিক কামরুন্নাহার লাইলী।
 ২৯. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা মহাপরিচালক (বাংলা একাডেমী) ডঃ লীলিমা ইব্রাহিম।
 ৩০. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা কুটনীতিক- তাহমিনা খান ডলি।
 ৩১. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূইয়া।
 ৩২. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রক্টর ড. আফরোজা বেগম (কুমিল-১ বিশ্ববিদ্যালয়)।
 ৩৩. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালোদা জিয়া।
 ৩৪. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা বিরোধীদলীয় নেত্র শেখ হাসিনা।
 ৩৫. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন।
 ৩৬. বাংলাদেশের প্রথম মহিলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি।
- কুষ্টি ও সংস্কৃতি :
১. প্রথম বাহিনী চিত্র মুখ ও মুখোশ, নির্মিত হয় ১৯৫৬ সালে নির্মাতা মোহাম্মদ জব্বার।
 ২. দেশের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর শামীম শিকদার।
 ৩. প্রথম মুসলিম চলচ্চিত্রকার কাজী নজরুল ইসলাম (প্র-ব-১৯৩৪)।
 ৪. মনিপুরী নৃত্য সিলেট অঞ্চলের, সাঁওতাল নৃত্য ও বুমুর নৃত্য রাজশাহী অঞ্চলের।
 ৫. FDC= Film Development Corporation প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে।
 ৬. 'বল' নৃত্য যশোর অঞ্চলের।
 ৭. 'আবার তোরা মানুষ হ' ছবির পরিচালক খান আতাউর রহমান।
 ৮. "নবান্ন" জয়নুল আবেদিনের একটি চিত্রকর্ম।
 ৯. বাংলা একাডেমীর একমাত্র মহিলা মহাপরিচালক ড. নীলিমা ইব্রাহিম।
 ১০. সারেং বউ, দুই জীবন-ছবির পরিচালক আব্দুল-হ আল মামুন।
 ১১. ঢাকা টেলিভিশনে প্রথম প্রচারিত নাটক "একতলা দোতলা" যার রচয়িতা মুনীর চৌধুরী।
 ১২. বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম সংগীত শিল্পী ফেরদৌসী রহমান।
 ১৩. বাংলাদেশে মোট ৪টি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র রয়েছে। যথা- বেতবুনিয়া, তালিাবাদ, মহাখালী ও সিলেট।
 ১৪. বেতবুনিয়া রাঙ্গামাটি জেলায় ও তালিাবাদ গাজীপুর জেলায় অবস্থিত।
 ১৫. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী।
 ১৬. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।
 ১৭. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কাঠ খোদাই শিল্পী অলক রায়।
 ১৮. ঢাকায় নির্মিত প্রথম বাংলা ছবি "মুখ ও মুখোশ"।
 ১৯. বাংলার প্রথম মুসলিম চলচ্চিত্র অভিনেত্রী বনানী চৌধুরী।

২০. "দেশ আজ বিশ্ব বেহয়ার খপ্পরে" শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা সর্বশেষ স্কেচ।
 ২১. বাংলা একাডেমী গ্রন্থমেলা শুরু হয় ১৯৭৯ সালে।
 ২২. উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেন।
 ২৩. প্রথম বাংলা সবাক চিত্রের নাম "জামাই ষষ্ঠী।"
 ২৪. বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের জনক আবদুল জব্বার খান।
 ২৫. "শিশু স্বর্গ" এ. এম. সুলতান প্রতিষ্ঠিত চিত্রাংকন প্রতিষ্ঠান।
 ২৬. গম্ভীরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের লোকসংগীত।
 ২৭. "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী" গানটির গীতিকার আব্দুল গাফফার চৌধুরী, সুরকার আব্দুল লতিফ, বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ।
 ২৮. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্ত বাংলাদেশের স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র- আগামী, যার পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম।
 ২৯. বাংলাদেশের প্রাচীন জাদুঘর- বরেন্দ্র জাদুঘর, রাজশাহী। একমাত্র বিজ্ঞান জাদুঘর ঢাকায়।
 ৩০. লোকশিল্প জাদুঘরটি সোনারগাঁয়ে, ডাক জাদুঘরটি ঢাকায়, প্রাণী জাদুঘরটি মীরপুর, ঢাকায়।
 ৩১. প্রখ্যাত ছবি "তিন কন্যা" একেঁছেন কামরুল হাসান।
 ৩২. বিখ্যাত "ম্যাডোনা ১৪৪৩" ছবিটির চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীন।
 ৩৩. বিখ্যাত মনিপুরী নাচ সিলেট অঞ্চলের।
 ৩৪. বাংলা বেতারে প্রচারিত প্রথম নাটক "কাঠঠোকরা।"
 ৩৫. টপ্পা গানের জনক নিধু বাবু (রামনিধি গুপ্ত)।
 ৩৬. "ভাত দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাব" কবিতাটি রফিক আজাদের।
 ৩৭. 'ঠাকুরমার ঝালি' এর লেখক দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার।
 ৩৮. কান চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের 'মাটির ময়না' ছবিটি পুরস্কৃত হয়।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ :**
১. বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর।
 ২. 'ধানশালিকের দেশ', 'উত্তরাধিকার'-বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা।
 ৩. বাংলা একাডেমী প্রথম যে ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার নাম বর্ধমান হাউস।
 ৪. বাংলা একাডেমীর প্রথম পরিচালক মোঃ এনামুল হক।
 ৫. বাংলা একাডেমীর প্রথম মহাপরিচালক প্রফেসর মাহহারুল ইসলাম। বর্তমান-
 ৬. নজরুল ইসলাম টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে।
 ৭. BKSP ১৯৮৬ সালে সাভারের জিরানীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।
 ৮. BARD ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান।
 ৯. BARD এর কার্যক্রম কুমিল-১য় কোর্টবাড়ীতে অবস্থিত।
 ১০. BCSIR (Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research) ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
 ১১. BCSIR- এর প্রথম গবেষক ছিলেন কুদরত-ই-খুদা।
 ১২. পল-১ উন্নয়ন একাডেমী (বগুড়া) ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
 ১৩. BRDB-এর পূর্ব নাম ছিল IRDB।
 ১৪. বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন ১৯৯৩ সালে পাবনার রূপপুরে পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করে।

১৫. BANSDOC (Bangladesh National Scientific and Technical Documentation Centre) ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৬. BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) বাংলাদেশের বৃহত্তম এনজিও।
১৭. BRAC-এর প্রধান ফজলে হাসান আবেদ।
১৮. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান BARI ১৯৭৬ সালে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯. বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর সোনারগাঁও-এ অবস্থিত।
২০. ICDDR,B ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
২১. ECNEC- এর পূর্ণরূপ- Executive Committee of National Economic Council।
২২. EPZ-এর পূর্ণরূপ Export Processing Zone।
২৩. SPARSO-এর পূর্ণরূপ- Space Research and Remote Sensing Organization অর্থাৎ মহাকাশ গবেষণা দূর অনুধাবন কেন্দ্র।
২৪. SPARSO কাজ করে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে।
২৫. SPARSO প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনভুক্ত।
২৬. জাতীয় জাদুঘর ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।
২৭. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালের।
২৮. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০১ সালের ১৫ মার্চ।
২৯. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী।
৩০. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গঠিত হয় ১৯৭৬ সালে।
৩১. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সালে।
৩২. সিরডাপ প্রতিষ্ঠিত হয় ৬ জুলাই, ১৯৭৯ সালে।
৩৩. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫ জুলাই, ১৯৭৭ সালে।
৩৪. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।
৩৫. বর্তমানে BARD এর পৃষ্ঠপোষক বাংলাদেশ সরকার।
৩৬. PATC বলতে বাংলাদেশের Public Administration Training Centre কে বুঝায়।
৩৭. এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৪ সালে কলকাতায়।
৩৮. এশিয়াটিক সোসাইটি একটি আন্তর্জাতিক অরাজনৈতিক ও স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠন।
৩৯. ল্যান্ট স্যাট (LANT SAT) ও নোয়া (NOAA) স্পারসোর কৃত্রিম উপগ্রহ।
৪০. BARI এর প্রধান কার্যালয় গাজীপুরের জয়দেবপুরে অবস্থিত।
৪১. BRRI প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১ অক্টোবর, ১৯৭০ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান :

১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-ফার্মগেট, ঢাকা।
২. বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বি.সি.আই.সি)- দিলকুশা ঢাকা।
৩. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪. বাংলাদেশ পল-ই উন্নয়ন বোর্ড- কাওরানবাজার, ঢাকা।
৫. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী- সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬. বাংলা একাডেমী- কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢা.বি.

৭. বাংলাদেশ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট- ময়মনসিংহ
৮. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান-জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৯. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট- জয়দেবপুর, গাজীপুর
১০. বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- জিরানী, সাভার, ঢাকা
১১. দুর্নীতি দমন কমিশন- সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১২. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন- শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
১৩. আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র- মহাখালী
১৪. বারডেম (ডায়াবেটিকস) হাসপাতাল- শাহবাগ
১৫. বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)- পুরান পলটন

কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার অবস্থান :

১. শিখা চিরন্তন- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
২. বায়তুল মোকাররম- পুরানা পল্টন
৩. তাঁরা মসজিদ- লালবাগ
৪. ঢাকেশ্বরী মন্দির- লালবাগ
৫. বাংলাদেশ সচিবালয়- তোপখানা রোড
৬. বঙ্গভবন- দিলকুশা
৭. গণভবন (প্রধানমন্ত্রী ভবন)- শেরে বাংলা নগর
৮. জাতীয় যাদুঘর- শাহবাগ
৯. বিজ্ঞান যাদুঘর- আগারগাঁও
১০. সামরিক যাদুঘর- মিরপুর
১১. ঢাকা গেট- তিন নেতার মাজার ও দোয়েল চত্বরের মধ্যবর্তী জায়গায়
১২. বড় কাটরা+ছোট কাটরা- চক বাজার
১৩. লালবাগের কেল-ই- লালবাগ
১৪. সার্ক ফোয়ারা- কাওরান বাজার
১৫. বাকল্যাভ বাধ- সদরঘাট (বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে)
১৬. টি.ভি. ভবন- রামপুরা
১৭. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট- সেগুনবাগিচা
১৮. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার- ঢাকা মেডিকেল কলেজ
১৯. বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ- মিরপুর
২০. মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর- সেগুনবাগিচা
২১. প্রথম ফ্লাইওভার- খিলগাঁও
২২. বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র- আগারগাঁও
২৩. স্পারসো- আগারগাঁও

পুরস্কার

১. স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য বীরত্ব পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
২. বীরশ্রেষ্ঠ-৭জন, বীর উত্তম-৬৮জন, বীর বিক্রম-১৭৫জন, বীর প্রতীক-৪২৬ জন।
৩. ৬৮ জন বীরউত্তম উপাধি প্রাপ্তদের মধ্যে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীই শুধুমাত্র বেসামরিক ব্যক্তি।
৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার হলো- স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৭)।
৫. ২০০৩ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান।
৬. প্রথম স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে কয়েকজন হলেন কাজী নজরুল ইসলাম, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, রুনা লায়লা, ইত্যাদি।
৭. ১৯৭৬ সালে ২১ শে পদক চালু করা হয়।

৮. এ পর্যন্ত দুটি আন্তর্জাতিক সংগঠনকে ২১ শে পদক দেয়া হয়েছে।
এগুলো হলো UNESCO এবং The Mother Language Lovers of the world .
৯. প্রথম একুশে পদক প্রাপ্তদের মধ্যে কয়েকজন হলেন কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দিন, বেগম সুফিয়া কামাল, আব্দুল কাদির. ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, তফাজ্জল হোসেন।
১০. ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার চালু করা হয়।
১১. প্রথম বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্তদের কয়েকজন হলেন ফররুখ আহমদ, আবুল মনসুর আহমেদ, আসকার ইবনে শাইখ।
১২. নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস (১৩ অক্টোবর ২০০৬)।
১৩. অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন বাঙ্গালী অমর্ত্য সেন।
১৪. সাহিত্যে প্রথম (এশিয়া) নোবেল পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৫. বাংলাদেশে ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়েছেন আব্দুল-হ আবু সায়ীদ (২০০৪), মতিউর রহমান (২০০৫), মুহম্মদ ইউনুস (১৯৮৪)।
১৬. সার্ক সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী।
১৭. প্রথম সার্ক এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।
১৮. ২০০১ সালে সার্ক সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন শামসুর রাহমান।
১৯. অস্কারে প্রথম একজন বাংলাদেশী হিসেবে নাফিস বিন জাফর পুরস্কার পেয়েছেন।
২০. অস্কার পুরস্কার প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় (১৯৯২)।
২১. বাংলাদেশের ফজলুর রহমান খান পরপর ছয়বার শ্রেষ্ঠ স্থপতি হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন।
২২. কলিঙ্গ পুরস্কার পেয়েছেন আব্দুল-হ আল মুতী।
২৩. UNEP প্রবর্তিত Champion of the Earth (Asia)-হতে পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের ড. আতিক রহমান (BCAS)।
২৪. ১৯৭৬ সাল হতে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার, চলচ্চিত্র পুরস্কার দেয়া হয়।
২৫. সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য ফিলিপস পুরস্কার দেওয়া হয়।
২৬. সর্বশেষ একুশে পদক পেয়েছেন-
২৭. সর্বশেষ স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন-
২৮. সর্বশেষ বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন-

খেলাখুলা :

১. 'বাংলাদেশ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ' নামকরণ করা হয় ১৯৯১ সালে, যার কাজ হলো দেশের খেলাখুলা নিয়ন্ত্রণ করা।
২. বাংলাদেশের খেলাখুলা নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৩. বিকেএসপি এর পূর্ণরূপ- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (১৯৮৬)।
৪. বাংলাদেশের বর্তমান দ্রুততম মানব ও মানবী-ফুটবল :
১. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টু।
২. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়- জাদুকর সামাদ।
৩. বাংলাদেশ অষ্টম সাফ গেমসের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়।
৪. বাংলাদেশের পেশাদার ফুটবল লীগ (বি-লীগ) চালু হয় ২০০৭ সালে।
৫. বর্তমান জাতীয় দলের অধিনায়ক ও কোচের নাম-

ক্রিকেট :

১. বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেট।
২. ওয়ানডে স্ট্যাটাস ১৫ জুন, ১৯৯৭, টেস্ট স্ট্যাটাস ২৬ জুন, ২০০০-এ লাভ করে বাংলাদেশ।
৩. বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিবি) ১৯৭৩ সালে গঠিত হয়।
৪. বিসিসিবি এর বর্তমান নাম বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
৫. বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে।
৬. বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট সিরিজ জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে।
৭. ওয়ানডেতে হ্যাটট্রিককারী বোলার শাহাদত হোসেন রাজিব, টেস্টে অলক কাপালী।
৮. টেস্ট ও ওয়ানডেতে প্রথম ১০০ উইকেট লাভ করেন মোহাম্মদ রফিক।
৯. বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের দশম সদস্য।
১০. অভিষেক টেস্ট হয় ১০-১৪ নভেম্বর, ২০০০ সালে।
১১. ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে।
১২. বাংলাদেশ আইসিসি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয় ১৯৯৭ সালে।
১৩. জাতীয় ক্রিকেটদলের প্রথম অধিনায়ক শামীম কবির।
১৪. অভিষেক সেস্টে শতরান করেন বুলবুল।
১৫. বাংলাদেশ বিশ্বকাপে প্রথম খেলে নিউজিল্যান্ডের সাথে।
১৬. বিশ্বকাপে প্রথম জয়লাভ করে পাকিস্তানের সাথে।
১৭. বর্তমান জাতীয় দলের কোচ ও অধিনায়কের নাম-

কমনওয়েলথ গেমস :

১. বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালে কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ করে।
২. একমাত্র পদক জয় (সোনা)- আসিফ হোসেন খান (শুটিং)।

অলিম্পিক :

১. বাংলাদেশ ১৯৮০ সালে বিশ্ব অলিম্পিক এসোসিয়েশন-এর সদস্যপদ লাভ করে।
২. বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে (লস এঞ্জেলস) প্রথম বিশ্ব অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে।

দাবা :

১. দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম বয়সে প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন নিয়াজ মোর্শেদ।
২. বাংলাদেশে () জন গ্র্যান্ডমাস্টার আছেন। সর্বশেষ-
৩. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাস্টার (মহিলা) রানী হামিদ।

কাবাডি :

১. বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডি।
২. কাবাডি খেলায় প্রতিদলে ১২ জন খেলোয়াড় থাকে।
৩. ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস-এ বাংলাদেশ কাবাডিতে ব্রোঞ্জ পদক পায়।

সাঁতার :

১. ১৯৫৮ সালে ব্রজেন দাস প্রথম (এশীয়) ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম (৬বার) করেন।
২. ব্রজেন দাস এর নাম ১৯৬১ সালে 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়।
৩. বরিশালের সাঁতার ব্রজেন দাস ১৯৯৮ সালে মারা যান।
৪. ১৯৭১ সালে অরুণ নন্দী সবচেয়ে বেশী সময় সাঁতার কেটে রেকর্ড করেন (৯০ ঘণ্টা ৫ মিনিট)।

সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী : শিক্ষক মহোদয় মড়াবেন

বাড়ির কাজ :

১. উত্তরাধিকার কি ধরণের সাহিত্য পত্রিকা?
২. সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন কবে গঠিত হয়?
৩. BRAC এর পূর্ণরূপ কি?
৪. A S A এর পূর্ণরূপ কি?
৫. ‘অশনি সংকেত’ চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
৬. ‘অন্তর্যাত্রা’ চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
৭. ভারত সরকার কবি নজরুলকে কোন উপাধিতে ভূষিত করেন?
৮. টেস্টে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরী করেন কে?
৯. ‘সারেং বৌ’ চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
১০. ২০১১ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কোথায় হবে?
১১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে ডি. লিট উপাধী দেয় কবে?
১২. অমর্ত্য সেন যে স্কুলে লেখাপড়া করেছেন তার নাম কি?
১৩. অভিষেক টেস্টে কোন বাংলাদেশী শতরান করেন?
১৪. দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার কোনটি?
১৫. ২০০২ সালে মহাত্মা গান্ধী পুরস্কার পান কে?
১৬. ড. মুহাম্মদ শহীদুল-হ কতটি ভাষা জানতেন?
১৭. জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন কতটি?
১৮. গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষে কোন মহিলা নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন?
১৯. শেখ মুজিবুর রহমানকে কোন কারাগারে (যুদ্ধকালীন) বন্দী করে রাখা হয়েছিল।
২০. মাসরিক যাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
২১. শিখা অর্নিবান কোথায় অবস্থিত?
২২. BINA কোথায় অবস্থিত?
২৩. ECNEC- এর প্রধান কে?
২৪. দুদক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
২৫. বরেন্দ্র যাদুঘর কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
২৬. ইন্দোবাংলা গেমস এর একটি দল বাংলাদেশ, অন্যটি?
২৭. SPARSO কোথায় অবস্থিত?
২৮. BANSDOC- এর পূর্ব নাম কি ছিল?
২৯. বাংলাপিডিয়া কে, কত সালে প্রকাশ করে?
৩০. প্রথম মুসলিম চলচ্চিত্রকার কে?